প্রকাশক : শ্রীদীনেশচন্দ্র বসু
মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিঃ
১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট,
কলিকাতা—১২

প্রথম সংস্করণ—১৯৫৩

প্রচ্ছদপট :
শিল্পী : নরেন্দ্রনাথ দত্ত

মুদ্রাকর :
শ্রীএককড়ি ভড়
নবশক্তি প্রেস
১, রমাপ্রসাদ রায় লেন,
কলিকাতা—৬

কাব্যালোচনা

কবি-পরিচিতি

নবীনচন্দ্র সেন উনবিংশ শতাব্দীর নব-জাগৃতির শঙ্খধ্বনিতে উদ্বোধিত বাঙ্গালা সাহিত্যের এক বিশেষ প্রবল ধারার প্রতিনিধি-স্থানীয় কবি। সে ধারা মহাকাব্যের তথা মহাজীবন বোধের; সে ধারায় আত্মপ্রত্যয়ের উল্লাস এবং সমষ্টি মুক্তির প্রয়াস মিলিয়া গিয়াছিল। প্রতিভাদীপ্ত উনবিংশ শতাব্দীর উজ্জ্বল মধ্যাহ্নে নবীনচন্দ্রের আবির্ভাব; সাহিত্য-চিন্তা, ধর্মচেতনা, সমাজসংস্কার ও জীবনচর্চার ক্ষেত্রে জ্ঞানযোগী এবং কর্মযোগীদের একত্র সমাবেশে ও দুশ্চর সাধনায় তখন জাতীয় মুক্তি অন্তরে বাহিরে ত্বরান্বিত হইয়া আসিয়াছে। আবার সেই যুগে বাঙ্গালী ভাবসাধক পাশ্চাত্ত্য মানবতাবাদের (Humanism) সংস্পর্শে আসিয়া সঞ্জীবিত হইয়াছে। সেই সঞ্জীবনের ও নব চেতনার প্রথম উদ্গাতা ছিলেন মধুসূদন; হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র তাঁহারই প্রাণ পৌরুষের উত্তরসাধক। নবীনচন্দ্রের কবি কীর্তি প্রধানতঃ নির্ভর করে 'রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাস' কাব্যত্রয়ের উপর। কিন্তু যে কাব্য নবীনচন্দ্রের কবিখ্যাতিকে আজিও স্বদেশবৎসল বাঙ্গালীর অন্তরে অক্ষয় করিয়া রাখিয়াছে, তাহা 'পলাশির যুদ্ধ'। একদা এই লোকপ্রিয় কাব্য দেশবাসীর হৃদয়ে স্বদেশপ্রীতির উদ্বোধনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল, তাহার সহিত একমাত্র তুলনা করা চলে উহার সাত বৎসর পরে প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠের'।

এখানে সেই কাব্যের বিস্তৃত বিশ্লেষণের পূর্বে আমরা কবি-জীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচয়লাভের প্রয়াস পাইব।

১৮৪৭ খৃষ্টাব্দের ১০ই ফেব্রুয়ারী তারিখে চট্টগ্রামে নয়াপাড়া গ্রামে বিখ্যাত শ্রীযুক্ত রায়বংশে কবিবর নবীনচন্দ্র সেন জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জাতিতে ছিলেন বৈদ্য, কুলগত উপাধি সেন। তাঁহার পিতার নাম গোপীমোহন রায়, মাতার নাম রাজরাজেশ্বরী। পিতা ছিলেন প্রথমে চট্টগ্রামে জজ

আদালতের পেশকার, পরে মুন্সেফ এবং উকিল হইয়াছিলেন। পাঁচ বৎসর বয়সে নবীনচন্দ্রের হাতে খড়ি হয়। কিছুকাল গ্রামে গুরুমহাশয়ের কাছে, তৎপর আট বৎসর বয়সে চট্টগ্রাম সহরে পিতার তত্ত্বাবধানে স্কুলে তাঁহার অধ্যয়ন সুরু হয়। নবীনচন্দ্রের শৈশব-প্রকৃতি তাঁহার একটি উক্তিতেই সম্যক্ প্রকাশিত হইয়াছে, "আমার চরিত্র এত অশান্ত যে, বিদ্যালয়ে সর্বসম্মতিক্রমে আমি Wicked the great—'দুষ্ট শিরোমণি' উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলাম।" মেধাবী অথচ অমনোযোগী ছাত্র নবীনচন্দ্র কিন্তু ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে সতের বৎসর বয়সে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে পাশ হইয়া ও দ্বিতীয় শ্রেণীর বৃত্তিলাভ করিয়া সকলকে বিস্মিত করিয়া দিলেন।

প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া নবীনচন্দ্র কলিকাতায় প্রেসিডেন্সী কলেজে ফার্ষ্ট আর্টস্ শ্রেণীতে ভর্তি হন। দশ এগার বৎসর বয়স হইতেই তিনি ঈশ্বর গুপ্তের অনুকরণে কবিতা রচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কলিকাতায় কবিতা রচনা সূত্রে তিনি শিবনাথ শাস্ত্রী ও প্যারীচরণ সরকারের স্নেহলাভে সমর্থ হন। সরকার মহাশয়ের সম্পাদিত 'এডুকেশন গেজেটে' নবীনচন্দ্রের 'কোন এক বিধবা কামিনীর প্রতি' শীর্ষক কবিতাটি প্রথম প্রকাশিত হয়, তৎপরে সম্পাদকের উৎসাহে বহু কবিতা তিনি উহাতে লিখেন। ফার্ষ্ট আর্টস্ পরীক্ষার একমাস মাত্র পূর্বে ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে নভেম্বর মাসে লক্ষ্মীকামিনী দেবীর সহিত তাঁহার পরিণয় হইল। বিবাহকালে তাঁহার বয়স ছিল উনিশ এবং পত্নীর বয়স ছিল দশ বৎসর। সেই বৎসরেই তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে দ্বিতীয় বিভাগে এফ. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বৃত্তি না পাওয়ায় তাঁহাকে জেনারেল এসেম্ব্লিজ ইনষ্টিটিউসনে ভর্তি হইতে হয়, এবং ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে তথা হইতে দ্বিতীয় বিভাগে বি. এ. পাশ করেন। তাহার কিছু পূর্ব হইতেই নবীনচন্দ্রের পারিবারিক জীবনে দুর্ভাগ্যের মেঘ ঘনাইয়া আসে। বি. এ. পরীক্ষার তিনমাস পূর্বে তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। মুক্তহস্ততা ও দানশীলতার দরুণ প্রভূত উপার্জন করিয়াও তাঁহার পিতা শেষ পর্যন্ত অধ্যয়নরত পুত্রের জন্য প্রচুর ঋণ এবং এক অসহায় পরিবার

রাখিয়া যান। এই দুর্দিনে আত্মীয়-পরিজনদের নিকট হইতেও নবীনচন্দ্র কোন সাহায্য পান নাই। শত্রুতা, প্রবঞ্চনা, পরশ্রীকাতরতা প্রভৃতি প্রবৃত্তি-সমূহ আত্মীয়-বন্ধুদের মধ্যে এত প্রবল ছিল যে, তজ্জন্য কবি আত্মজীবনীতে দারুণ ক্ষোভ জানাইয়া গিয়াছেন। তথাপি সমস্ত পরিবারের দায়িত্ব তিনি মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিলেন। এই সঙ্কটকালে তাঁহাকে প্রভূত সাহায্য ও সহানুভূতি দিয়া রক্ষা করেন নরনারায়ণ বিদ্যাসাগর—অসহায় বাঙ্গালী কবিদের •'সঙ্কটে মধুসূদন'। ছাত্র পড়াইয়া এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অর্থসাহায্যে নবীনচন্দ্র বাড়ীতে পোষ্যবর্গের এবং কলিকাতায় নিজের ব্যয় নির্বাহ করিতে লাগিলেন। অতঃপর প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যক্ষ সাট্‌ক্লিফ সাহেবের অনুগ্রহে তিনি মাত্র একমাসের জন্য হেয়ার স্কুলের তৃতীয় শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। দুঃস্থ ও বেকার জীবনে আত্ম-প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রামের মধ্যে নবীনচন্দ্রের গভীর আত্মবিশ্বাস ও সংকল্পের দৃঢ়তা প্রকাশ পায়। যে কোন সৎচেষ্টায় অগ্রসর হইবার মত সাহস তাঁহার আশৈশব ছিল। হেয়ার স্কুলে স্বল্পকাল শিক্ষকতার পর লেফটেনান্ট গভর্ণর গ্রে সাহেবের সেক্রেটারী ষ্ট্যান্সফিল্ডের অনুগ্রহে নবীনচন্দ্র ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট পরীক্ষার মনোনয়ন পান এবং প্রতিযোগিতা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হন। তিনি ছত্রিশ বৎসর কাল কৃতিত্বের সহিত উক্ত সরকারী কার্য করেন। চাকুরী জীবনে নানাস্থানে বহু জনহিতকর গঠন ও সংস্কার কার্যে যেমন তিনি অগ্রণী ছিলেন, তেমনি আবার দৃঢ়তা ও স্বাধীনচিত্ততার জন্য নিগ্রহও ভোগ করিয়াছিলেন।

সরকারী শাসনকার্যের নিত্যব্যস্ততা এবং বিচিত্র বাধার মধ্যেও নবীন-চন্দ্রের সাহিত্যসৃষ্টি পরিমাণে কম নহে; তজ্জন্য তিনি প্রভূত প্রতিষ্ঠাও লাভ করিয়াছিলেন। নবীনচন্দ্র যথাশক্তি আন্তরিকভাবেই বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সেবা করিয়াছিলেন এবং ১৩০১—১৩০৩ সাল পর্যন্ত উহার সহ-সভাপতি ছিলেন। সাহিত্য-পরিষদকে সূচনা হইতেই কার্যকরী করিয়া তোলা তাঁহার অন্যতম কৃতিত্ব। বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার কি পরিমাণ

ঘনিষ্ঠতা ছিল, তাহা তিনি 'আমার জীবনে' সুন্দরভাবে বিবৃত করিয়াছেন। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের ২৩শে জানুয়ারী তারিখে নবীনচন্দ্র জন্মভূমি চট্টগ্রামে দেহত্যাগ করেন। নিম্নে নবীনচন্দ্রের উল্লেখযোগ্য রচনাবলীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইল।

অবকাশরঞ্জিনী কবির প্রথম গ্রন্থ, বিচিত্রবিষয়ক খণ্ড কবিতার সমষ্টি। ইহাতে প্রেম ও স্বদেশ সম্পর্কে নবীনচন্দ্রের আবেগ উচ্ছল হৃদয়ের অভিব্যক্তি দৃষ্ট হয়।

পলাশির যুদ্ধ ঐতিহাসিক গাথা কাব্য।

ক্লিওপেট্রা—সুন্দরীশ্রেষ্ঠা ক্লিওপেট্রার প্রণয়-ব্যর্থতার করুণ কাহিনী।

রঙ্গমতী—প্রণয়বেদনা ও স্বদেশভাবনার এক কাল্পনিক কাহিনী, ভারত-ইতিহাসের ক্ষুদ্র একটি অংশ ইহার পটভূমিরূপে গৃহীত হইয়াছে।

রৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাস—সমগ্রভাবে গ্রথিত এই কাব্যত্রয়ে মহাভারতীয় কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পটভূমিতে শ্রীকৃষ্ণ-জীবনের মহামানব রূপ প্রকটিত হইয়াছে। ইহা নবীনচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ কীর্তি। ইহার বিশাল পরিকল্পনা ও সমুন্নত আদর্শ প্রশংসাযোগ্য।

খৃষ্ট—ম্যাথু রচিত খৃষ্টমাহাত্ম্যের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ।

অমিতাভ মানব-মহিমার আলোকে বুদ্ধলীলা ব্যাখ্যান, নবীনচন্দ্রের সংযত ও দৃঢ়সংবদ্ধ রচনার নিদর্শন।

অমৃতাভ—চৈতন্যদেবের সন্ন্যাস-পূর্ব জীবনের ভক্তিরসাশ্রিত কাব্যরূপ, অসম্পূর্ণ রচনা।

প্রবাসের পত্র—ভারতভ্রমণবৃত্তান্ত, সাবলীল গদ্যে কবিপত্নীকে উদ্দেশ্য করিয়া পত্রাকারে রচিত।

আমার জীবন (পাঁচভাগে সম্পূর্ণ)—সুবৃহৎ আত্মজীবনী, স্বমহিমা-খ্যাপনের প্রয়াস থাকিলেও ইহার গদ্যরচনাভঙ্গী বড়ই স্বচ্ছন্দ, এবং উহা সেই যুগের বহু তথ্যে সমৃদ্ধ।

উক্ত তালিকা দৃষ্টেই বোঝা যায়, নবীনচন্দ্রের রচনা শুধু সংখ্যায় নহে, বিষয়-

বৈচিত্র্যেও উল্লেখযোগ্য। তন্মধ্যে 'পলাশির যুদ্ধ'ই আমাদের বিস্তারিত আলোচনার বিষয়।

'পলাশির যুদ্ধ' রচনার নেপথ্য-ইতিহাস

'পলাশির যুদ্ধ' রচনার যে নেপথ্য-ইতিহাস কবি 'আমার জীবনে' সবিস্তারে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা প্রারম্ভে জ্ঞাতব্য বলিয়া এখানে সংক্ষেপে উদ্ধৃত করা হইল,—"যশোহরে আমাদের আমোদ ও আহারের জন্ম একটা সাধারণ সমিতি ছিল। তদন্তর্গত আবার কয়েকটি শাখা-সমিতি ছিল—সঙ্গীত সমিতি, সাহিত্য সমিতি, ইয়ার্কি সমিতি। সাহিত্য সমিতির সভ্য তিনজন—আমি, জগবন্ধু ভদ্র ও মাধবচন্দ্র চক্রবর্তী। জগদ্বন্ধু যশোহর স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক এবং মাধব তখন উকিল ছিলেন। একদিন এই সমিতিতে স্থির হইল যে, আমরা তিনজনে তিনটি বিষয় লইয়া তিনখানি বই লিখিব। কলেজে অধ্যয়ন সময়ে রামপুর বোয়ালিয়া যাইবার পথে পলাশির যুদ্ধের ও যুদ্ধক্ষেত্রের যে গল্প শুনিয়াছিলাম তাহা আমার সর্বদা মনে পড়িত, এবং যুদ্ধক্ষেত্র সর্বদা আমার নয়নের সমক্ষে ভাসিত। আমি বলিলাম, আমি পলাশির যুদ্ধ লিখিব,—জগদ্বন্ধু রাজস্থানের এবং মাধব সিপাহী বিদ্রোহের কোনও ঘটনা লিখিবেন স্থির হইল।...আমি তখনই 'পলাশির যুদ্ধ' একটি দীর্ঘ কবিতাকারে লিখিলাম।...কবিতাটি সত্তর আশী শ্লোক হইবে।...উহা আরও বিস্তৃত করিয়া পুস্তকাকারে ছাপিতে তিনি (যশোহরের এসিষ্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার) পরামর্শ দিয়াছিলেন। আমি সে পরামর্শ গ্রহণ করিলাম। কবিতাটি পড়িয়া রহিল। এই গেল ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের শরৎকাল। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের বসন্তকালে আমি তিনমাসের বিদায় গ্রহণ করি। পিতার পরলোকগমনের পর পল্লীগ্রামস্থ বাড়ীখানিও ধ্বংসপ্রায় হইয়াছিল। উহা নূতন করিয়া নির্মাণ করিবার জন্ম এই বিদায় লইয়াছিলাম। সেই সময় একদিন ঐ কবিতাটি চক্ষে পড়িল। মনে করিলাম ইঞ্জিনিয়ার বাবুর উপদেশ মতে এই কবিতাটি বিস্তৃত করিতে পারি কিনা চেষ্টা করিয়া দেখিব। সেই চেষ্টার ফল 'পলাশির যুদ্ধ কাব্য' ...কতদিন লিখিয়াছিলাম মনে নাই। বড় বেশীদিন নহে। ছুটির মধ্যেই কাব্যখানি শেষ হয়।"

কাব্যপ্রকাশ ও জনপ্রিয়তা

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে 'পলাশির যুদ্ধ' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে নবীনচন্দ্রের কবিখ্যাতি সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িল, এবং উহার অভিনব বিষয়বস্তু ও অন্তর্নিহিত ভাবোন্মাদনার জন্য তিনি জাতীয় কবির মর্যাদা লাভ করিয়াছিলেন। উহার জনপ্রিয়তা সম্পর্কে রমেশচন্দ্র দত্ত সত্যই বলিয়াছিলেন—"Palasir Juddha came like a surprise and a joy to his countrymen. and pleased the reading public by its freshness and vigour and its voluptuous sweetness. কবি বায়রণ তাঁহার Childe Harold's Pilgrimage কাব্যের ভূয়সী প্রশংসায় স্মরণীয় উক্তি করিয়াছিলেন—"I awoke one morning and found myself famous" তেমনি Childe Harold-এর ভাবরসপুষ্ট 'পলাশির যুদ্ধে'র জনপ্রিয়তা সম্পর্কে নবীনচন্দ্রও বলিয়াছেন—"বঙ্গসাহিত্য জগতে একটা হুলস্থূল পড়িয়া গেল।...'পলাশির যুদ্ধ' প্রকাশিত হওয়া মাত্র নবস্থাপিত 'ন্যাশনাল থিয়েটারে' অভিনীত হয়। সে অভিনয়ে শুনিয়াছি খ্যাতনামা অভিনেতা ও নাটক রচয়িতা গিরিশচন্দ্র ঘোষ ক্লাইভের অভিনয় করিয়া প্রথম খ্যাতিলাভ করেন। এরূপ চারিদিকে 'পলাশির যুদ্ধ' লইয়া তোলপাড়।" নবীনচন্দ্রের কথায় অতিরঞ্জন থাকিতে পারে, কিন্তু কাব্য-সমাদর যে হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। ডাঃ সুকুমার সেন জানাইয়াছেন—"উহা প্রকাশের এক বৎসরের মধ্যে ঢাকা ও বরিশাল হইতে যথাক্রমে অজ্ঞাতনামার 'পলাশির যুদ্ধের ব্যাখ্যা' ও রাজমোহন চক্রবর্তীর 'পলাশির যুদ্ধের টীকা' বাহির হইয়াছিল।" 'বঙ্গদর্শনে' বঙ্কিমচন্দ্র এই কাব্যের প্রশংসাপূর্ণ সমালোচনা করিয়া লিখিয়াছিলেন—"পলাশির যুদ্ধ যে বাংলা সাহিত্য ভাণ্ডারে একটি বহুমূল্য রত্ন, তাহাতে সন্দেহ নাই।" 'বান্ধবে' কালীপ্রসন্ন ঘোষ উক্ত কাব্যের সুদীর্ঘ রসগ্রাহী বিশ্লেষণ করিয়া লিখিয়াছিলেন—"একথা অক্ষুব্ধ চিত্তে বলা যাইতে পারে যে, পলাশির যুদ্ধ কাব্যে সর্বত্রই অসাধারণ কবিত্বের নিদর্শন রহিয়াছে।" প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রপাঠ্যতালিকাভুক্ত হওয়া 'পলাশির যুদ্ধের' অন্যতম সৌভাগ্য। রঙ্গমঞ্চেও 'পলাশির যুদ্ধ' সমাদৃত হইয়াছিল। উহা 'ন্যাশনাল থিয়েটারে' মঞ্চস্থ হইয়াছিল

সত্য, তবে গিরিশচন্দ্র তাহাতে অভিনেতা ছিলেন না। পূর্ব হইতেই খ্যাতিমান গিরিশের খ্যাতি ক্লাইভের ভূমিকার জন্য অনেক বাড়িয়া গিয়াছিল একথা সত্য, তবে সেই অভিনয় হয় দুই বৎসর পরে ৫ই জানুয়ারী, ১৮৭৮ সালে। বহু বৎসর পরে অমরেন্দ্রনাথ দত্ত 'পলাশির যুদ্ধে' সিরাজের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়া নটজীবন আরম্ভ করেন।

কাব্যের বিষয়বস্তু

যাহা হোক, আজিও নবীনচন্দ্রের স্মরণীয় পরিচয় 'পলাশির যুদ্ধে'র কবিরূপে। কিন্তু উহার সমস্তই কেবল কাব্যোৎকর্ষের জন্য নহে। বিষয়বস্তুর অভিনবত্ব, সদ্যোজাগরিত স্বদেশাভিমানের সহিত উক্ত কাব্যের অন্তর্নিহিত সুরসাদৃশ্যের জন্যও বাঙ্গালী উহাকে হৃদয়ে বরণ করিয়া লইল। বিষয়বস্তুর অভিনবত্ব সম্পর্কে নবীনচন্দ্র নিজেও যে সজ্ঞান ছিলেন এবং উহার রূপায়ণে সাফল্যলাভ সম্পর্কে সন্দিগ্ধ ছিলেন তাহা দ্বিতীয় সর্গের ১৭শ শ্লোকেই প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু কি সেই অভিনব বিষয়বস্তু, যাহার দরুণ এই কাব্য অন্যান্য কাব্য হইতে স্বতন্ত্র? মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্য' ও হেমচন্দ্রের 'বৃত্রসংহার কাব্যের' ঘটনা পৌরাণিক কাহিনী, দেবতা, দানব বা পুরুষকারদৃপ্ত মানুষের সংঘর্ষ-চিত্র। সুতরাং কবি সেখানে অনেকটা নিরঙ্কুশ, পুরাণ-মহাকাব্যের ঐতিহ্যে নিশ্চিন্ত নির্ভরতার অবসরে তাঁহারা কখনো কখনো স্বাধীন কল্পনাকে পক্ষবিস্তারের সুযোগ দিতে পারেন। কিন্তু 'পলাশির যুদ্ধের' ঘটনা ঐতিহাসিক, সংঘটনকাল নাতিদূরবর্তী। রঙ্গলাল, বঙ্কিমচন্দ্র এবং হেমচন্দ্রের মত নবীনচন্দ্রেরও স্বদেশপ্রীতি প্রকাশের আশ্রয়ভূমি ছিল ইতিহাস। আবার ইতিহাসাশ্রিত কাব্যরচনার পথিকৃৎ হইলেও রঙ্গলাল পরবর্তী কবিগণকে, বিশেষতঃ নবীনচন্দ্রকে প্রভাবিত করিতে পারেন নাই। সমালোচক মোহিতলাল বলেন—"ইহার পর, (অর্থাৎ 'পদ্মিনী' কাব্যের) ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনে একখানি মাত্র কাব্য রচিত হইয়াছিল—সে নবীনচন্দ্রের 'পলাশির যুদ্ধ'। কিন্তু ঐ কাব্যের আকৃতি ও প্রকৃতি 'পদ্মিনী' হইতে স্বতন্ত্র।" পূর্বোক্ত তিনজন কবি ভারতবর্ষের পরাধীনতা-গ্লানির বিষ-রক্ত মোক্ষণ

করিতে চাহিয়াছিলেন মুসলমান রাজত্বকালের কাহিনীকে পশ্চাৎপটরূপে রাখিয়া, দূর-অতীতের স্মৃতির অস্পষ্টতাও সে ক্ষেত্রে তাঁহাদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির সহায়ক হইয়াছে। কিন্তু নবীনচন্দ্রের ঐতিহাসিক বিষয় যে কালের এবং যে স্থানের, তাহার সহিত বাঙ্গালীর হৃদয়রক্ত বিজড়িত। তাই কালীপ্রসন্ন ঘোষ বলিয়াছিলেন—"বাংলার কবির বীণার জন্য ইহা অপেক্ষা উচ্চতর বিষয় সম্ভবে না। পলাশির যুদ্ধ বর্তমান ভারত ইতিহাসের প্রথম পৃষ্ঠা; পলাশির যুদ্ধ ভারতের নিয়তি-নেমির এক ভয়ঙ্কর আবর্ত।…এখানে পূর্ব ও পশ্চিম সম্মিলিত হয়, এখানে প্রাচীন সভ্যতা ও আধুনিক উন্নতি - এই দুই প্রতিকূল স্রোত পরস্পরকে আঘাত ও প্রতিঘাত করে, বংশ-পরম্পরায় সহস্র কোটি লোকের ললাট লেখার পরীক্ষা হইয়া যায়।" বঙ্কিমচন্দ্রও বলিয়াছেন—"পলাশির যুদ্ধ ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত, এবং পলাশির যুদ্ধ অনৈতিহাসিক বৃত্তান্ত। কেননা ইহার প্রকৃত ইতিহাস লিখিত হয় নাই। সুতরাং কাব্যকারের ইহাতে বিশেষ অধিকার। …পলাশির যুদ্ধের ঘটনা সকল ঐতিহাসিক, আধুনিক; এবং আমাদিগের মত সামান্য মনুষ্য কর্তৃক সম্পাদিত। সুতরাং কবি এস্থলে, শৃঙ্খলাবদ্ধ পক্ষীর ন্যায় পৃথিবীতে বদ্ধ, আকাশে উঠিয়া গান করিতে পারেন না। অতএব কাব্যের বিষয় নির্বাচন সম্বন্ধে নবীনবাবুকে সৌভাগ্যশালী বলিতে পারি না।"

বঙ্কিমচন্দ্রের উক্ত মন্তব্যের শেষাংশ বিচারসাপেক্ষ। ইহা সত্য যে, মাত্র একদিনের নয় ঘণ্টাব্যাপী সময়ের সামান্য ঘটনা এই পলাশির যুদ্ধ,—তন্মধ্যে আবার নবাবপক্ষের প্রধান অংশ স্বার্থপ্রণোদিত ষড়যন্ত্র-মহিমায় নিষ্ক্রিয়। ইংরেজ সেনাপতি ড্রেক ও বেচার নিজেদের হীন কার্যকলাপের যৌক্তিকতা প্রমাণের জন্য এই যুদ্ধকে যতই "Happy revolution in the Government of this kingdom" বলুন না কেন, কর্নেল ম্যালিসন সত্যই বলিয়াছেন—"It was not a fair fight". রেঃ লালবিহারী দে-র মতে—"The subject is unhappily chosen, as the celebrated battle which the poem describes reflects no lustre on the Bengalee nation". তবে এই কারণেই বঙ্কিমচন্দ্র উক্ত সামান্য-যুদ্ধ ঘটনাকে

কাব্যোপযোগী মনে করেন নাই—এরূপ ধারণা করাও সঙ্গত নহে। তাহা হইলে মূল ঘটনার সামান্যতার জন্য 'মেঘনাদবধ কাব্যের'ও ত্রুটি ধরিতে হয়। পলাশি-প্রান্তরের যুদ্ধ বস্তুত যুদ্ধের উপসংহার; প্রকৃত যুদ্ধ স্নায়ুযুদ্ধের (war of nerves) আকারে পূর্ব হইতেই সংঘটিত হইতেছিল কলিকাতা, হুগলী, চন্দননগর, মুর্শিদাবাদে বৎসরাধিক কাল ধরিয়া। কাজেই পলাশির যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া সুদূরপ্রসারী—বাঙ্গালাদেশে ও বাঙ্গালীর মনে। তাই বঙ্কিমচন্দ্রই আবার 'কাব্যকারের ইহাতে বিশেষ অধিকার' বলিয়াছেন। সম্ভবতঃ তাঁহার আসল বক্তব্য ছিল এই যে—এই গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনাকে কাব্যরূপ দিতে গেলে কবিকে অত্যন্ত সতর্ক ও সংযত হইতে হইবে। নবীনচন্দ্র সেই আশঙ্কাসঙ্কুল পথ বাছিয়া লইয়াছিলেন। বঙ্কিমের আশঙ্কা যে একেবারে অমূলক ছিল না, তাহা পরবর্তী কালে 'পলাশির যুদ্ধ' কাব্যের বিরুদ্ধে উত্থাপিত ঐতিহাসিক ত্রুটি-বিচ্যুতি ও অসংযত উচ্ছ্বাসের অভিযোগ হইতেই প্রমাণিত হয়।

ঐতিহাসিক পটভূমিকা

দুর্ভাগ্যবশতঃ ইংরাজ-রচিত বিকৃত ও অসম্পূর্ণ তথ্যই ছিল তখন নবীনচন্দ্রের অবলম্বন। আবার কবি নিজে ইতিহাসের তেমন সত্যসন্ধিৎসু অভিনিবিষ্ট পাঠকও ছিলেন না, তাই প্রত্যক্ষভাবে সিরাজকে সমর্থন বা সিরাজের কলঙ্ক সম্পর্কে মন স্থির করিয়া উঠিতে পারেন নাই। পরবর্তী কালে তজ্জন্য যে বিরুদ্ধ সমালোচনার বান বহিয়াছিল, নবীনচন্দ্র বার্ধক্যের শান্তচিত্তে সেই ত্রুটি স্বীকার করিয়া বন্ধু গিরিশচন্দ্র ঘোষকে পত্র লিখেন—"কুড়ি বছর বয়সে 'পলাশির যুদ্ধ' লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম।...তখন সিরাজের শত্রুচিত্রিত আলেখ্য আমাদের একমাত্র অবলম্বন ছিল।...সুরেশের (সমাজপতি) দ্বারা অক্ষয়বাবু এক দীর্ঘ পত্র লিখিয়া আমি কেন এরূপভাবে সিরাজের চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছি, তাহার লম্বা-চওড়া কৈফিয়ৎ চাহিয়াছিলেন। আমি বলিয়াছিলাম—তিনি লিখিয়াছেন ইতিহাস, আমি লিখিয়াছি কাব্য। তখন পড়িয়াছিলাম মার্শমেন। তথাপি বাঙ্গালীর মধ্যে বোধ হয় আমিই প্রথম গরীব সিরাজদ্দৌলার জন্য এক ফোঁটা

চোখের জল ফেলিয়াছিলাম।" নবীনচন্দ্রের এই চোখের জল ফেলার দাবী যে কৃত্রিম প্রকাশের প্রয়াসমাত্র নয়, খুবই আন্তরিক, তাহা মর্মগ্রাহী গিরিশচন্দ্রও উপলব্ধি করিয়া তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন—"তোমার 'পলাশির যুদ্ধে' সিরাজদ্দৌলার চরিত্র অন্যরূপ হলেও তোমার স্বদেশ অনুরাগ ও সেই দুর্দান্ত সিরাজদ্দৌলার প্রতি অসীম দয়া রাণী ভবানীর মুখে প্রকাশ পায়।"

তথাপি নবীনচন্দ্রের বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক তথ্যবিকৃতির অভিযোগ সম্পর্কে আমরা একেবারে অনবহিত থাকিতে পারি না। কালীপ্রসন্ন ঘোষই সম্ভবতঃ সর্বপ্রথম 'পলাশির যুদ্ধে'র ঐতিহাসিক ত্রুটির ইঙ্গিত করিয়া বলিয়াছেন—"এই কাব্যখানিতে ইতিহাস যে ভাবে কল্পিত হইয়াছে, ত্রুটি সত্বেও তাহা অতি উচ্চ শ্রেণীর কল্পনার পরিচয় দেয়।" কিন্তু তিনি ঐ ত্রুটির কোন বিশ্লেষণ করেন নাই। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় তাঁহার 'সিরাজদ্দৌলা' গ্রন্থে (১৩০৪ বাং) মুসলমান ও ইংরাজ ঐতিহাসিকদিগের বর্ণনা এবং সাময়িক দলিলাদি বিচার করিয়া সিরাজ এবং তাঁহার সমকালীন ঝটিকাবিক্ষুব্ধ ঘটনাবলীর উপর নূতন আলোকপাত করেন। বলাবাহুল্য, নবীনচন্দ্রের কাব্য অক্ষয়কুমারের নূতন তথ্য-উদ্‌ঘাটনের প্রায় বাইশ বৎসর পূর্বে রচিত। অক্ষয়কুমার তাঁহার গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে প্রসঙ্গক্রমে 'পলাশির যুদ্ধের' উল্লেখ করিয়া নানা তথ্যবিকৃতির জন্য নবীনচন্দ্রকে অভিযুক্ত করিয়াছেন। তাঁহার প্রধানতম অভিযোগ এই যে—নবীনচন্দ্র সিরাজকে উচ্ছৃঙ্খল, মদ্যপ, কামাচারী ও অব্যবস্থিতচিত্তরূপে উপস্থাপিত করিয়াছেন, এবং তাঁহার প্রতি বিন্দুমাত্র সহানুভূতি প্রদর্শন করেন নাই। অথচ প্রকৃত সিরাজ নাকি আলীবর্দির মৃত্যুশয্যা স্পর্শ করিয়া সুরাপান ত্যাগ করিয়াছিলেন; তিনি তেজস্বী, নির্ভীক, শিক্ষিত, রাজকার্য-পারদর্শী ছিলেন; দেশপ্রীতিবশতঃ ইংরাজদিগের প্রভুত্ববিস্তার প্রয়াসে তিনি প্রবল বাধা দান করিয়াছিলেন। মৈত্রেয় মহাশয়ের দ্বিতীয় অভিযোগ এই যে—অন্ধকূপহত্যা-কাহিনী সর্বৈব অলীক এবং ইংরেজদের দুরভিসন্ধিপ্রসূত, কিন্তু নবীনচন্দ্র তাহার কলঙ্কও সিরাজের উপর আরোপ করিয়াছেন। সিরাজ-চরিত্রের বিকৃতি ও অন্ধকূপহত্যা-কাহিনীর স্বীকৃতির জন্য মৈত্রেয় মহাশয় নবীনচন্দ্রকে যে তিরস্কার

করিয়াছিলেন, তাহার যৌক্তিকতা বিচার করিতে গেলে বিষয় দুইটি সম্পর্কে পরবর্তী ঐতিহাসিকদের সিদ্ধান্তও আলোচনা করিতে হইবে। কেননা বহুদিন ধরিয়া মৈত্রেয় মহাশয়ের মন্তব্য আমাদিগকে নবীনচন্দ্রের কাব্যরস-আস্বাদনে দ্বিধাগ্রস্ত করিয়া রাখিয়াছে। অবশ্য মৈত্রেয় মহাশয়ের 'সিরাজদ্দৌলাকে' কোন ঐতিহাসিকই প্রমাণ-গ্রন্থ বলিয়া স্বীকার করেন না, কেন না সিরাজকে দোষমুক্ত শহীদ বানাইবার জন্য তাঁহার উদ্যম ইতিহাস-সম্মত নহে। 'সিরাজদ্দৌলা' গ্রন্থের সমালোচনাপ্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্য ইঙ্গিতপূর্ণ। "একটা বিষয়ে তিনি ইতিহাস নীতি লঙ্ঘন করিয়াছেন। গ্রন্থকার যদি চ সিরাজ চরিত্রের কোন দোষ গোপন করিতে চেষ্টা করেন নাই, তথাপি কিঞ্চিৎ উদ্যম সংকারে তাহার পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন। শান্তভাবে কেবল ইতিহাসের সাক্ষ্য দ্বারা সকল কথা ব্যক্ত না করিয়া সঙ্গে সঙ্গে নিজের মত কিঞ্চিৎ অধৈর্য ও আবেগের সহিত প্রকাশ করিয়াছেন।" অথচ অক্ষয়কুমারের সিদ্ধান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া ১৯০৬ সালে গিরিশচন্দ্র এবং ১৯৩৮ সালে শচীন সেনগুপ্ত তাঁহাদের 'সিরাজদ্দৌলা' নাটকে সিরাজ-চরিত্রের উজ্জ্বল রূপ ফুটাইয়া তোলেন।

History of Bengal গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে (১৯৪৮ আচার্য যদুনাথ সরকার সিরাজ-চরিত্র সম্পর্কে লিখিয়াছেন—"He was given no education for his future duties ; he never learnt to curb his passionate impulses ; none durst correct his vices ; and he was kept away from manly and martial exercises as dangerous to such a precious life. Thus the apple of old Alivardi's eye grew up into a most dissolute, haughty, reckless and cowardly youth......About the character of Siraj-ud-daulah the evidence of the English merchants of Calcutta or that of famous Patna Historian, Sayyid Ghulum Hussain, (the tutor of his rival Shaukat Jang) might be suspected and prejudiced, I shall therefore give here the opinion of Monsieur Jean

Law, the chief of the French factory at Qasimbazar, a gentleman who was prepared to risk his own life in order to defend Siraj against the English troops. Law writes in his Memoirs—"The character of Siraj-ud-daulah was reputed to be one of the worst ever known. In fact, he had distinguished himself not only by all sorts of debaucheries, but by a revolting cruelty......Everyone trembled at the name of Siraj-ud-daulah." "বাঙ্গালার ইতিহাস—নবাবী আমল" গ্রন্থের লেখক কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় সিরাজের চরিত্রহীনতা, নির্বুদ্ধিতা প্রভৃতি বহু দোষের উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন—"অস্ত্র শিক্ষার অভাব হইলেও যুদ্ধশিক্ষায় সিরাজের সবিশেষ সুবিধা ছিল; উচ্ছৃঙ্খল সিরাজ এ সুযোগেরও সদ্ব্যবহার করিতে পারেন নাই।" তিনি 'অন্ধকূপহত্যা কাহিনী' সম্পর্কে সবিস্তার আলোচনা করিয়া লিখিয়াছেন—"এ ঘটনা কাল্পনিক এরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই।" আচার্য যদুনাথ সরকারও এই ঘটনার সত্যতা স্বীকার করিয়া মন্তব্য করিয়াছেন—"But the number of victims after given out and accepted in Europe (namely 123 dead out of 146 confined) is manifestly an exaggeration. .....The true number was considerably less, probably only sixty." সুতরাং পরবর্তী ইতিহাস-সন্ধানী অন্ধকূপ-হত্যা কাহিনী অস্বীকার করেন নাই, কেবল বন্দী ও মৃতের সংখ্যা অনেক অল্প ছিল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীতপনমোহন চট্টোপাধ্যায়ও তাঁহার 'পলাশির যুদ্ধ' (১৯৫৩) গ্রন্থে উভয় বিষয়েই আচার্য যদুনাথের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া একটি পত্রে লিখিয়াছেন—"ইতিহাসের পাতা থেকে সিরাজের কেলেঙ্কারী মুছতে পারা যাবে না।"

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, বহুকাল পূর্বে বিদেশী রচিত স্বল্প তথ্য অবলম্বন করিয়া নবীনচন্দ্র যেভাবে সিরাজ-চরিত্র অঙ্কন করিয়াছিলেন এবং প্রধান প্রধান ঘটনাসমূহ উপস্থাপিত করিয়াছিলেন, তাহা অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় কর্তৃক বিকৃত

হইলেও পরবর্তী ঐতিহাসিক গবেষণা দ্বারা প্রবলভাবে সমর্থিত হইতেছে। ইহা সত্য যে, নবীনচন্দ্র তখন প্রত্যক্ষভাবে সিরাজকে সমর্থন করিতে পারেন নাই। কিন্তু বাঙ্গালার শেষ স্বাধীন নরপতি সিরাজদ্দৌলার ব্যক্তিগত জীবন যতই উদ্দাম বিলাস ও ভোগাসক্তির পঙ্কলিপ্ত হোক না কেন, তথাপি বহিঃশত্রুর ও অন্তঃশত্রুর যুগপৎ আক্রমণক্ষত বাঙ্গালাকে সিরাজের ভাগ্যের সহিত অভিন্ন করিয়া দেখিয়াছিলেন বলিয়াই 'পলাশির যুদ্ধ' কাব্যের শেষ চরণ-চতুষ্টয়ে সিরাজের পতনকে বাঙ্গালার তথা ভারতের স্বাধীনতা-নাট্যের যবনিকাপতনরূপে বর্ণনা করিয়া কবির দীর্ঘনিঃশ্বাসপাত আজও দেশবাসীর অন্তর ভারাক্রান্ত করিয়া তোলে।

সিরাজের ছিন্নমুণ্ড চুম্বিয়া ভূতল
পড়িল, ছুটিল রক্ত স্রোতের মতন।
নিবিল গৃহের দীপ, নিবিল তখন
ভারতের শেষ আশা,—হইল স্বপন। (৫ম সর্গ, ৪৭ শ্লোক)

তথ্যের কিছু কিছু ত্রুটিসত্ত্বেও 'পলাশির যুদ্ধ' কাব্যে নবীনচন্দ্রের স্বদেশাভিমান যেই সত্যকে উদ্ভাসিত করিতে চাহিয়াছিল, তাহা যে বাঙ্গালার স্বাধীনতা-বিনিময়-চক্রান্তের যূপকাষ্ঠে অসহায় বলি-স্বরূপ সিরাজদ্দৌলার প্রতি প্রচ্ছন্ন কবি-সমবেদনা, তাহাতে সন্দেহ নাই। উহার আন্তরিকতা বহু পূর্বে (১৯০৬) গিরিশচন্দ্রও যে উপলব্ধি করিয়াছিলেন তাহা পূর্বোদ্ধৃত পত্রাংশ (P. IX) হইতে জানা যায়। তাই ঐতিহাসিকপ্রবর যদুনাথ সরকারও অনুরূপ শ্রদ্ধায় বলিয়াছেন —"Ignoble as the life of Siraj-ud-daulah had been and tragic his end, among the public of his country ; his memory has been redeemed by a poet's genius." The Bengali Poet Nabinchandra Sen in his master-piece 'The Battle of Plassey' has washed away the follies and crimes of Siraj by artfully drawing forth his readers' tears for fallen greatness and blighted youth." সুখের বিষয়, পূর্ববর্তী ঐতিহাসিকের নির্মম অভিযোগে অভিযুক্ত কবি নবীনচন্দ্র পরবর্তী ঐতিহাসিকের সম্ভ্রম পুনর্বিচারে

কেবল মুক্তিই পাইলেন না, জাতির শ্রদ্ধার আসনে নূতন করিয়া প্রতিষ্ঠিত হইলেন। আমাদের এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সটীক সংস্করণেই (১৯৫৮) প্রথম এই 'ঐতিহাসিক সত্য উদ্ঘাটন' করা হইয়াছিল, এবং পরবর্তী সময়ে আমাদের সিদ্ধান্ত সাহিত্য-সমাজে গৃহীত হইয়াছে।

দেশপ্রীতির অভিব্যক্তি

নবীনচন্দ্রের অধিকাংশ রচনাতেই স্বদেশপ্রেম তথা মানবপ্রেম কবি-প্রতিভার উদ্দীপন-বিভাব, 'পলাশির যুদ্ধে' সেই দেশভাবনা অভিমানক্ষুব্ধ ক্রন্দনে ফাটিয়া পড়িয়াছে। লক্ষ্য করিবার বিষয়—বিশিষ্ট কোন বীরের 'বধ' বা 'সংহার' কাহিনী সবিস্তারে ঘোষণা করার পরিকল্পনা নবীনচন্দ্রের ছিল না। সিরাজকে কেন্দ্র করিয়া ঘটনাপুঞ্জ যতই আবর্তিত হোক না কেন, তবু নবীনচন্দ্রের যে মুখ্য নায়ক সর্বত্র বাক্যহীন বিশাল প্রভাব বিস্তার করিয়া আছে, সে সঙ্কীর্ণ অর্থে বাঙ্গালা দেশ, ব্যাপক অর্থে ভারতবর্ষ। সুতরাং যত প্রধানই হোক, কোন ব্যক্তি-বিশেষের জয়-পরাজয় পলাশি-প্রান্তরে স্মরণীয় যুদ্ধ-ঘটনার নিকট একান্তই অপ্রধান। তাই কাব্যের তাৎপর্যপূর্ণ নাম 'পলাশির যুদ্ধ', 'সিরাজদ্দৌলা বধ' বা 'সংহার' নহে। বাঙ্গালাভাষায় এই প্রথম বাঙ্গালার ইতিহাস কাব্যরূপ গ্রহণ করিল—জীবনকে স্পর্শ করিল—জাতীয় জীবনের একটি যৌন প্রবল প্রেরণার উৎস হইয়া উঠিল। মোহনলালকে আশ্রয় করিয়া নবীনচন্দ্র জাতিকে নবীনভাবে দীক্ষাদান করিলেন। কাব্যের প্রধান সুরও তাই বীর মোহনলালের উক্তিতে ধ্বনিত হইয়াছে—

যে আশা ভারতবাসী চিরদিন তরে
পলাশির রণ-রঙ্গে দিয়ে বিসর্জন, (৪র্থ সর্গ)

তাহারই মর্মান্তিক পরিণতি—

আঁধারিয়া ভারতের হৃদয়-গগন
স্বাধীনতা শেষ আশা গেল পরিহরি। (৪র্থ সর্গ)

নিম্নলিখিত উক্তিতে কবি কেবল মর্মবিদারী প্রশ্নই জাগান নাই, পরাধীনতার বেদনাবিদ্ধ অন্তরে অনির্বাণ মুক্তি-বহ্নিও অলক্ষ্যে জ্বালাইয়া দিয়াছেন—

কিন্তু পলাশিতে যেই নিবিড় নীরদ
করিল তিমিরাবৃত ভারত-গগন,
অতিক্রমি পুনঃ এই অনন্ত জলদ
হইবে কি সেই রবি-উদিত কখন? (৪র্থ সর্গ)

'পলাশির যুদ্ধের' কাব্যমূল্য অধিক নহে, রচনাগত ত্রুটি-বিচ্যুতিও তাহাতে দুর্লক্ষ্য নয়, তবু তাহা হইতে এক বন্ধন-অসহিষ্ণু পৌরুষদীপ্ত হৃদয়ের গভীর আর্তনাদ ধ্বনিত হইয়াছিল বলিয়াই তাহার অভাবিতপূর্ব সমাদর হইয়াছিল। রাণী ভবানীর তেজোদ্দীপ্ত কণ্ঠস্বরে যে বরাভয় বাণী নির্ঘোষিত হইয়াছে, তাহা সেদিনকার আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ বাঙ্গালীরই ভাষা। সাক্ষাৎ শক্তিরূপিণী বীরাঙ্গনার কি অপূর্ব অভিলাষ ও দৃঢ়তা—

ইচ্ছা করে এই দণ্ডে ভীমা অসি করে,
নাচিতে চামুণ্ডারূপে সমর ভিতর।

*　　　*　　　*

বঙ্গমাতা উদ্ধারের পন্থা সুবিস্তার
রয়েছে সম্মুখে ছায়াপথের মতন
হও অগ্রসর, নহে করি পরিহার
জঘন্য দাসত্বপথে কর বিচরণ। (১ম সর্গ)

বিদেশী আক্রমণকারীর হস্তে স্বাধীনতা সমর্পণের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি বিগত যুগে জাতীয় ভাবোন্মত্ত বাঙ্গালী যেমন বুঝিয়াছে, তাহাই যুগপ্রতিভূ নবীনচন্দ্র রাণী ভবানীর মুখে প্রকাশ করিয়াছেন—

বঙ্গভাগ্য এ বীরত্বে ফলিবে তখন
দাসত্বের বিনিময়ে দাসত্ব স্থাপন।

*　　　*　　　*

যেই শক্তি টলাইবে বঙ্গ-সিংহাসন
থামিবে না এইখানে, (১ম সর্গ)

বহিরাগত মুসলমান শক্তিও এদেশে বিজয়ীর বেশে আসিয়াছিল সত্য, কিন্তু

এদেশের মুগ্ধকরী পারিপার্শ্বিক প্রভাবে এবং বহুশত বৎসরের সম্মিলিত সুখ-দুঃখপূর্ণ জীবনযাত্রার কল্যাণে বিজেতার স্বাতন্ত্র্য ও উগ্রতা একান্ত প্রশমিত হইয়া গিয়াছে; এখন হিন্দু এবং মুসলমান ভারতজননীর অপূর্ব ধূপছায়া বস্ত্রবিশেষ। বিগত যুগে জাতীয়-চেতনা প্রধানতঃ হিন্দু-ঐতিহ্য এবং ভাবধারা অবলম্বন করিয়া জাগ্রত হইলেও জাতীয় ঐক্যের সুর যেন তখন হইতেই ধ্বনিত হইতেছিল। রাণী ভবানীর মুখে কবি তাহাই প্রতিধ্বনিত করিয়াছেন—

এই দীর্ঘকাল
একত্র বসতি হেতু, হয়ে বিদূরিত
জেতাজিত বিষভাব, আর্য্যসুত সনে
হইয়াছে পরিণয় প্রণয় স্থাপিত;
নাহি বৃথা দ্বন্দ্ব জাতি-ধর্ম্মের কারণে। (১ম সর্গ)

রাণী ভবানীর সতর্কবাণীতে মিরজাফর, উমিচাঁদ, জগৎশেঠের মতই অধিকাংশ বাঙ্গালী বিচলিত হয় নাই, তাই সেইদিনের দুষ্কৃতির লীলাভূমি বাঙ্গালীর কলঙ্ক-রঞ্জিত পলাশি নবীনচন্দ্রের সাজাত্যাভিমানে রূঢ় আঘাত হানিয়াছিল। 'পলাশির যুদ্ধ' কাব্যে অভিব্যক্ত স্বদেশপ্রীতি অত্যল্পকাল মধ্যেই সাহিত্যে কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহার পরিচয় পাই উক্ত কাব্যের মাত্র চারিমাস পরে প্রকাশিত 'সুরেন্দ্রবিনোদিনী' নামক দেশাত্মবোধক নাটকে। উহার নামপত্রে নাট্যকার উপেন্দ্রনাথ দাস রাণী ভবানী ও মোহনলালের বীরত্বব্যঞ্জক নানা উক্তি উদ্ধৃত করিয়া নাটকের মূল সুরের আভাস দিয়াছেন।

যে বীর মোহনলালের দ্বিধাহীন কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়াছিল—'পরাধীন স্বর্গবাস হতে গরীয়সী স্বাধীন নরকবাস,' (তুলনীয় 'Better to reign in Hell than serve in Heaven.'—Paradise Lost)—সে যখন রণক্ষেত্রেই মৃত্যুশয্যায় শায়িত অবস্থায় দেখিল,—শক্তিহীনতার দরুণ নহে, স্বার্থ-প্রণোদিত ষড়যন্ত্রের রন্ধ্রপথেই বাঙ্গালীর স্বাধীনতা রত্ন অপহৃত হইয়া গেল, তখন তাহার মর্ম্মভেদী কাতরোক্তিতে কি বন্ধন-জর্জ্জরিত মুমূর্ষু বাঙ্গালীরই সম্মিলিত আর্তনাদ ফুটিয়া উঠে নাই?

কোথা যাও ফিরে চাও সহস্র কিরণ।
বারেক ফিরিয়া চাও, ওহে দিনমণি,
তুমি অস্তাচলে দেব, করিলে গমন
আসিবে যবনভাগ্যে বিষাদ-রজনী।

*   *   *

কি ক্ষণে উদয় আজি হইলে তপন?
কি ক্ষণে প্রভাত হল বিগত শর্বরী,
আঁধারিয়া ভারতের হৃদয়-গগন
স্বাধীনতা শেষ আশা গেল পরিহরি। (৪র্থ সর্গ)

জাতীয় পাপের স্মৃতিমন্থনে যে অভিমান ও আত্মগ্লানির বেদনা জাগিয়া উঠে, তাহারই স্থায়িভাব যে স্বদেশানুরক্তি—তাহাই 'পলাশির যুদ্ধ' পাঠের ফলশ্রুতি, এবং নবীনচন্দ্রের কাব্যসিদ্ধিও এই দেশপ্রীতির উদ্বোধনে।

আমরা দেখিলাম—একটা প্রচণ্ড শক্তি, একটা বাধাবন্ধহীন উচ্ছল আবেগ, সমগ্র জাতির দুঃখশোকে রোরুদ্যমান এক জীবন্ত কবিহৃদয়ের উষ্ণস্পর্শে 'পলাশির যুদ্ধ' সজীব হইয়া উঠিয়াছে বলিয়াই উহা বাঙ্গালীর জাতীয় কাব্যরূপে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র যথার্থই বলিয়াছিলেন—"যে বাঙ্গালী হইয়া বাঙ্গালীর আন্তরিক রোদন না পড়িল, তাহার বাঙ্গালী জন্মই বৃথা।" সুরেশচন্দ্র সমাজপতিও বলিয়াছিলেন—"কবি তাঁহার আদরের মাতৃভূমির জন্য যে ভাবনা করিয়াছিলেন, পলাশির যুদ্ধের প্রতি পত্রে ছত্রে ছত্রে সে গাথা লিপিবদ্ধ করিয়া প্রত্যেক বাঙ্গালীকে তাহা অনুভব করাইয়া দিয়াছেন, এবিষয়ে বাঙ্গালী তাঁহার নিকট চিরঋণী।" এইরূপ নির্ভীকভাবে স্পষ্টভাষায় জাতীয় অন্তর্দাহ প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিয়া এই কাব্যের নানা অংশের জন্য একদা কবিকে সরকারী কর্মচারীরূপে গ্লানি এবং বিড়ম্বনাও ভোগ করিতে হইয়াছিল। এই বিড়ম্বনা ভোগের ইতিহাস নবীনচন্দ্র তাঁহার 'আমার জীবনে'র পঞ্চম ভাগে সবিস্তারে বর্ণনা করিয়াছেন।

কাব্য-মূল্যায়ন

নবীনচন্দ্রের কবিধর্মের উৎকর্ষ-অপকর্ষ সম্পর্কে পাঠক-সমাজ মোটামুটি একটা সিদ্ধান্তে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। তাঁহার রচনাবলীর বিস্তৃত পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ বর্তমান আলোচনা-লেখকও ভিন্ন গ্রন্থে করিয়াছেন। নবীনচন্দ্রের রচনা যেমন গুণান্বিত, তেমনি দোষকলঙ্কিত। নবীনচন্দ্রের ছিল অকৃত্রিম সহৃদয়তা ও আন্তরিকতা, উচ্ছ্বসিত হৃদয়াবেগ, সুমধুর শব্দসম্পদ, ভাবের স্বচ্ছন্দ গতিবেগ —কিন্তু সংযত বিন্যাস-কৌশল ও সামঞ্জস্যবোধের অভাবে তাঁহার কাব্য-সমূহের রসাবেদন নানাস্থানে খণ্ডিত হইয়াছে। 'পলাশির যুদ্ধে'ও স্থানে স্থানে এইরূপ ত্রুটি সূক্ষ্মদর্শী পাঠকের চোখে পড়িবে। আমরা আলোচনা প্রসঙ্গে তাহার কিছু কিছু উল্লেখ করিব; তবে সে যুগের অনুরূপ কোন বাঙ্গালাকাব্যই সর্বাংশে ত্রুটিমুক্ত নহে—একথা স্মরণ রাখিয়া কাব্যের উজ্জ্বল দিক উদ্‌ঘাটনে সচেষ্ট থাকিব।

'পলাশির যুদ্ধ' প্রকাশের অব্যবহিত পরেই তিনখানি সাময়িকপত্রে—'বঙ্গ-দর্শন', 'আর্যদর্শন' ও 'বান্ধবে'—উহার সবিস্তার আলোচনা হইয়াছিল। তন্মধ্যে 'বঙ্গদর্শনে' বঙ্কিমচন্দ্রের এবং 'বান্ধবে' কালীপ্রসন্ন ঘোষের আলোচনা ছিল সত্যই রসগ্রাহী ও বিচারমূলক। উক্ত আলোচনাদ্বয় হইতে কিছু কিছু মন্তব্য আমরা পূর্বেও উদ্ধৃত করিয়াছি, এক্ষণে রসবিচার-প্রসঙ্গেও তাঁহাদের অপরাপর মতামত সাধ্যমত বিবেচনা করিব। পূর্বেই বলিয়াছি,—'পলাশির যুদ্ধের' প্রধান বৈশিষ্ট্য উহার বিষয়বস্তু। পৌরাণিক ও রাজপুত শৌর্যের রোমাঞ্চকর কাহিনীর ঘনঘটার মধ্যে নিজ গৃহপ্রাঙ্গণের বেদনাপূর্ণ নাতিদূরবর্তী ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনে কাব্যসৃষ্টি করিয়া নবীনচন্দ্র সেযুগে বাঙ্গালীর অবরুদ্ধ মর্মজ্বালা প্রকাশের পথ উন্মুক্ত করিয়াছিলেন। কাব্যাংশে নিখুঁত না হইলেও এই বিষয়-মাহাত্ম্যের জন্যই পলাশির যুদ্ধের অচল প্রতিষ্ঠা।

কাব্যের প্রকৃতি

নবীনচন্দ্র মহাকাব্যধারার কবি হইলেও সর্গবদ্ধভাবে রচিত এই কাব্যটিতে কিন্তু মহাকাব্যের লক্ষণ নাই। 'পলাশির যুদ্ধের' পাণ্ডুলিপি পাঠ করিয়া

বঙ্কিমচন্দ্র নবীনচন্দ্রকে পত্রে লিখিয়াছিলেন যে, উহা 'next, if at all to Meghnad'; আবার 'পলাশীর যুদ্ধের' কিছু পূর্বে প্রকাশিত হেমচন্দ্রের 'বৃত্র-সংহার' প্রথম খণ্ডের সহিত পলাশির যুদ্ধের তুলনা করিয়া তিনি পরে লিখিয়াছেন, "বৃত্র-সংহারের একটি বিশেষ গুণ এই যে, সেই একখানি কাব্যে উৎকৃষ্ট উপাখ্যান আছে, নাটক আছে, গীতিকাব্য আছে, সর্বোপরি চরিত্রচিত্রণ আছে, পলাশির যুদ্ধে উপাখ্যান এবং নাটকের ভাগ অল্প, গীতি অতি প্রবল।" বিচক্ষণ সমালোচক বঙ্কিমচন্দ্র 'পলাশির যুদ্ধের' মূল গীতি-প্রকৃতি সুস্পষ্ট লক্ষ্য করিয়াও কেন যে উহাকে 'মেঘনাদ বধ' ও 'বৃত্র-সংহার' মহাকাব্যদ্বয়ের সহিত তুলনা করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন, জানি না। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম তুলনাটি বিষয়বস্তুর অভিনবত্বের জন্য উচ্ছ্বাসও হইতে পারে, সম্ভবতঃ কাব্যটির প্রকৃতি সম্পর্কে তিনি তখনও মনস্থির করিতে পারেন নাই। দ্বিতীয় তুলনা হইতে মনে হয়—বঙ্কিমচন্দ্রও বহিরঙ্গ লক্ষণ বিচারে 'পলাশির যুদ্ধকে' মহাকাব্যগোত্রীয় বলিয়াই ধরিয়া লইয়াছিলেন; তাই উহাতে উপাখ্যান, চরিত্র, নাট্যরস ও গীতিরসের পূর্ণ সমাবেশ আশা করিয়াছিলেন। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই আবার উক্ত আলোচনার একস্থানে লিখিয়াছেন—"মেঘনাদ বধ বা বৃত্র-সংহারের সহিত এই কাব্য তুলনা করিতে চেষ্টা পাইলে কবির প্রতি অবিচার করা হয়।"

'সাধারণী' সম্পাদক অক্ষয়চন্দ্র সরকার নবীনচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—'আপনি পলাশির যুদ্ধকে মহাকাব্য কি খণ্ডকাব্য বলেন?' উত্তরে নবীনচন্দ্র বলিয়াছিলেন,—'আমি উহাকে অকাব্য বলি।' প্রশ্নটি সকৌতুকে এড়াইয়া গেলেও ইঙ্গিত হইতে বুঝা যায়, নবীনচন্দ্র উহাকে মহাকাব্যের রূপ দিতে চাহেন নাই। পূর্ববর্তী খণ্ডকবিতা-সংকলন 'অবকাশরঞ্জিনীতে' যে স্বদেশাভিমান ও পরবশতাজনিত ধিক্কার বিচিত্রভাবে নানা কবিতায় প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহাই এখানে একটি ক্ষুদ্র অথচ তাৎপর্যপূর্ণ কাহিনীতে দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছে মাত্র। গীতি-উচ্ছ্বাস তেমনই আছে; উপাখ্যান, চরিত্র প্রভৃতি এখানে সেই দুঃসহ আবেগকেই শুধু ধরিয়া রাখিয়াছে। বস্তুতঃ পলাশির যুদ্ধকে বর্ণনাত্মক ভঙ্গীতে

রচিত একটি ঐতিহাসিক গাথা-কাব্য—এমন কি গীতি-কাব্যও বলা চলে। মহাকাব্যের সহিত এই ধরনের কাব্যের যে একটি আপাতঃ সাদৃশ্য অথচ মূলীভূত পার্থক্য আছে, তাহা পাশ্চাত্ত্য সমালোচকও বলিয়াছেন,—"Another division of narrative poetry which, with many resemblances to the epic, is yet distinguished from it in source, matter and method, is the Metrical Romance". (An Introduction to the Study of Literature—Hudson) 'পলাশির যুদ্ধের' বহিরঙ্গরূপ দেখিয়াই বুঝি একদা উহাকে মহাকাব্যগোত্রীয় বলিয়া মনে হইয়াছিল। আসলে উহাও একটি Metrical Romance, ঐতিহাসিক পটভূমিতে গড়া। সে যুগেই 'হিন্দু পেট্রিয়টে'র সমালোচনায় ইহাকে epic না বলিয়া বলা হইয়াছে 'It is half lyric, half narrative.' আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল ইহাকে বলিয়াছিলেন,—'Metrico-historical romance.'

নাট্যরস

কাব্যটি অনতিবৃহৎ পাঁচ সর্গে বিভক্ত। বর্ণনাত্মক গাথা-কাব্য হইলেও ইহাতে ঘটনার গতিক্রম অনুযায়ী সর্গগ্রন্থন-প্রয়াসে পঞ্চাঙ্ক নাটকের রীতি জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে অনুসৃত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। সংস্কৃত নাটকে ঘটনার আরোহ-অবরোহ ক্রম অনুযায়ী (ascending and descending order) পাঁচটি অঙ্ককে মুখ, প্রতিমুখ, গর্ভ, বিমর্ষ, নির্বহণ—এই পাঁচটি নামে বিভক্ত করিয়া অঙ্কসমূহের বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করা হয়। ইংরাজী নাটকেও অনুরূপ বিভাগ রহিয়াছে; যথা,—Exposition, growth of action, climax, falling action or denouement, catastrophe or conclusion. 'পলাশির যুদ্ধের' প্রথম সর্গে নবাব-বিদ্রোহীদের ষড়যন্ত্রে যেন ঘটনার নাটকীয় সূচনা; দ্বিতীয় সর্গে কাটোয়ায় ব্রিটিশ শিবিরে ক্লাইভের চিন্তা ও দেবী ব্রিটানিয়া কর্তৃক আশ্বাসদানে ঘটনার নাটকীয় জটিলতা সৃষ্টি; তৃতীয় সর্গে যুদ্ধের পূর্বরাত্রে পলাশিক্ষেত্রে বিলাসময় সিরাজের গভীর আতঙ্ক-দৃশ্যে ঘটনার ভাবী পরিণতি আভাসিত হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া উহাকেই ঘটনার climax বা চরম-রূপ বলা চলে; কেননা

ইঙ্গিতময়তার দিক দিয়া মূল যুদ্ধ ঘটনা হইতেও এই দৃশ্যের গুরুত্ব অধিক ; সিরাজের মানস-মৃত্যু যেন তখনই ঘটিয়া গিয়াছে। চতুর্থ সর্গে যুদ্ধ-বর্ণনা যেন climax বা উচ্চগ্রাম হইতে ঘটনার নাটকীয় অবতরণ, বহু পূর্ব হইতেই যাহা প্রত্যাশিত ছিল। অতঃপর সর্বশেষ পঞ্চম সর্গে নির্বহণ, catastrophe বা সিরাজের শোচনীয় পরিণতি—কবি উহার নামকরণও করিয়াছেন 'শেষ-আশা', কালীপ্রসন্ন ঘোষের মতে 'আশার নির্বাণ' নাম আরও উপযুক্ত হইত। পঞ্চাঙ্ক নাটকের এই পূর্ণবৃত্তরূপ পঞ্চসর্গবদ্ধ 'পলাশির যুদ্ধ' কাব্যকে যে নাট্যরসান্বিত করিয়া তুলিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। নটশ্রেষ্ঠ গিরিশচন্দ্র ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে অভিনয়ার্থ ইহার নাট্যরূপদান কালে এই পঞ্চসর্গ-বিভাগের তাৎপর্য গ্রহণ করিয়াছিলেন কিনা জানিতে কৌতূহল হয়। তবু ইহা স্বীকার্য যে, নাট্যবোধ নবীনচন্দ্রের প্রকৃতিগত নহে, তাই নাট্যোপযোগী আবহ রচনায় তাঁহার আগ্রহও কম।

ঘটনা ও গতি

উপাখ্যান-অংশ ইহাতে অবশ্যই সামান্য। মধুসূদনের 'মেঘনাদ বধ কাব্যে'র কাহিনীও তো কিছুই নয় ; মধুসূদন দৈবচক্রান্ত, লক্ষ্মণের প্রস্তুতি, রাবণের প্রতিশোধ-উদ্যম প্রভৃতির উপযোগী নানা পরিপূরক ঘটনার ঘনঘটা সৃষ্টি করিয়া মূল ঘটনাকে গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। মহাকাব্যের ব্যাপকতার জন্য তাহার প্রয়োজনও ছিল। কিন্তু নবীনচন্দ্র এই গীতিলক্ষণাক্রান্ত কাব্যে ঘটনাবৈচিত্র্যকে মুখ্য না করিয়া কেন্দ্র-ভাবের উপযোগী পরিবেশ-রচনার দিকেই যেন অধিক মনোযোগী ছিলেন। এই কেন্দ্র-ভাব—পলাশিতে বাঙ্গালীর স্বাধীনতাবিলুপ্তি এবং তজ্জন্য সমগ্র জাতির হইয়া কবির অশ্রুবর্ষণ। ঘটনা যেটুকুও আছে, তাহা যেন শুধু সেই বেদনা-উচ্ছ্বাসকে বহন করিবার জন্য, গীতিসৌন্দর্যময় কল্পনাপ্রোজ্জ্বল বর্ণনাসমূহকে ধারণ করিবার জন্য। এই কাব্যের উদ্দেশ্য যে মধুসূদনের ন্যায় শিল্পবস্তু গঠন নয়, রঙ্গলাল-হেমচন্দ্রের ন্যায় কাহিনীকথনও নয়, বরং বেদনাবিদীর্ণ হৃদয়ের উদ্ঘাটন মাত্র ;—তাহা বুঝিতে না পারিলে কাব্য-আস্বাদন সম্ভব হইবে না। বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছিলেন,—"এই কাব্যের বিশেষ একটি

দোষ কাব্যের মন্থর গতি। ইহাতে কার্য (Action) অতি অল্প; যাহা আছে তাহার গতি অতি অল্পে অল্পে হইতেছে, অল্প ঘটনায় বিস্তীর্ণ বর্ণনায় সর্গ সকল পরিপূরিত হইতেছে।" কিন্তু কার্য বা ঘটনা ইহার লক্ষ্য ছিল না। যদি উহা বিস্তৃত কাহিনী-কাব্য বা পূর্ণাঙ্গ নাটক হইত, তাহা হইলে—

প্রজার বিরাগ, পরে পলাশী সমর,
পরাজয়, পলায়ন, ধৃত কারাঘর। (৫ম সর্গ)

এই চরণদ্বয়ে সংক্ষিপ্তভাবে বিবৃত ঘটনাসমূহকে বিচিত্র ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া সুস্পষ্ট করা একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িত। শুধু তাহা নহে, প্রথম সর্গে ষড়যন্ত্রের যে আয়োজন তাহার সক্রিয় রূপ পরে আর দেখা যায় নাই। দ্বিতীয় ও তৃতীয় সর্গে ঘটনা কিছুই ঘটে নাই, চতুর্থ সর্গে সামান্য যুদ্ধ বর্ণনা ততোধিক মোহনলালের বিলাপ, পঞ্চম সর্গে সিরাজ-হত্যার নাটকীয়তাও কবির বেদনার্ত ধিক্কারে আচ্ছন্ন। সুতরাং Action এই গীতিপ্রধান গাথা-কাব্যে প্রত্যাশিত নয়। নবীনচন্দ্রের নিকট ষড়যন্ত্রের ভয়াবহতা, প্রতিপক্ষ ক্লাইভের সংকল্প-দৃঢ়তা, সিরাজের কৃতকর্মের বিভীষিকা, মোহনলালের খেদ, সিরাজের পতনের বেদনা—বিচিত্র ঘটনার চাইতেও গুরুত্বপূর্ণ; তাহার কেন্দ্র ভাব প্রকাশের জন্য এই কয়টি বিষয়ের অনুকূল পরিবেশ রচনাতেই তিনি সমস্ত বর্ণন-ক্ষমতা নিয়োজিত করিয়াছিলেন, আর বঙ্কিমের ভাষায় 'নবীনচন্দ্র বর্ণনায় একরূপে মন্ত্রসিদ্ধ।' অবশ্য এই সব বর্ণনায়ও নানাস্থানে বাহুল্য আছে, অসংগতি আছে, অসংযম আছে; তবু সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করিলে চিত্র ও সঙ্গীতধর্মিতার গুণে উহারা পাঠককে আবিষ্ট করে। সর্গসমূহ বিশ্লেষণ করিলে এই সব সৌন্দর্য যেমন নানাস্থানে চোখে পড়িবে, তেমনি অবাস্তর বস্তুও দৃষ্টি এড়াইবে না।

সর্গসমূহের বিশ্লেষণ

বঙ্কিমচন্দ্র মনে করেন, প্রথম সর্গ (শেঠভবনে ষড়যন্ত্র) কাব্যের পক্ষে অপ্রয়োজনীয় এবং দ্বিতীয় সর্গেই কাব্যের যথার্থ আরম্ভ। আবার তিনিই পরে বলিয়াছেন,—'প্রথম সর্গের দ্বারা কাব্যের প্রধান অংশ সূচিত এবং প্রবর্তিত

হইয়াছে।' সুতরাং উহার উপযোগিতা একরূপ স্বীকৃতই হইল। বস্তুতঃ প্রথম সর্গেই সমগ্র কাব্যঘটনার 'মুখ' রচিত হইয়াছে। কেননা পূর্বেই একস্থানে বলিয়াছি,—'পলাশি প্রান্তরে যুদ্ধ বস্তুতঃ যুদ্ধের উপসংহার, প্রকৃত যুদ্ধ স্নায়ুযুদ্ধের (war of nerves) আকারে পূর্ব হইতেই সংঘটিত হইতেছিল কলিকাতা, হুগলী, চন্দননগর, মুর্শিদাবাদে বৎসরাধিককাল ধরিয়া।' সুতরাং এই নেপথ্য-উদ্যোগ বাদ দিলে কাব্য নিরবলম্ব হইয়া পড়িত। এই সর্গেই বিপরীত চিন্তার স্রোত-সংঘাত জাগিয়া উঠে রাণী ভবানীর তেজোদৃপ্ত বাণীতে, আর তাহাতে ষড়যন্ত্রের গুরুত্ব বাড়িয়া যায়। কবি তদুপযোগী পরিবেশটিও রচনা করিয়াছেন সুন্দর—

দ্বিতীয় প্রহর নিশি নীরব অবনী,
নিবিড় জলদাবৃত। গগন মণ্ডল,

*   *   *

তিমিরে অনন্তকায় শূন্য ধরাতল।

আর তাহার মধ্যে মুর্শিদাবাদে রুদ্ধদ্বার শেঠ-ভবনের গবাক্ষপথে বিচ্ছুরিত আলোকরশ্মি যেমন গোপন ষড়যন্ত্রের ইঙ্গিত দিতেছে, তেমনি মন্ত্রণাকারীদের পশ্চাতে প্রাচীরে বিলম্বিত লোলরসনা নৃমুণ্ডমালিনীর চিত্র সমগ্র পরিবেশটিকে আরও ভয়াবহ করিয়া তুলিয়াছে। তাই কালীপ্রসন্ন ঘোষ বলিয়াছেন—'বোধ হয়, মেঘনাদ বধের আরম্ভ ভিন্ন বাংলায় কোন কাব্যের প্রারম্ভ বর্ণনাতেই এমন ভয়ঙ্কর গাম্ভীর্য এবং পরিম্লান মনোহারিত্ব দেখান হয় নাই।' এমন কি বৃত্র-সংহারের প্রথম সর্গে পাতালপুরে দেবগণের মন্ত্রণা শব্দালংকারপূর্ণ হইলেও এত গভীর অর্থবহ হয় নাই, মনে হয়।

দ্বিতীয় সর্গে বৃটিশ-সৈন্যের বিচিত্র মনোভাব বিশ্লেষণে, ক্লাইভের অন্তর্দ্বন্দ্বময় চিত্ত উদ্ঘাটনে, ইংলণ্ডের রাজলক্ষ্মীর দিব্যমূর্তি বর্ণনে নবীনচন্দ্রের কবিকল্পনা যেন মুক্তপক্ষ বিস্তার করিয়া চলিয়াছে। এই কারণেই বঙ্কিমচন্দ্র এবং কালীপ্রসন্ন উভয়েই এই সর্গ সম্পর্কে সপ্রশংস অভিমত দিয়াছেন। কেবল দীর্ঘ 'আশা-বন্দনাটি' এখানে অবান্তর প্রক্ষেপ বলিয়া মনে হয়; যদিও কালীপ্রসন্ন বলিয়াছেন—'আশার নিকট জিজ্ঞাসাচ্ছলে যেভাবে ক্লাইভকে সহসা অভিনয়ভূমিতে

আনিয়াছেন, তাহা সঙ্গত হইয়াছে।' আমাদের ধারণা বৃটিশ-সৈন্যদের বর্ণনার পরেই—

শিবিরে অনতিদূরে বসি তরুতলে
নীরবে ক্লাইভ, মগ্ন গভীর চিন্তায়।

এই বর্ণনাটুকুই ক্লাইভকে উপস্থাপনার পক্ষে যথেষ্ট ইঙ্গিতময় হইত, 'আশা'র মধ্যস্থতা নিরর্থক। আর যে সমস্ত কারণে আশাকে 'কুহকিনী'-'মায়াবিনী' বলা হইয়াছে, ক্লাইভের ক্ষেত্রে তাহা প্রযোজ্য নহে। তাঁহার নিকট উহা ছলনাময়ী আশা নয়, বরং সার্থক আত্মবিশ্বাস; তাই তাঁহার উক্তি—

না জানি কি মহাশক্তি অন্তরে আমার
আবির্ভূত আজি।

এই 'আশা-বন্দনা'র একস্থলে নবীনচন্দ্র সরকারী কর্মচারীর বেদনা-অপমানের যে সংক্ষিপ্ত গ্লানিময় চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, তাহা যেন বাঙ্গালী-কেরাণীরই আত্মধিক্কার—

ধর্মাধিকরণে বসি নিম্ন কর্মচারী,
উদরে জঠর-জ্বালা; গুরু কার্যভারে
অবনত মুখ,—ওই হংস পুচ্ছধারী
বীরবর,—যুঝিতেছে অনন্ত প্রহারে
মসীপাত্র সহ, প্রভু-পদাঘাত-ভয়ে।

'আশা-বন্দনা'র ন্যায় এই সর্গশেষে বৃটিশ সৈনিকদের গীতটিও অপ্রয়োজনীয়। বঙ্কিমচন্দ্র, কালীপ্রসন্ন—উভয়ে ইহার প্রশংসা করিলেও মনে হয় তদ্দ্বারা বৃটিশ শৌর্যপ্রকাশের বিশেষ সহায়তা যেমন হয় নাই, তেমনি গীতিসুরও ততটা ঝংকৃত হয় নাই।

তৃতীয় সর্গে ঘটনা নাই, কিন্তু চরম ঘটনার—মানস-বিভীষিকাচ্ছন্ন সিরাজের অবশ্যম্ভাবী পরিণতির নিগূঢ় ইঙ্গিত রহিয়াছে। কালীপ্রসন্ন ঘোষ এই সর্গ-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন,—'কবি কল্পনাযোগে পলাশির ঐতিহাসিক ক্ষেত্রে উপস্থিত

হইয়াছেন এবং উপস্থিত হইয়াই চিন্তাবশে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার মন আর তাঁহাতে নাই, হৃদয়ে গভীর শোকসিন্ধু উথলিয়া উঠিয়াছে।...ইহার মধ্যেই সহসা অন্যকথা। কোথায় কোটিকল্প লোকের অদৃষ্টের ফলাফল গণনা, আর কোথায় রূপসীদের রূপের তরঙ্গ। কবি যেই ভারতের ভাগ্যসূত্র হাতে ধরিয়া নবাব-শিবিরের বিলাসগৃহে ধীরে ধীরে প্রবেশ করিলেন, অমনি সকল কথা বিস্মৃত হইয়া সেই বিলাসতরঙ্গে ভাসিয়া গেলেন, ইহা যেন এক গানের মধ্যে আর এক গান, এক রাগিণীর মধ্যে আর এক রাগিণী। ইহাই নবীনচন্দ্রের অসাবধানতা।' সত্যই বিলাস-বর্ণনার বাহুল্যে কবির অসাবধানতা এখানে চরমে উঠিয়াছে। সম্ভবতঃ কবি এই সুযোগে এক রোমাঞ্চকর ভিন্ন পরিবেশ সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছিলেন,—যাহা সিরাজের মানস-দ্বন্দ্বের পটভূমিরূপে কাজ করিবে, আবার পূর্বেই ভিন্ন রসের আস্বাদ দিয়া পরবর্তী সর্গের যুদ্ধঘটনাকেও ঘোরতর করিয়া তুলিবে। বায়রণের Childe Harold-এ বর্ণিত ওয়াটার্লু যুদ্ধের পূর্বরাত্রির বর্ণনা এখানে নিঃসন্দেহে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। এই সর্গে ক্লাইভকে পুনরায় দ্বন্দ্ব-বিক্ষুব্ধ চিত্তে উপস্থিত করার উদ্দেশ্য আছে। পরদিনের যুদ্ধফল তো পূর্বস্থিরীকৃত ব্যাপার, সুতরাং এই বর্ণহীন ঔৎসুক্যহীন যুদ্ধকে কাব্যে গুরুত্বপূর্ণ করিয়া তুলিতে হইলে প্রতিপক্ষকেও আশঙ্কা-বিচলিত এবং প্রস্তুতি-তৎপর রাখিতে হয়। "মেঘনাদ বধ"-উদ্যোগে লক্ষ্মণের চণ্ডী-আরাধনার তাৎপর্য ইহার সহিত তুলিত হইতে পারে। দ্বিতীয় সর্গের গীতটির ন্যায় এই সর্গেও বিলাস-মুহূর্তে বামাকণ্ঠনিঃসৃত বিরহ-গীতটি নিরর্থক মনে হয়, যদিও স্বতন্ত্রভাবে এই সঙ্গীতগুলির গীতি-সৌন্দর্য প্রশংসনীয়। তবুও এই সর্গের শেষে বৃটিশ-যুবকের প্রণয় গীতিটির কিছুটা সার্থকতা এই কারণে থাকিতে পারে যে, উহা দ্বারা কবি ক্লাইভের কঠোর চিত্তের এক করুণমধুর দুর্বল দিক উদ্‌ঘাটনের প্রয়াস পাইয়াছেন, যেখানে কবি-কল্পনা সর্বাংশে রোমান্টিক হইয়া উঠিয়াছে।

সেই তান ক্লাইভের পশিল শ্রবণে ;
ঝরিল একটি অশ্রু, দ্রবিল হৃদয়।

সুদীর্ঘ নিশ্বাসসহ হইল নির্গত—
"প্রিয়তমে মেহেরুন্নিসা !—জনমের মত !"

চতুর্থ সর্গ যুদ্ধ।—একদিনে মাত্র নয় ঘণ্টা সময়ের মধ্যে সংঘটিত সাধারণ যুদ্ধ হইলেও এই সর্গে কবি যে ইহাকে প্রভূত গুরুত্ব দিয়াছেন তাহা সূচনা-শ্লোক হইতেই উপলব্ধ হয়।

পোহাইল বিভাবরী পলাশী-প্রাঙ্গণে,
পোহাইল যবনের সুখের রজনী ;
চিত্রিয়া যবন-ভাগ্য আরক্ত গগনে,
উঠিলেন দুঃখভরে ধীরে দিনমণি।

*　　　*　　　*

ক্লাইভের মনে হল স্ফূর্তির সঞ্চার।
সিরাজ স্বপ্নান্তে রবি করি দরশন,
ভাবিল এ বিধাতার রক্তিম নয়ন।

অবশ্য, সূচনাতেই বিজয়ী-বিজিত সম্পর্কে এই সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আমাদের কৌতূহল কিছুটা ম্লান করিয়া দেয়।

বঙ্কিমচন্দ্র এই যুদ্ধ-পরিবেশ রচনার প্রশংসা করিয়াছেন। সম্ভবতঃ বাঙ্গালাকাব্যে এই প্রথম এক ঐতিহাসিক যুদ্ধের আবেগময় বর্ণনা মিলিল, তৎসহ মোহনলালের তেজোদৃপ্ত অথচ করুণ খেদোক্তি সংযুক্ত হওয়ায় এই সর্গ একদা শিক্ষিত বাঙ্গালীর কণ্ঠস্থ ছিল। কালীপ্রসন্ন ঘোষ তাই ইহাকে "বাঙ্গালী মাত্রেরই অভিমানের বিষয়" বলিয়াছিলেন। বাঙ্গালী সেনার প্রতি মোহনলালের প্রতিরোধ-আহ্বান-অংশটুকু রচনায় প্রেরণা নবীনচন্দ্র রঙ্গলালের "ক্ষত্রিয়দিগের প্রতি রাজার উৎসাহবাক্য" (পদ্মিনী উপাখ্যান) হইতে পাইতেও পারেন, কিন্তু নবীনচন্দ্র-রচিত মোহনলালের উদ্দীপক-আহ্বান আন্তরিক উচ্ছ্বাসে সমৃদ্ধতর। এই খেদোক্তিই 'পলাশির যুদ্ধ' কাব্যের সর্বাপেক্ষা জীবন্ত ও স্মরণীয় অংশ। অস্তগামী সূর্যকে উদ্দেশ্য করিয়া মুমূর্ষু মোহনলালের পরাধীনতাক্ষুব্ধ এই খেদোক্তি কাব্যের প্রথম সংস্করণে কবির বক্তব্যরূপেই ছিল, কালীপ্রসন্ন ঘোষের প্রস্তাবে

উহা পরে মোহনলালের মুখে দিয়া কবি ভালই করিয়াছেন, তাহাতে নাট্যরস পূর্ণ আবেগ সঞ্চারিত হইয়াছে। একদা ইহা বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্রের মত উদ্দীপনা সঞ্চার করিয়াছিল, আজ আমরা স্বাধীন অবস্থায় হয়ত বা উহাকে উচ্ছ্বসিত ভাবাবেগমাত্র বলিয়াও মনে করিতে পারি। যাহা হোক, মোহনলালের এই বেদনার্ত ভাষণ সংক্ষিপ্ত হইলে যে আরও গভীর তাৎপর্যময় হইয়া উঠিত—ইহা বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম নির্দেশ করেন। অযথা দৈর্ঘ্যের জন্য মোহনলালের বক্তব্য বিষয় এবং চিন্তা বিক্ষিপ্ত হইয়া গিয়াছে।

পঞ্চম সর্গের 'শেষ-আশা' নামকরণের উপলক্ষ্য মন্দভাগ্য সিরাজ, ইহার মুখ্য ঘটনা সিরাজের হত্যা। বাহুল্যপূর্ণ হইলেও মুর্শিদাবাদের সর্বব্যাপী বিজয়োৎসব, ইংরাজ-শিবিরের আনন্দ-উল্লাস—সমস্তই ঐ শোচনীয় ঘটনার পটভূমি রচনা করিয়াছে। উহার প্রধান সার্থকতা অবস্থার বৈপরীত্য সৃষ্টি (contrast)। কবি সুস্পষ্টই বলিয়াছেন—

সেই নৃত্য সেই গীত রয়েছে সকল,
হায়! সে সিরাজদ্দৌলা নাহি কি কেবল?

এই বৈপরীত্যের মধ্য দিয়া নবাব সিরাজ এবং বেগম লুৎফার মর্মান্তিক পরিণতি আরও গভীর বেদনাময়রূপে উপস্থাপিত করা সম্ভব হইয়াছে।

নীরব নিশীথে এই আনন্দের ধ্বনি
উঠিল গগনপথে ;

আর তাহারই সঙ্গে সঙ্গে অপরদিকে কারাগারে—

জাগিল সত্রাসে বামা, সিরাজদ্দৌলার
শিবির সঙ্গিনী, সেই রাণী বিষাদিনী!

এবং

কারাগারে কক্ষান্তরে গভীর নিশীথে,
কে ও দাঁড়াইয়া ওই অবনত মুখে?

প্রমত্ত মীরজাফর ও মীরণের চিন্তাক্লিষ্ট মানস-চিত্র উদ্ঘাটন দ্বারা কবি ইংরাজ-কবলিত বাঙ্গালার বিকৃত ভাগ্যের প্রতি নিজ বিরূপতাই যেন প্রকটিত

করিয়াছেন। এই কাব্যে স্বদেশাভিমানী কবির ক্ষুব্ধ তিরস্কার তৃতীয় সর্গে মন্ত্রণাকারীদের সম্পর্কে (৭ম-৮ম শ্লোক), পঞ্চম সর্গে মীরজাফর (১২ শ্লোক) এবং হত্যাকারী মহম্মদী বেগ সম্পর্কে (৪৪ শ্লোক) তীব্রভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। বিষাদাত্মক এই কাব্যের শেষ সর্গে মৃত্যুপ্রতীক্ষমান সিরাজকে উদ্দেশ্য করিয়া কবির অনুরূপ তিরস্কার—

হতভাগ্য, দুরাচার, যুবক দুর্জন !
পায়ে পড়, ক্ষমা চাহ, সকলি বিফল।

যেন অত্যন্ত কঠোর মনে হয়, এবং এ ক্ষেত্রে সাইলক-চরিত্র সম্পর্কে সেক্সপীয়রের মন্তব্যটুকু প্রয়োগ করিয়া বলা চলে,—'He was more sinned against than sinning.' সিরাজ সম্পর্কে কবি-প্রযুক্ত বিশেষণসমূহ যে একেবারে নিরর্থক নহে, তাহা আমরা পূর্বে বিস্তৃত ঐতিহাসিক আলোচনা হইতে যদিও জানিয়াছি, তবু সিরাজের এতটা প্রায়শ্চিত্ত সম্ভবতঃ কবির সজ্ঞান-চিত্তেরও অভিপ্রেত ছিল না। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও আচার্য যদুনাথ সরকারের ন্যায় প্রবীণ ঐতিহাসিকের গবেষণা নবীনচন্দ্রের পক্ষে সাক্ষ্য দিতেছে।—"The fallen monarch abashed himself to the ground, made frantic appeals for marcy, and promised to live in harmless obscurity if only his life was spared. But all his efforts proved futile". সিরাজের প্রতি কবি যে সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন—এ কথাও আমরা পূর্বে আলোচনা করিয়াছি, এবং সেই সহানুভূতির উজ্জ্বল নিদর্শন রহিয়া গিয়াছে কাব্যের সমাপ্তিসূচক চরণদ্বয়ে—

নিবিল গৃহের দীপ, নিবিল তখন
ভারতের শেষ আশা, হইল স্বপন।

সিরাজের পতনের সহিত ভারতের পতন মিলিয়া গিয়া এক মর্মান্তিক জাতীয় ইতিহাস রচিত হইল, আর সেই ইতিহাসেরই কাব্যরূপ বলিয়া 'পলাশির যুদ্ধে'র গৌরব।

চরিত্র-চিত্রণ

বঙ্কিমচন্দ্র 'পলাশির যুদ্ধে' চরিত্র-চিত্রণের অভাব বোধ করিয়াছিলেন। কালীপ্রসন্ন ঘোষও বলিয়াছেন—"পলাশির যুদ্ধের অপূর্ণতা এই যে, ইহাতে মনুষ্যচরিত্রের বিশদ চিত্র নাই। ইহার পাঠাবসানে মনে কতকগুলি অত্যুৎকৃষ্ট ভাব এবং অত্যুৎকৃষ্ট বর্ণনা দৃঢ়নিবদ্ধ থাকে, কিন্তু উৎকৃষ্ট কি অপকৃষ্ট কোন একটি চরিত্র তেমন চিত্রিত থাকে না।" এই ত্রুটি নির্দেশ সত্ত্বেও কালীপ্রসন্ন উঁহার কতিপয় চরিত্র বিশ্লেষণ করিয়া নবীনচন্দ্রের চরিত্রায়নের প্রশংসা করিয়াছেন। যাহা হোক, একটি কথা মনে রাখিতে হইবে যে, মহাকাব্যের বিরাট বিস্তৃত ও পূর্ণাঙ্গ চরিত্রসৃষ্টির অবসর কবি ইহাতে করিয়া লন নাই। পরাধীনতায় নিরুদ্ধকণ্ঠ একটি জাতির ধূমায়িত বেদনাবহ্নি এবং বাষ্পোচ্ছ্বাসকে প্রকাশ করিবার জন্য তিনি এই উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক ঘটনাকে অবলম্বন করিয়াছিলেন মাত্র। সুতরাং এক প্রবল ভাব বিশদ বর্ণনায় গড়িয়া তোলাই যে এই কাব্যের প্রধান লক্ষ্য ছিল, তাহা কালীপ্রসন্নও বুঝিয়াছিলেন দেখা যায়। নবীনচন্দ্র নিজেও বলিয়াছেন,—'চরিত্র-চিত্রণ পলাশির যুদ্ধ রচয়িতার উদ্দেশ্য ছিল না।' এইরূপ কাব্যে পূর্ণ চরিত্র সৃষ্টির সুযোগও নাই। এক একটি সর্গে এক একটি চরিত্র বিশেষ কোন ভাবের প্রতীকরূপে উপস্থিত, তাহার উক্তি বা আচরণে সেই ভাব ব্যঞ্জিত হইলেই কাব্য-প্রয়োজন শেষ হইয়া গেল। মীরজাফর প্রথম ও পঞ্চম সর্গে, ক্লাইভ দ্বিতীয় ও তৃতীয় সর্গে, সিরাজ এবং লুৎফা তৃতীয় ও পঞ্চম সর্গে দুইবার করিয়া উপস্থিত;—তন্মধ্যে আবার কোন চরিত্রই দুই সর্গেই সমান প্রধান ও সক্রিয় নহে। মীরজাফর প্রথম সর্গে, ক্লাইভ দ্বিতীয় সর্গে, সিরাজ তৃতীয় সর্গে এবং লুৎফা পঞ্চম সর্গে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। রাণী ভবানী এবং মোহনলালের মত উল্লেখযোগ্য চরিত্র যথাক্রমে প্রথম ও চতুর্থ সর্গে একবার মাত্র প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে।

প্রথম সর্গেই আমরা অনেকগুলি চরিত্রের সাক্ষাৎ পাই সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র প্রসঙ্গে। প্রত্যেকেই নিজের বক্তব্য কখনো বা উত্তেজিতভাবে, কখনো বা যুক্তিপূর্ণভাবে উপস্থাপিত করিতেছে এবং সেই সঙ্গে কবি তাহাদের প্রত্যেকের

মনোভাব ও চরিত্রের ইঙ্গিতও দিয়া চলিয়াছেন। তাহাতে প্রতিটি চরিত্রের মূলগত পার্থক্য সুন্দর ফুটিয়া উঠিয়াছে। ষড়যন্ত্র-মন্ত্রণার উদ্বোধন-কর্তা মন্ত্রী রায়দুর্লভের চারিত্রিক কাপট্য ও ধার্মিকতার ছলনা গোড়াতেই বুঝিবার উপায় নাই। তাঁহার বক্তব্য শুনিলে মনে হইবে—সিরাজের প্রতি কৃতজ্ঞতায় এবং স্বদেশের দুঃখভাবনায় তিনি বুঝি সত্যই উদ্বিগ্ন। উচ্ছৃঙ্খল, অত্যাচারী সিরাজকে সকলে সম্মিলিতভাবে নীতি উপদেশ দিয়া সংশোধন করার পক্ষপাতী যেন তিনি। তাই তিনি পাপ মন্ত্রণা করিতে চান না, কৃতঘ্নতা ও রাজদ্রোহিতায় তিনি সম্মত নন। আসলে কপট রায়দুর্লভ ভিন্ন সুর ধরিয়া অন্যান্যদের মনোভাব বুঝিতে ইচ্ছুক। তাঁহার সহিত তুলনায় জগৎশেঠ অনেক স্পষ্ট ও বলিষ্ঠ। সে কপটতাহীন, সাহসী, তেজোদৃপ্ত ও অভিমানক্ষুব্ধ। মন্ত্রী রায়দুর্লভের দ্বিধাগ্রস্ত মনোভাব লক্ষ্য করিয়া সে উত্তেজিত, শ্লেষবাণে জর্জরিত করিয়াছে রায়দুর্লভকে। এই প্রসঙ্গে বাঙ্গালী-চরিত্রের প্রতি নিম্নলিখিত বিদ্রূপোক্তিতেই তাহার জ্বালাময় তিরস্কার প্রকাশিত হইয়াছে—

স্বর্গমর্ত্ত্য করে যদি স্থান-বিনিময়,
তথাপি বাঙ্গালী নাহি হবে একমত।
প্রতিজ্ঞায় কল্পতরু, সাহসে দুর্জয়,
কার্যকালে খোঁজে সবে নিজ নিজ পথ।

সিরাজ তাহার পরিবারকে কলঙ্কিত করিয়াছে, তাই প্রতিহিংসা গ্রহণে সে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ, তাহার জন্য সে একা অগ্রসর হইতেও প্রস্তুত। কবি সুন্দর অথচ স্বল্পভাষায় তাহার ক্রোধোন্মত্ত রূপটি চিত্রিত করিয়াছেন। রাজা রাজবল্লভের উক্তির মধ্যে সিরাজের কলঙ্ক ও অত্যাচারের বিভীষিকা পরিস্ফুট, তিনিও সিরাজ কর্তৃক লাঞ্ছিত। সিরাজের পতন তাঁহারও অবশ্য কাম্য, কিন্তু সেই মনোভাব জগৎশেঠের মত প্রচণ্ডভাবে প্রকাশের সাহস তাঁহার নাই। তাঁহার পরামর্শ—ইংরাজের সহায়তায় সিরাজকে রাজ্যচ্যুত করিয়া মীরজাফরকে নবাব করা হোক। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র মন্ত্রী রায়দুর্লভের মত কপট নন, তাঁহার ধর্মবোধ কিছুটা জাগ্রত, তিনি অনুকম্পাপ্রবণ ও পাপদ্বেষী। বক্তব্য উপস্থাপনায় পদমর্যাদার উপযুক্ত

ধীরতা তিনি বজায় রাখিয়াছেন। তিনি জগৎশেঠের মত উন্মত্ত আবেগে কম্পমান নহেন, আবার রাজবল্লভের মত কূটকৌশলী নহেন। তাঁহার পরামর্শও রাজবল্লভের অনুরূপ, তবে সুস্পষ্ট। অন্যতম ষড়যন্ত্রকারী মীরজাফরকে নির্বাক রাখিয়া নবীনচন্দ্র সুন্দর কবিকৌশলের পরিচয় দিয়াছেন। মীরজাফর মন্ত্রণায় কোন অংশ গ্রহণ করেন নাই, তবু নানা অভিব্যক্তিতে তাঁহার চরিত্র বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে। মন্ত্রী রায়দুর্লভ কপট ছলনা করিয়া যখন বলিলেন—তিনি সিরাজের পতনের জন্য পাপ-মন্ত্রণা করিতে চাহেন না, তখন মীরজাফরের প্রত্যাশা যেন ব্যর্থ হইল। রায়দুর্লভের উক্তি যে একান্ত কূটনৈতিক ছলনার অভিব্যক্তি, তাহা বুঝিতে পারিয়াও যেন মীরজাফর নিজের সম্পর্কে কোন আশার ইঙ্গিত পাইলেন না। তাই নিরাশভাবে প্রত্যেকের মুখের দিকে তিনি তাকাইতে লাগিলেন। রায়দুর্লভের কপট উক্তির প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করিতেই তিনি উৎসুক, অন্যান্যদের নিকট হইতে চরম প্রস্তাব উত্থাপিত হইবার আশায় তাঁহার নির্বাক প্রতীক্ষা। তাই রাজবল্লভ যখন সিরাজকে সিংহাসন চ্যুত করিয়া মীরজাফরকে নবাব করিবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন, তখন আত্মস্বার্থসিদ্ধির সম্ভাবনার আনন্দে—

উঠিল কাঁপিয়া,
দুরু দুরু করি মীরজাফরের হিয়া।

আবার পঞ্চম সর্গে দেখিতে পাই, নবীন-নবাব অহিফেনসেবী অপদার্থ বৃদ্ধ মীরজাফর কামিনীবিলাসপ্রমত্ত, স্তাবকের স্তুতিবাদে মুগ্ধ। কবি তাঁহাকে কঠিন ধিক্কারে জর্জরিত করিয়াছেন।

দ্বিতীয় সর্গে আশা-নৈরাশ্যের দ্বন্দ্ব সৃষ্টি দ্বারা ক্লাইভের চরিত্রের যে বৈশিষ্ট্য কবি পরিস্ফুট.করিতে চাহিয়াছেন, তাহা হইল ক্লাইভের আপন শক্তিতে অটল বিশ্বাস ও বৃটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারের আকাঙ্ক্ষা। আত্মচিন্তার সূত্রে এই বিদেশাগত বিজয়ী বীরের পূর্বপরিচয়ও কবি বিবৃত করিয়াছেন। সেই পরিচয়ের মধ্যে স্বগৃহ বিতাড়িত অখ্যাত এক উচ্ছৃঙ্খল যুবকের দূর দেশে ভাগ্যান্বেষণ প্রয়াস, বিপদ উত্তরণ ও সাফল্য অর্জনের চমকপ্রদ কাহিনী ফুটিয়া উঠিয়াছে। কবি ক্লাইভের

অবয়ব ও ব্যক্তিত্বের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়াছেন। ক্লাইভ ঠিক সুরূপ নন, অথচ সর্বাঙ্গ সৌষ্ঠবময়, মুখশ্রী গম্ভীর, অন্তরে দুঃসাহস ও দুরাকাঙ্ক্ষা জাগ্রত। স্থিরপ্রতিজ্ঞ এই যুবক ইংরাজশিবিরে চিন্তামগ্ন। জয়-পরাজয় সম্পর্কে বিচিত্র আত্মচিন্তার মধ্য দিয়া তাঁহার কর্মক্ষমতা ও সংকল্পের কথা প্রকাশিত হইয়াছে। যদিও গীতিকবি নবীনচন্দ্র রোমান্টিক সৌন্দর্য সৃষ্টির আগ্রহে এবং ভাবী ঘটনার ইঙ্গিতদানের উদ্দেশ্যে কল্পনায় ক্লাইভের সম্মুখে ইংলণ্ডেশ্বরীকে উপস্থাপিত করিয়াছেন, তথাপি প্রকৃতপক্ষে এই দৈবী আবির্ভাবকে সংশয়-পীড়িত ক্লাইভের মনে নবজাগ্রত আত্মপ্রত্যয়ের প্রতীক হিসাবে গ্রহণ করা চলে। কেননা ইংলণ্ডেশ্বরীর এই দিব্য মূর্তির অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গেই দেখিতে পাই, ক্লাইভ দ্বিগুণ উৎসাহে প্রচণ্ড যুদ্ধের উন্মাদনায় মাতিয়া উঠিয়াছেন। তৃতীয় সর্গে আবার ক্লাইভকে আমরা যুদ্ধ ব্যাপারে সংশয়াচ্ছন্ন অবস্থায় দেখি। কিন্তু সেই সংশয় কাটাইয়া ক্লাইভ জাগিয়া উঠিলেন বীরধর্মে। এই বীরত্বই ক্লাইভ-চরিত্রের প্রধান ও একমাত্র বৈশিষ্ট্যরূপে উপস্থাপিত হইলেও দেখিতে পাই, কবি এই তৃতীয় সর্গের শেষে স্বদেশস্থিতা প্রণয়িনীর স্মরণ-সূত্রে ক্লাইভের কঠোর চিত্তের এক করুণ মধুর দুর্বল দিকও উদ্‌ঘাটনের প্রয়াস পাইয়াছেন।

রাণী ভবানীর তেজোদৃপ্ত চরিত্র-চিত্রণে কবির শ্রদ্ধা ও সংযম প্রশংসনীয়। সূচনায় কবি যেমন রাণী ভবানীর আভিজাত্যপূর্ণ রূপের বর্ণনা দিয়াছেন, তেমনি তাঁর বজ্রকঠিন অথচ কুসুমকোমল অন্তঃপ্রকৃতিও স্বল্পকথায় ব্যক্ত করিয়াছেন।

একটি রমণীমূর্তি বসিয়া নীরবে
গৌরাঙ্গিনী, দীর্ঘ গ্রীবা, আকর্ণ-নয়ন,—

*   *   *

আবার পলকে সেই নয়ন-যুগল
স্নেহের সলিলে হয় কোমলতাময় ;
এই বর্ষিতেছে ক্রোধ গরিমা-গরল,
অমনি দয়াতে পুনঃ দ্রবীভূত হয়।

'রাণীর কি মত ?' রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের এই প্রশ্নের দৃঢ় উত্তরের মধ্যেই সিরাজদ্দৌলার

প্রতি রাণী ভবানীর রমণীচিত্তসুলভ অনুকম্পা পীযূষ-নির্ঝরের মত ক্ষরিত হইয়াছে।

ইন্দ্রিয়-লালসা মত্ত সিরাজদ্দৌলার
রাজ্যচ্যুত করা নহে আমার অমত,
(আহা! কিন্তু অভাগার কি হবে উপায়!)
* * *
কিন্তু এ ব্যবস্থা মম মনোমত নয়।

তাঁহার মতে ইংরাজ সহায়তায় সিরাজকে রাজ্যচ্যুত করার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি স্বেচ্ছায় পরাধীনতা বরণ, সুতরাং সেই পথ পরিত্যাজ্য। নিজেদের শক্তি দ্বারাই সিরাজকে দমন করা শ্রেয়। অন্যান্য ষড়যন্ত্রীদের যৌথ সিদ্ধান্তের মধ্যে শ্রুত এই ভিন্ন সুর যে বাঙ্গালার ভয়াবহ ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাৎপর্যময় ইঙ্গিত, তাহা রাণী ভবানীর ভাষণ এবং প্রলয়ংকর প্রকৃতি-দৃশ্যের অবতারণা দ্বারা পরিস্ফুট করা হইয়াছে। অন্ধকার রাত্রি, উন্মত্তা প্রকৃতি, স্বল্পালোকিত মন্ত্রণা-কক্ষের গাত্রে প্রলম্বিত নৃমুণ্ডমালিনীর প্রতিকৃতি—এইরূপ ভয়ংকর পরিবেশে রাণী ভবানীর দৃপ্ত উক্তি—

ইচ্ছা করে এই দণ্ডে ভীমা অসি করে
নাচিতে চামুণ্ডারূপে সমর ভিতর।

গভীর দ্যোতনাময় হইয়া উঠিয়াছে, এবং তাঁহার বীরাঙ্গনা মূর্তিকেই যেন প্রকাশ করিয়াছে।

বীর মোহনলালের আত্মত্যাগে উদ্বুদ্ধ চরিত্রটিকে আমরা একমাত্র চতুর্থ সর্গে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রথম ও শেষবারের মত প্রদীপ্ত হইয়া উঠিতে দেখি। মোহনলালই নবীনচন্দ্রের অগ্নিগর্ভ স্বদেশপ্রেম প্রকাশের মুখ্য অবলম্বন, সুতরাং মোহনলাল কোনো চরিত্ররূপে আমাদের কাছে প্রতিভাত হয় নাই, একটি প্রবল ভাবের প্রতিমূর্তি সে। কাব্যের প্রধান সুর স্বদেশগৌরব বীর মোহনলালের নানা বীরত্ব-পূর্ণ উক্তিতে ধ্বনিত হইয়াছে। তাহার দ্বিধাহীন কণ্ঠের একটি উক্তি—'পরাধীন স্বর্গবাস হতে গরীয়সী স্বাধীন নরকবাস'—তাহার সমগ্র স্বাধীন প্রকৃতিকেই প্রকাশ

করিয়াছে। অস্তগামী সূর্যের দিকে তাকাইয়া মোহনলালের সুদীর্ঘ খেদোক্তি যেন সমস্ত বাঙ্গালী জাতিরই পরাধীনতার বেদনাজনিত মর্মভেদী আর্তনাদ। রাণী ভবানী এবং মোহনলালের স্বদেশ-ব্যাকুলতার কথা 'দেশপ্রীতির অভিব্যক্তি' অংশে পূর্বে আলোচিত হইয়াছে। তাঁহাদের চরিত্রের এই প্রধান বৈশিষ্ট্যের সহিত হিন্দু-শৌর্যের পুনরুদ্ধার-বাসনাও জড়িত ছিল দেখা যায়। রাণী ভবানীর ক্ষেত্রে ততটা না হইলেও মোহনলালের ক্ষেত্রে উহা দ্বিধার সৃষ্টি করিয়াছে। কেননা, মোহনলালের আনুগত্য নবাব সিরাজদ্দৌলার প্রতি, অথচ তাহার বেদনাবোধ হিন্দু-শৌর্যের চির অবলুপ্তির জন্য। এই প্রসঙ্গে মনে রাখিতে হইবে যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর কবি ও মনীষীদের স্বদেশ-চিন্তার প্রধান অবলম্বনই ছিল আর্য-মহিমার জন্য গৌরব ও শোচনা।

সিরাজের চরিত্র চিত্রণে ইতিহাসের অনুসরণ সম্পর্কিত বিতর্কের আলোচনা আমরা 'ঐতিহাসিক পটভূমিকা' অংশে করিয়াছি। নবীনচন্দ্র-অঙ্কিত সিরাজদ্দৌলা উচ্ছৃঙ্খল, মদ্যপ, কামাচারী, উৎপীড়নকারী, দুর্বলচিত্ত নবাব। এই চরিত্রায়ন আধুনিক ঐতিহাসিক গবেষণা দ্বারা সমর্থিত হইলেও মনে হয়, সিরাজকে কিছুটা মানবিক রসপূর্ণ করিয়া তোলা চলিত, তাহাতে কাব্যবিষয় বরং আরও পুষ্ট হইত। এই কাব্যের মধ্যে সিরাজ-চরিত্রের কোন উজ্জ্বল দিক ফুটাইয়া তোলা হয় নাই। তাই শেষদিকে কবির প্রচুর সহানুভূতি লাভ করিলেও সিরাজ পাঠকের কৌতূহল জাগ্রত করিতে সমর্থ হয় নাই। যাহা হোক, প্রথম সর্গে মন্ত্রণাকারীদের বিভীষিকাপূর্ণ বিরূপ বর্ণনা হইতেই সিরাজের কলঙ্কিত চরিত্র আমাদের কাছে স্পষ্ট হইয়া উঠে। তৃতীয় সর্গের প্রথমেই সেই উচ্ছৃঙ্খল নবাবকে দেখিতে পাই রূপসীদলে বেষ্টিত হইয়া স্বর্ণ সিংহাসনে বিরাজমান। কিন্তু—

এমন ইন্দ্রিয় সুখ-সাগরে ডুবিয়া
কেন চিন্তাকুল আজি নবাবের মন ?

ষড়যন্ত্র-আশংকায় এবং শত্রুপক্ষের যুদ্ধায়োজন-ভীতিতে বিচলিত ও বিপর্যস্ত সিরাজের দুর্বলচিত্ততা কবি এখানে তুলিয়া ধরিয়াছেন, কিন্তু এই সংশয়-দ্বিধাগ্রস্ত সিরাজের মধ্যে কিয়ৎপরিমাণ প্রতিরোধস্পৃহা যদি কবি জাগাইয়া তুলিতেন,

তবে চরিত্রটি কেবলমাত্র কলঙ্কিত হইয়াই থাকিত না, কিছুটা বলিষ্ঠ সবল হইয়া কাব্যকেও সংঘাতমুখর করিয়া তুলিতে পারিত। যদিও আচার্য যদুনাথের মতে 'He was kept away from manly and martial exercises', তবু প্রতিপক্ষ নৈরাশ্যে আন্দোলিত ক্লাইভের মধ্যে যে দুর্বলতা পরিহারের উদ্যম কবি দেখাইয়াছেন, তাহার সহিত তুলনায় সিরাজ-চরিত্রের দুর্বলতা যেন বড় বেশী প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। যেই সিরাজের আতংকে বাঙ্গালা দেশ সন্ত্রস্ত, তাহাকে কবি প্রথম আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন ভীরু-দুর্বল পূর্বকৃত পাপের অনুতাপজর্জর মূর্তিতে। দুর্বল মুহূর্তে গভীর অনুশোচনায় চিন্তাকুল নবাবের 'ঝরিল ধরায় একটি অশ্রুর বিন্দু'। সংশয়াচ্ছন্ন ক্লাইভকে উদ্দীপ্ত করিবার জন্য কবি যেখানে ইংলণ্ডেশ্বরীর আবির্ভাব ঘটাইয়াছেন, অনুরূপ দ্বন্দ্বসংকুল সিরাজের ক্ষেত্রে কবি পাপ-স্মৃতিকেই জাগাইয়া তুলিয়াছেন তাহার নিশ্চিত পরাজয়ের আভাষ দানের উদ্দেশ্যে। এই বৈপরীত্য সৃষ্টি কবির ইচ্ছাকৃত সন্দেহ নাই। বিভীষিকাময় স্বপ্নদর্শনে সিরাজের তৎকালীন ভীত সন্ত্রস্ত মনোভাবের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ পাওয়া যায়। পরাজয় বরং দ্বারা আত্মত্রাণ বাসনাই সেখানে মুখ্য। পঞ্চম সর্গে কারারুদ্ধ আত্মচিন্তানিরত হতভাগ্য সিরাজকে যেন হিন্দু সংস্কারানুযায়ী নরক যন্ত্রণা ভোগ করিতে দেখি, যাহার চরম পরিণতি হত্যাকারী মহম্মদীবেগের চরণে ক্ষমা প্রার্থনা। মৃত্যুপ্রতীক্ষমান সিরাজের এতটা মর্মন্তুদ প্রায়শ্চিত্ত আমাদের মনকে যে পীড়িত করে তাহাই পূর্বে বলা হইয়াছে। নবীনচন্দ্র প্রত্যক্ষভাবে সিরাজের প্রতি অনুকম্পা দেখাইতে পারেন নাই, তবু পরাধীন বাঙ্গালাকে তিনি সিরাজের মন্দভাগ্যের সঙ্গে এক করিয়া দেখিয়াছিলেন, সিরাজের পতনকে ভারতের স্বাধীনতা-নাট্যের যবনিকাপতনরূপে দেখিয়াছেন কাব্যশেষে। তাই সিরাজ চরিত্র সম্পূর্ণভাবে কবির বিরূপতার ফসল নয়।

তৃতীয় সর্গে আমরা সিরাজমহিষী বেগম লুৎফাকে প্রথম দেখিলাম 'শান্ত অশ্রুমুখী রমণীরতন'। স্বপ্নবিভ্রান্ত উন্মাদপ্রায় নবাবকে তিনি স্নেহসান্নিধ্য দিতেছেন, প্রেমপূর্ণ স্থিরনেত্রে স্বামীর প্রতি লক্ষ্যনিবদ্ধ। সিরাজের প্রতি কবির মনোভাব কিছুটা কঠোর সন্দেহ নাই, কিন্তু বেগম লুৎফা কবির সমস্ত আগ্রহ

ও প্রবন্ধ যেন কাড়িয়া লইয়াছেন। তাহার কারণ, লুৎফাকে কবি ইতিহাস হইতে গ্রহণ করেন নাই, বাঙ্গালী-সংসার হইতে আহরণ করিয়াছেন। পতি-পরায়ণা সীতা এবং সাবিত্রীর সঙ্গে তুলনা করিয়া কবি লুৎফাকে এক পবিত্র রমণী-মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, পঞ্চম সর্গের সমস্ত ট্রাজিক কারুণ্য লুৎফাকে কেন্দ্র করিয়াই যেন সঞ্চিত হইয়াছে। কারাগারে ভিন্ন কক্ষে অবরুদ্ধা লুৎফা ক্রন্দনরতা, পতি-চিন্তা-জর্জরিতা কোমলপ্রাণা বেগম কম্পিত ঘাতকের নিষ্ঠুর হস্ত হইতে নবাবকে রক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে উন্মাদিনীর মত রুদ্ধকক্ষ হইতে নির্গত হইতে গিয়া দৃঢ় কপাটের আঘাতে ভূলুণ্ঠিত হইলেন। তথাপি সতীনারী লুৎফার অবিচলিত বিশ্বাস, তাঁহার হস্তস্পর্শে রুদ্ধদ্বার অবশ্যই খুলিয়া যাইবে। সিরাজ-পত্নীর এই বিষণ্ণ-কাতর মূর্তির কথা চিন্তা করিলে যে বেদনা ও সহানুভূতি জাগে, কেবলমাত্র তাহার জন্যই সিরাজের বেদনাময় পরিণতিতে পাঠক-হৃদয় অশ্রুবাষ্পে ভরিয়া উঠে। স্বামীকে উদ্ধার করার সমস্ত ব্যর্থ প্রয়াসের পর লুৎফা—

রক্তস্রোতে, শোকস্রোতে হয়ে অচেতন,
মৃত্যুর অশোক অঙ্কে করিল শয়ন।

লুৎফার জীবনাবসানের এই বেদনা কিন্তু কবি অন্যান্য সাধারণ ঘটনার মত সহজে মিলাইয়া যাইতে দেন নাই। বিলাস-বিহ্বল পুরী যখন নীরব অবসন্ন, তখন—

কেবল রমণী শোকে নীরব রজনী
বর্ষিতেছে শিশিরাশ্রু তিতিয়া অবনী।

দাম্পত্য-প্রণয়োৎকণ্ঠার এই আবেগ-মধুর অশ্রুসিক্ত চিত্রই সমগ্র কাব্যের সার্থক গীতি-অংশ, এবং নবীনচন্দ্রের গীতিপ্রধান কবি-কল্পনাও এখানে গভীর আন্তরিকতায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। এখানে ইতিহাস মৌন, জীবন-স্পন্দনই মুখর।

তাই বলি, 'পলাশির যুদ্ধে' পূর্ণাঙ্গ মনুষ্য চরিত্র-চিত্রণের অভাবে ক্ষুণ্ণ হইবার অবকাশ কবি রাখেন নাই। যদিও চরিত্র-চিত্রণ নবীনচন্দ্রের উদ্দেশ্য ছিল না,

তবু কাহিনী এবং পরিবেশসূত্রে সমাগত বিচিত্র চরিত্রসমূহের এক একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অংশের উপর তীব্র আলোক বিচ্ছুরিত করিয়া কবি তাহাদিগকে উজ্জ্বলতায় ভরিয়া দিয়াছেন।

বর্ণনা ও চিত্র-সৌন্দর্য

নবীনচন্দ্রের রচনাবৈশিষ্ট্যের আলোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছিলেন,—'নবীনচন্দ্র বর্ণনায় একরূপ মন্ত্রসিদ্ধ।' উক্তিটি সর্বাংশে সার্থক। ১৮৭৬ সালে রেঃ লালবিহারী দে-ও বলিয়াছিলেন,—"The descriptions are always graphic and picturesque,......nor are the reflections with which the narrative is interspersed stale and jejune." নবীনচন্দ্রের কাব্যে বুদ্ধির চেয়ে হৃদয়ের আবেদনই বেশী, তাই তাঁহার কল্পনাবিলসিত বর্ণনা আমাদের হৃদয় আলোড়িত করে। মনে রাখিতে হইবে, এই গীতিধর্মী গাথা-কাব্যে নবীনচন্দ্রের মনোযোগ পরিবেশবর্ণনায় এবং চিত্ররচনায় যতটা নিয়োজিত ছিল—ঘটনা-বিশ্লেষণে ততটা নহে। প্রথম সর্গে কক্ষাবরকক্ষে গভীর ষড়যন্ত্রের ভয়াবহতা ও সুদূরপ্রসারী পরিণতির যে ইঙ্গিতপূর্ণ পরিবেশ বাহিরে প্রকৃতিবক্ষে কবি সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার যাথার্থ্য শুধু নয়, গুরুত্বও উপলব্ধি করিতে হইবে—

দ্বিতীয় প্রহর নিশি, নীরব অবনী;
নিবিড়-জলদাবৃত গগন-মণ্ডল;
বিদারী আকাশতল,—যেন দুষ্ট ফণী—
খেলিতেছে থেকে থেকে বিজলী চঞ্চল। (১ম সর্গ)

দুষ্ট ফণীর আকাশ-বিদারণ কি শুধুই প্রাকৃতিক ঘটনামাত্র,—না তাহা ষড়যন্ত্রকারীদের আঘাতে ভারতভাগ্য বিপর্যয়ের ইঙ্গিত? আবার 'ধরা যেন বোধ হয় প্রকাণ্ড শ্মশান',—এই চিত্রও কি দেশের ভাবী অবস্থার ইঙ্গিত বহন করিতেছে না? প্রথম সর্গের বিশ্লেষণকালে আমরা এই পরিবেশ-সৃষ্টির সার্থকতার বিষয় আলোচনা করিয়াছি।

শুধু অন্ধকার-চিত্র নয়, বর্ণনাস্রোতের মধ্য দিয়া যে সব প্রকৃতি-চিত্র ন

স্থানে খণ্ড খণ্ড ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহাও কম উপভোগ্য নহে। যেমন অপরাহ্ণের চিত্র—

দিবা অবসান প্রায় ; নিদাঘ-ভাস্কর
বরষি অনলরাশি, সহস্র কিরণ,
পাতিয়াছে বিশ্রামিতে ক্লান্ত কলেবর,
দূর তরুরাজিশিরে স্বর্ণ-সিংহাসন।
খচিত সুবর্ণমেঘে সুনীল গগন
হাসিছে উপরে ; নীচে নাচিছে রঙ্গিণী
চুম্বি মৃদু কলকলে মন্দ সমীরণ ;
তরল সুবর্ণময়ী গঙ্গা তরঙ্গিণী।
শোভিছে একটি রবি পশ্চিম গগনে,
ভাসিছে সহস্র রবি জাহ্নবী-জীবনে। (২য় সর্গ)

এখানে 'তরল সুবর্ণময়ী গঙ্গা' এবং শেষ চরণদ্বয়ে বর্ণিত চিত্রের প্রকাশরীতি নিপুণ শিল্পীর যোগ্য। আবার পর্বত ও সমুদ্র বর্ণনায়ও মনোহারিত্ব চোখে পড়ে, পর্বত-সমুদ্র-শোভিত দেশের কবির পক্ষে ইহা স্বাভাবিকও বটে।

অনন্ত তুষারাবৃত হিমাদ্রি উত্তরে
ওই দেখ ঊর্ধ্ব শিরে পরশে গগন,—
অদ্রির উপরে অদ্রি, অদ্রি তদুপরে ;
কটিতে জীমূতবৃন্দ করিছে ভ্রমণ।
দক্ষিণে অনন্ত নীল ফেনিল সাগর,
ঊর্মির উপরে ঊর্মি, ঊর্মি তদুপরে,—
হিমাদ্রির অভিমানে উন্মত্ত অন্তর
তুলিছে মস্তক দেখ ভেদি নীলাম্বরে।
অচল পর্বতশ্রেণী শোভিছে উত্তরে,
চঞ্চল অচলরাশি ভাসে সিন্ধুপরে। (২য় সর্গ)

এখানেও শেষ চরণদ্বয় সম্পর্কে পূর্বোক্ত মন্তব্যটুকু প্রযোজ্য।

নবীনচন্দ্রের আবহ রচনা-দক্ষতার পরিচয় আমরা ষড়যন্ত্র সভা, নবাব-শিবিরের উদ্দাম উল্লাস, যুদ্ধ, যুদ্ধ-পরবর্তী মুর্শিদাবাদ প্রভৃতির বর্ণনায় পাইয়াছি, এবং প্রতি সর্গের আলোচনা-প্রসঙ্গে তাহা যথাসম্ভব উল্লেখ করিয়াছি। গীতি-সৌন্দর্যময় বর্ণনাংশও নবীনচন্দ্রে দুর্লভ নহে। যেমন, ইংলণ্ডেশ্বরীর বর্ণনায়—

শোভে বিমণ্ডিত যেন বালার্ক-কিরণে
কনক অলকাবলী—বিমুক্ত কুঞ্চিত,
অপূর্ব খচিত চারু কুসুম রতনে,—
চির-বিকসিত পুষ্প, চির-সুবাসিত। (২য় সর্গ)

অথবা, বিরহিণীর মূর্তি-চিত্রণে—

অশ্রুসিক্ত প্রণয়িনী-বদনচন্দ্রমা,
বিকচ গোলাপ যথা শিশিরের জলে ;—
নেত্রনীলোৎপল হ'তে প্রেমে উচ্ছ্বসিয়া
ঝরেছিল যেইরূপে অশ্রুমুক্তাবলী,
প্রফুল্ল পঙ্কজ যথা প্রভাতে ফুটিয়া
বরষে শিশিরবিন্দু সমীরণে টলি। (২য় সর্গ)

'অবকাশরঞ্জিনী'র প্রেমব্যাকুল গীতিকবি যেন এখানে বর্ণনা-ঐশ্বর্যে আরও সমৃদ্ধতর।

ভাষা ও ছন্দ

মধুসূদনের মত ক্লাসিক-কাব্য গঠনের উপযোগী শব্দ-সম্পদ নবীনচন্দ্রের না থাকিলেও রোমান্টিক কাব্যোপযোগী আবেগপ্রবণ ভাষা তিনি আয়ত্ত করিয়াছিলেন। 'পলাশির যুদ্ধের' ন্যায় বর্ণনাত্মক কাব্যে নবীনচন্দ্র হয়ত আগাগোড়া সর্বত্র ভাষার সমান সৌন্দর্য এবং সমুন্নতি রক্ষা করিতে পারেন নাই, কোথাও কোথাও হয়ত বা তাহা গদ্যলক্ষণাক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে, তবু সমগ্রভাবে কাব্যটির ভাষা পরিচ্ছন্ন, উন্মাদনা ও আবেগ ভারবহনে সক্ষম। মধুসূদনের অনুরূপ পদবন্ধ নবীনচন্দ্রও কখনো কখনো প্রয়োগ করিয়াছেন দেখা যায়।

যেমন,—পরাক্রমে পরন্তপ, সুগোলমৃণালভুজ, দ্রুত ইরম্মদ বেগে, প্রভঞ্জন সহ সিন্ধু দুর্নিবার গতি, নশ্বর সমরে, পরিস্কারি নেত্রদ্বয়, অশিবব্যঞ্জক-অভ্র-আবৃত বদন, নক্ষত্রবেষ্টিত চন্দ্র গেলা অস্তাচল, ইত্যাদি। আবার মধুসূদনের মত Allusion বা পৌরাণিকপ্রসঙ্গ উল্লেখের নিদর্শনও নবীনচন্দ্রের মধ্যে দেখিতে পাই। যেমন :—

(১) ভাবিছে. জানকী যেন অশোক-কাননে
আপন উদ্ধার-চিন্তা, বিষাদিত মন।—১ম সর্গ

(২) সৈরিন্ধ্রীস্বরূপা বঙ্গে, পাপ-কামনায়
করেছে কি অপমান কীচক যবন? —ঐ

(৩) যেমতি পড়িল ক্রৌঞ্চমিথুনদুর্বল
ব্যাধকবি বাল্মীকির ব্যাধ-বিদ্ধবাণে? —ঐ

(৪) এ শর-শয্যায়
কেমনে থাকিব বল? ঐ

(৫) অগিতে নির্ভয় কভু সম্ভবে কি তার,
জতুগৃহে জ্ঞাতসারে বসতি যাহার? —ঐ

(৬) অথবা গোগৃহক্ষেত্রে যেমতি কৌরব,
সম্মোহন-অস্ত্রে যবে মোহিল পাণ্ডব।—৩য় সর্গ

(৭) নির্জন কাননে বসি জনকনন্দিনী,
—নিদ্রিত রাঘবশ্রেষ্ঠ ঊরু-উপাধানে—
ফেলেছিল যেই অশ্রু সীতা অভাগিনী,
চাহি পথশ্রান্ত পতি নরপতি পানে;
অথবা বিজন বনে, তমসা নিশীথে,
মৃতপতি লয়ে কোলে সাবিত্রী দুঃখিনী,
বর্ষেছিল যেই অশ্রু; —৩য় সর্গ

নানা অলংকার প্রয়োগেও নবীনচন্দ্রের নৈপুণ্য লক্ষণীয়। আমরা তাহার

কিছু কিছু নিদর্শন নিয়ে দিলাম। কৌতূহলী পাঠকের চোখে এইরূপ আরও নিদর্শন ধরা পড়িবে, ভরসা করি।

অনুপ্রাস :—(১) নীরদ-নির্ম্মিত নীল চন্দ্রাতপতলে। —১ম সর্গ

(২) কামিনী-কোমল-কোল রত্নসিংহাসন।—ঐ

(৩) অথবা অঙ্গনা-অঙ্গ-স্নিগ্ধ-পরশনে। —৩য় সর্গ

(৪) বাণী-বীণা-বিনিন্দিত স্বর মধুময়।—ঐ

উপমা :— (১) কেশরাশি কণ্টকিত হয় শিরোপর,
শঙ্কিত শজারুপৃষ্ঠে কণ্টক যেমন! —১ম সর্গ

(২) বীরত্ব দেখিয়া ভয়ে দুর্গবাসিগণ
পলাইল বিনাযুদ্ধে ;—কুরঙ্গ যেমতি
যূথমধ্যে ক্রুদ্ধ সিংহ করি দরশন ; —২য় সর্গ

(৩) কেমনে বলনা হায়!
কাষ্ঠের পুতুল প্রায়,
সসজ্জিত দাঁড়াইয়া আছ এক ধারে ?— ৪র্থ সর্গ

(৪) ওই রুদ্ধ কপাট-অর্গল
খুলিবে পরশে মম, যেমতি বিমানে
খোলে পরশনে ঊষা-কর সুকোমল,
ধীরে পূর্ব্বাশার দ্বার নীরবে প্রভাতে।—৫ম সর্গ

(৫) 'তুচ্ছ ওই ক্ষুদ্র দ্বার'—বলি উন্মাদিনী
টানিতে লাগিল দ্বার করে সুকুমার,
যেমতি পিঞ্জরবদ্ধ বনবিহঙ্গিনী
চঞ্চুতে কাটিতে চাহে পিঞ্জর লোহার।—৫ম সর্গ

উৎপ্রেক্ষা :— (১) সশস্ত্র বৃটিশ সৈন্য তরী আরোহিয়া
হইতেছে গঙ্গাপার,—অস্ত্র ঝলঝলে ;
দূর হতে বোধ হয়, যাইছে ভাসিয়া
জবা-কুসুমের মালা জাহ্নবীর জলে।—২য় সর্গ

(২) তালে তালে দাঁড়ী দাঁড়ে পাড়িতে লাগিল ;
আঘাতে আঘাতে গঙ্গা উঠিল কাঁপিয়া,
সুনীল আরশি খানি ভাঙ্গিল পড়িল ।—২য় সর্গ

(৩) ইংরাজ সঙ্গিন করে,
ইন্দ্র যেন বজ্র ধরে,
ছুটিল পশ্চাতে, যেন কৃতান্ত শমন ।—৪র্থ সর্গ

প্রতিবস্তূপমা :—(১) নতুবা ক্লাইভ কোন্ সাহসের ভরে,—
ওই ক্ষুদ্র সৈন্য লয়ে,—নাহি মনে ভয়—
এ বিপুল সেনা মম সম্মুখে সমরে ?
সরসীনিঃসৃত স্রোতে কোন্ মূঢ় জন
সাহসে সিন্ধুর স্রোতে চাহে ফিরাইতে ?
কিংবা কোন্ মূর্খ বল ভীম প্রভঞ্জন
পাখার বাতাস বলে চাহে বিমুখিতে ?—৩য় সর্গ

(২) ফিরে যাই কাজ নাই বিষম সাহসে,
স্ব ইচ্ছায় কে কোথায় ব্যাঘ্র-মুখে পশে ? —ঐ

সমাসোক্তি :—(১) নাচে অত্যাচার, করে উলঙ্গ কৃপাণ । —১ম সর্গ

(২) জগত-ঈশ্বরী নিদ্রা, শান্তির আধার,
সিংহাসন চ্যুত আজি পলাশি-প্রাঙ্গণে
মানব-নয়ন রাজ্যে নাহি অধিকার,
বিষাদে ভ্রমিছে আজি এই রণাঙ্গনে ;—৩য় সর্গ

(৩) মুর্শিদাবাদে আজি আমোদমোহিনী,
নাচিয়া বেড়ায় সুখে প্রতি ঘরে ঘরে ।—৫ম সর্গ

নবীনচন্দ্রের মধ্যে ভাষাপ্রয়োগে ত্রুটি ও অসাবধানতা কিছু কিছু যে পরিলক্ষিত হয় না, এমন নয় ; তবে তাহা উপেক্ষণীয় । যেমন—'অবিবাদে অন্ধকার বিরাজে

কেবল', 'পাড়াপ্রতিবাসীত্রাস', বিরাজে বদনে গম্ভীরতা প্রতিমূর্তি, একই তমসা মিরজাফর যবন, শুনিয়া হৃদয় যার হবে না দ্রবিত ;—ইত্যাদি।

এবার নবীনচন্দ্রের ছন্দপ্রয়োগ-সম্পর্কে কিছু বলা যাক। নবীনচন্দ্র কোন নূতন ছন্দ সৃষ্টি করেন নাই, বরং চিরাচরিত পয়ার-ত্রিপদীর বাঁধাপথে পাদচারণাতেই তিনি অধিক স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করিয়াছিলেন। তথাপি একথা স্বীকার করিতে হইবে যে, মধুসূদনের অমিত্র-ছন্দের রসবৈভব এবং ধ্বনিমাধুর্য অনুকারকদের মধ্যে একমাত্র নবীনচন্দ্রই তবু কিছুটা রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন ; কিন্তু তাহা 'পলাশির যুদ্ধে' নহে, পরবর্তী কাব্যসমূহে। 'অবকাশরঞ্জিনী'র একটিমাত্র কবিতা ('অশোকবনে সীতা') ব্যতীত নবীনচন্দ্র তখনও মধু-প্রবর্তিত অমিত্র-ছন্দের অনুসরণে তৎপর হইয়া উঠেন নাই. তখনও গীতিলক্ষণাক্রান্ত সমিল পয়ার-ছন্দ তাঁহাকে আবিষ্ট করিয়া রাখিয়াছে। 'পলাশির যুদ্ধে' সেই পয়ারের ছন্দাবেশই নবতর স্তবকবন্ধে (stanza) বিচিত্র হইয়া উঠিয়াছে। অনেকে ইহাকে স্পেন্সেরীয় স্তবকের অনুকরণ মনে করেন। উহা সত্য হইলে বলিতে হয়, সেই অনুকরণ সার্থক হয় নাই। বায়রণের Childe Harold স্পেন্সেরীয় ছন্দে রচিত। নবীনচন্দ্রের 'পলাশির যুদ্ধ' Childe Harold-এর ভাবরসে পুষ্ট বলিয়া এবং উহাতে স্তবক গঠনে ও অন্ত্যমিলে কিছুটা বৈচিত্র্য থাকাতে সম্ভবত পূর্বোক্ত অনুমান করা হইয়া থাকে। স্পেন্সেরীয় স্তবকের প্রধান লক্ষণ হইল—"The stanza used by Spenser in the Faerie Queene, consisting of eight 5-stress lines followed by one 6-stress line, with the rhyme scheme, a b a b b c b c c." স্পেন্সেরিয়ান স্তবকে আটটি Iambic Pentameter-চরণের গাম্ভীর্যপূর্ণ ধ্বনি নবম দীর্ঘ Alexandrine-চরণটিতে প্রবলভাবে আন্দোলিত হইয়া এক সুন্দর বৈচিত্র্যের স্বাদ আনিয়া দেয়। নবীনচন্দ্রে সেই লক্ষণ নাই। নয় চরণের উক্ত স্তবকের শেষ চরণটি স্বভাবতঃই দীর্ঘ; নবীনচন্দ্র তাহাকে বাঙ্গালা পয়ারের অন্ত্যমিলের স্বভাবধর্ম অনুযায়ী আরো দীর্ঘ করিয়া দুইটি সমিল চরণে সম্পূর্ণ করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার স্তবক দশ চরণে গঠিত। উহার অন্ত্যমিল রীতি

হইল—ক খ ক খ গ ঘ গ ঘ ঙ ঙ। নবীনচন্দ্রের স্তবকগঠন-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সমালোচক মোহিতলালের একটি মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য,—

"ইহাকে প্রায় বৃহত্তম পদবন্ধ বলা যাইতে পারে—এগুলি দশ পংক্তির এক একটি দশক, অতএব ইহাতে পদবন্ধের সর্ববিধ কারিগরির অবকাশ আছে। কিন্তু কবি সেদিকে দৃষ্টি দেন নাই।…অতএব আকারে যেমন হোক গঠনে এই পদবন্ধ অতিশয় শিথিল, এবং ইহার স্রোতও প্রায় একটানা। তথাপি অনেক স্থলে মিলের সতর্কতায় এবং ভাবের সম্পূর্ণতায়, 'পলাশির যুদ্ধ' পদবন্ধের মর্যাদা রক্ষা করিয়াছে, এবং কাব্যবিশেষের পক্ষে বাংলা পদবন্ধও যে কিরূপ উপযোগী হইতে পারে তাহার সাক্ষ্য দিতেছে।"

নবীনচন্দ্রের অনবধানতা-ঘটিত অন্ত্যমিলের কিছু কিছু ত্রুটি সতর্ক পাঠকের দৃষ্টি এড়াইবে না। যেমন :—অবনী ও যামিনী, নীরবে ও পটে, অভিপ্রায় ও পায়ে, সংগ্রামে ও ব্যাধ বিদ্ধবাণে, দেখ মনে ও পরাক্রমে, ঝর ঝর ও ঝনন ঝনন, বেদনা ও চন্দ্রমা, পশ্চিমে ও কতদিনে, রাজপথ ধারে ও দুর্গন্ধ আঁধার ;—ইত্যাদি।

পাশ্চাত্ত্য প্রভাব

ঊনবিংশ শতাব্দীর নবভাবোদ্দীপ্ত কাব্যসমূহে পাশ্চাত্ত্য কাব্যের প্রভাব ছিল অবশ্যম্ভাবী। কবিরাও ছিলেন প্রায় সকলেই ইংরেজী-প্রভাবিত বিদ্যায় শিক্ষিত, সুতরাং সেই প্রভাবের ফলও হইয়াছে সুদূরপ্রসারী। নবীনচন্দ্রও উচ্চশিক্ষিত ছিলেন বলিয়া তাঁহার কাব্যে পাশ্চাত্ত্য কবিদের কিছু কিছু প্রভাব পড়িয়াছে। তন্মধ্যে আবেগোচ্ছল উদ্দাম কবি-প্রকৃতির সাদৃশ্যবশতঃ ইংরেজ কবি বায়রণের প্রভাবই তাঁহার উপর অধিক। বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম 'পলাশির যুদ্ধের' আলোচনা প্রসঙ্গে নবীনচন্দ্রকে বায়রণের সঙ্গে তুলনা করিয়া বলিয়াছিলেন—"কবিদিগের মধ্যে নবীনবাবুকে আমরা বাংলার বায়রণ বলিয়া অভিহিত করিতে পারি।" ইহা সত্য যে, প্রথমকাব্য 'অবকাশরঞ্জিনী' এবং দ্বিতীয় কাব্য 'পলাশির যুদ্ধে'র

পরে নবীনচন্দ্রের উপর বায়রণের প্রভাবও আর তেমন খুঁজিয়া পাওয়া যায় না ; তখন তিনি দেশীয় ঐতিহ্যের দিকে মুখ ফিরাইয়াছেন।

বায়রণের Childe Harold's Pilgrimage-এর অনির্বাণ অগ্নিজ্বালা নবীনচন্দ্রের 'পলাশির যুদ্ধে' কতকটা সঞ্চারিত হইয়াছে সন্দেহ নাই। উহার দুই-এক স্থলে বায়রণের ভাব ও ভাষার অনুকৃতিও পরিলক্ষিত হয়, তথাপি উহাকে Childe Harold-এর প্রায় অনুবাদ মনে করিবার হেতু নাই। কেনন, উভয় কাব্যের বিষয়বস্তু এবং উপস্থাপনা-ভঙ্গীই ভিন্ন। 'Childe Harold' অনেক আবেগপ্রবণ মুক্তচিত্ত উদ্দাম পুরুষের ইউরোপের ঐতিহ্যমণ্ডিত স্থানসমূহে ভ্রমণ-ব্যপদেশে বিচিত্র চিন্তাসঞ্জাত ভাব-ব্যাকুলতার উচ্ছ্বসিত কাব্যরূপ, উহা কোন কাহিনী নহে। অপরপক্ষে, যত সীমাবদ্ধই হোক না কেন, 'পলাশি যুদ্ধের' একটা কাহিনী আছে, কিছুটা ঘটনা-সংকুলতা আছে, সুস্পষ্ট পরিণতি আছে। বায়রণের যে উজ্জ্বল অনুকৃতিমাত্র নয়, প্রায় অনুবাদটুকু 'পলাশির যুদ্ধ' কাব্যের যুদ্ধ-বর্ণনা সর্গে সকলের দৃষ্টিগোচর হইয়াছে, তাহা Childe Harold-এ ওয়াটারলু যুদ্ধের পূর্বরাত্রির বর্ণনাত্মক নিম্নোদ্ধৃত স্তবকটি মাত্র।

Last noon beheld them full of lusty life.
Last eve in Beauty's circle proudly gay.
The midnight brought the signal-sound of strife,
The morn the marshalling in arms,—the day
Battle's magnificently-stern array!
The thunder-clouds close o'er it, which rent
The earth is cover'd thick with other clay,
Which her own clay shall cover, heap'd and pent,
Rider and horse,—friend, foe—in one red burial blent!

(Canto III, Stanza 28)

কালি সন্ধ্যাকালে এই হতভাগাগণ ;
অহঙ্কারে স্ফীত বুক রমণীমণ্ডলে ;

কালি নিশিযোগে লয়ে রমণীরতন
আমোদে ভাসিতেছিল মন-কুতূহলে।
প্রভাতে সমরসাজে সাজিল সকল,
মধ্যাহ্নে মাতিল দর্পে কালান্তক রণে ;
না ছুঁইতে প্রভাকর ভূধর-কুন্তল,
সায়াহ্নে শায়িত হল অনন্ত শয়নে।
বিপক্ষ, বান্ধব, অশ্ব, অশ্বারোহিগণ,
একই শয্যায় শুয়ে ক্ষত্রিয় যবন। (চতুর্থ সর্গ, ১২ শ্লোক)

তবে 'পলাশির যুদ্ধের' তৃতীয় ও চতুর্থ সর্গে যুদ্ধের পশ্চাৎপট-রচনায় নবীনচন্দ্র Childe Harold-এর তৃতীয় সর্গের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত ভাবরশুলটুকু দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়, এবং এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে বায়রণের কাব্যের তৃতীয় সর্গের ১৭, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ৩৫ সংখ্যক শ্লোকগুলির কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। তেমনি প্রথম সর্গে বাঙ্গালীর দুর্বলতার জন্য তিরস্কারে এবং চতুর্থ সর্গে পরাধীনতার জ্বালা প্রকাশে যেন বায়রণের Don Juan-এর তৃতীয় সর্গের অন্তর্গত The Isles of Greece-এর স্পর্শ লাগিয়াছে। তবু কোথাও বায়রণের কাব্যের ছায়ায় নবীনচন্দ্রের কাব্যের কায়া আচ্ছন্ন হয় নাই ; কেননা, নবীনচন্দ্র তাঁহার কাব্যভূমির সর্বত্রই একটা সুন্দর স্থানিক পরিবেশ রচনা করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করিতে হয় যে, অন্যান্য পাশ্চাত্য কবিদেরও কিছু কিছু ছায়া 'পলাশির যুদ্ধের' এখানে সেখানে যে পড়ে নাই, তাহা নহে। প্রথম সর্গের ষড়যন্ত্র-মন্ত্রণার সহিত মিল্টনের Paradise Lost-এর দ্বিতীয় সর্গের Pandemonium-এর পরিকল্পনা-সাদৃশ্য লক্ষণীয়। তৃতীয় সর্গে সিরাজের অপকীর্তিজনিত বিভীষিকাপূর্ণ স্বপ্নদর্শনের সমগ্র ধারণা এবং উপস্থাপনার আদর্শটুকু নবীনচন্দ্র সেক্সপীয়রের Richard the Third নাটকের পঞ্চম অঙ্ক তৃতীয় দৃশ্যে Richard-এর স্বপ্নদর্শন হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়, কেননা উভয়ের সাদৃশ্য অত্যন্ত স্পষ্ট। তেমনি দ্বিতীয় সর্গে বর্ণিত 'আশা'-

বন্দনার সহিত কবি ক্যাম্বলের Pleasure of Hope কবিতার কিছুটা সাদৃশ্য চোখে পড়ে। কেহ কেহ মনে করেন—কাব্যের গীত কয়টি স্কটের আদর্শে রচিত।

এই সব প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব ও অনুকৃতির কথা তথ্য হিসাবে অবশ্যই জ্ঞাতব্য, তবে তাহার জন্য কবির মৌলিকতায় আস্থাহীন হওয়া নিরর্থক। নবীনচন্দ্রের আবেগপ্রবণ চিত্ত এইরূপ কিছু কিছু বহিঃপ্রভাব কুক্ষিগত করিয়া আপনাকে প্রকাশ করিয়া চলিয়াছিল। সে প্রভাব হয়ত বা ত্রুটিপূর্ণ, কিন্তু বিশেষত্বহীন নহে।

পলাশির যুদ্ধ

প্রথম সর্গ

মুরশিদাবাদ—জগৎশেঠের মন্ত্রভবন।

১

দ্বিতীয়-প্রহর নিশি, নীরব অবনী ;
নিবিড়-জলদাবৃত গগন-মণ্ডল ;
বিদারি আকাশতল,— যেন দুষ্ট ফণী—
খেলিতেছে থেকে থেকে বিজলী চঞ্চল।
দেখিতে বঙ্গের দশা সুর-বালাগণ,
গগন-গবাক্ষ যেন চকিতে খুলিয়া,
অমনি সিরাজ-ভয়ে করিতে বন্ধন
চমকিছে রূপজ্যোতিঃ নয়ন ধাঁধিয়া।
মুহূর্ত্তেক হাসাইয়া গগন-প্রাঙ্গণ,
সভয়ে চপলা মেঘে পশিছে তখন।

২

যবনের অত্যাচার করি দরশন,
বিমল হৃদয় পাছে হয় কলুষিত,
ভয়েতে নক্ষত্র-বালা লুকায়ে বদন,
নীরবে ভাবিছে মেঘে হয়ে আচ্ছাদিত।

প্রজার রোদন, রাজ-আমোদের ধ্বনি
করিয়াছে যামিনীর বধির শ্রবণ ;
গগন পরশে পাছে ভাসায়ে ধরণী,
এই ভয়ে ঘনঘটা গর্জ্জে ঘন ঘন।
গম্ভীর ঘর্ঘর শব্দে কাঁপিছে অবনী,
দ্বিগুণ ভীষণতরা হতেছে যামিনী।

৩

নীরদ-নির্ম্মিত নীল চন্দ্রাতপতলে
দাঁড়াইয়া তরুরাজি, স্থির, অবিচল,—
প্রস্তরে নির্ম্মিত যেন ! জাহ্নবীর জলে
একটী হিল্লোল নাহি করে টলমল।
না বহে সময়-স্রোত ; জাহ্নবীর জল ;
প্রকৃতি অচলভাবে আছে দাঁড়াইয়া ;
অস্পন্দ অন্তরে যেন স্তব্ধ ধরাতল
শুনিছে, কি মেঘমন্দ্র ঘন গরজিয়া
বিজ্ঞাপিছে বিধাতার ক্রোধ ভয়ঙ্কর,
কাঁপাইয়া অত্যাচারী পাপীর অন্তর।

৪

ভয়ানক অন্ধকারে ব্যাপ্ত দিগন্তর,
তিমিরে অনন্তকায় শূন্য ধরাতল।
বিনাশিয়া যেন এই বিশ্বচরাচর,
অবিবাদে অন্ধকার বিরাজে কেবল।
কত বিভীষিকা মূর্ত্তি হয় দরশন ;—
সমাধি করিয়া যেন বদন-ব্যাদান,
নির্গত করেছে শব বিকট-দশন,
বারেক খুলিলে নেত্র ভয়ে কাঁপে প্রাণ !

ধরা যেন বোধ হয় প্রকাণ্ড শ্মশান,
নাচিছে ডাকিনী করে উলঙ্গ কৃপাণ।

৫

ধরিয়া বঙ্গের গলা কাল-নিশীথিনী
নীরবে নবাব-ভয়ে করিছে রোদন ;
নীরবে কাঁদিছে আহা! বঙ্গবিষাদিনী,
নীহার-নয়নজলে ভিজিছে বসন।
নীরব ঝিল্লীর রব ; স্তব্ধ সমীরণ ;
মাতৃবুকে শিশুগণ, দম্পতি শয্যায়,
পতি প্রাণভয়ে, সতী সতীত্বকারণ,
ভাবিছে অনন্যমনে কি হবে উপায়।
বিরামদায়িনী নিদ্রা ছাড়ি বঙ্গালয়
কোথায় গিয়াছে, ডরি নবাব নিদয়।

৬

যেই মুরসিদাবাদ সমস্ত শর্ব্বরী
শোভিত আলোকে, যথা শারদ গগন
খচিত নক্ষত্র-হারে ; রজনী সুন্দরী
হাসিত কুসুমদামে রঞ্জিয়া নয়ন ;
উথলিত অনিবার আমোদ-লহরী ;
ভাসিত নগরবাসী, অমর-সমান,
শান্তির সাগরে সুখে ; সে মহানগরী
ভাবনা-সাগরে কেন আজি ভাসমান ?
যাহার সঙ্গীত-স্বরে জাহ্নবী-জীবন
নাচিত উল্লাসে, আজি সে কেন এমন ?

৭

কল্পনে !
চঞ্চল চপলালোকে চল একবার,
যাই সুরপুরী-সম শেঠের ভবনে,
ভারতে বিখ্যাত যেন কুবের-ভাণ্ডার ;
অচলা কমলা যথা হীরক-আসনে।
যথায় সঙ্গীত-স্রোত বহে অনিবার
কামিনী-কোমলকণ্ঠে, ভিনিয়া সুস্বরে
কোকিল-কাকলি, কিংবা সুতার সেতার,
বরষি অমৃতধারা শ্রবণ-বিবরে।
অন্ধকারে সাবধানে শঙ্কিত অন্তরে,
চল যাই কি আমোদ দেখি সেই ঘরে।

৮

একি !!
নীরব সেতার, বীণা মধুর, বাঁশরী !
পাখোয়াজ, মেঘনাদে গর্জ্জে না গম্ভীর !
নৈশ-নীরদের মালা আবাহন করি,
কেহ নাহি গায় মেঘমল্লার গম্ভীর !
নিষ্কোষিত-অসি করে দৌবারিকদল
অন্ধকারে দ্বারে দ্বারে করিছে ভ্রমণ ;
একটী কপাট কোথা নাহি অনর্গল,
একটী প্রদীপ কোথা জ্বলে না এখন।
তিমিরে অদৃশ্য গৃহ, প্রাচীর, প্রাঙ্গণ ;
বোধ হয় ঠিক যেন বিরল বিজন।

৯

কেবল কতটী রশ্মি গবাক্ষ বিদারি,
একটী মন্দির হ'তে হইয়া নির্গত,

তমোরাশি মাঝে ক্ষীণ আলোক বিস্তারি
শোভিছে, আকাশ-চ্যুত নক্ষত্রের মত !
যেই ক্ষুদ্র পথে রশ্মি হয়েছে নিঃসৃত,
কল্পনে ! সে পথে পশি নিভৃত আলয়ে,
কহ, সর্ব্বপুরী যবে তিমিরে আবৃত,
এই কক্ষে আলো কেন জ্বলে এ সময়ে ?
গভীর নিশীথে কি গো বসি কোন জন,
অভীপ্সিত মহামন্ত্র করিছে সাধন ?

১০

কি আশ্চর্য্য !
বঙ্গের অদৃষ্ট ন্যস্ত যাঁহাদের করে,
উজ্জ্বল বঙ্গের মুখ যাঁদের গৌরবে
তাঁরা কেন আজি এত বিষণ্ণ অন্তরে,
নিশীথে নিভৃত স্থানে বসিয়া নীরবে ?
সহস্রে বেষ্টিত হয়ে স্বর্ণ-সিংহাসনে
বসেন সতত যাঁরা, তাঁরা কেন, হায় !
নির্জ্জনে, মলিন মুখে, বিষাদিত মনে,
বসিয়া গম্ভীর ভাবে মজিয়া চিন্তায় ?
প্রাচীরে চিত্রিত পটে নৃমুণ্ডমালিনী,
লোল-জিহ্বা অট্টহাসি ভৈরব-ভামিনী ।

১১

রাখিয়া দক্ষিণ করে দক্ষিণ কপোল,
বসি অবনত মুখে বীর পঞ্চ জন ;
বহে কি না বহে শ্বাস, চিন্তায় বিহ্বল,
কুটিল ভাবনাবেশে কুঞ্চিত নয়ন ।

অনিমেষ নেত্রে, কষ্টে, যেন একমনে
পড়িছে বঙ্গের ভাগ্য অঙ্কিত পাষাণে
বিধির অস্পষ্টাক্ষরে ; কিংবা চিত মনে
প্রাণ যেন আরোহিয়া কল্পনা-বিমানে,
সময়ের যবনিকা করি উদঘাটন
বঙ্গ ভবিষ্যৎ-সিন্ধু করে সন্তরণ।

১২

একটি রমণীমূর্ত্তি বসিয়া নীরবে,
গৌরাঙ্গিনী, দীর্ঘ গ্রীবা, আকর্ণ-নয়ন,—
শুকতারা শোভে যেন আকাশের পটে,
শোভিছে উজলি জ্ঞান-গর্ব্বিত বদন।
আবার পলকে সেই নয়ন যুগল,
স্নেহের সলিলে হয় কোমলতাময় ;
এই বর্ষিতেছে ক্রোধ-গরিমা-গরল,
অমনি দয়াতে পুনঃ দ্রবীভূত হয় !
বিশ্বব্যাপী সেই দয়া, জাহ্নবী যেমন,
সমস্ত বঙ্গেতে করে সুধা বরিষণ।

১৩

সুস্নিগ্ধ নয়নে, ওই গম্ভীর বদনে,
করতলে বাম গণ্ড করিয়া স্থাপন,
ভাবিছে, জানকী যেন অশোক-কাননে
আপন উদ্ধার-চিন্তা, বিষাদিত মন।
আবার এ দিকে দেখ, স্বতন্ত্র আসনে
নীরবে বসিয়া এক তেজস্বী যবন,
দুরূহ ভাবনা যেন ভাবিতেছে মনে,
শ্বেত শ্মশ্রুরাশি দীর্ঘ চুম্বিছে চরণ।

ক্ষণে চাহে শূন্য পানে, ক্ষণে ধরাতলে,
সুদীর্ঘ নিশ্বাসে শ্মশ্রু করে দলমল ॥

১৪

দেশদেশান্তর হ'তে ইঁহারা সকল,
সমবেত কেন এই নিভৃত মন্দিরে ?
বঙ্গের যে ক'টি তারা নির্ম্মল, উজ্জ্বল,
কি ভাবনা-মেঘে সব ঢেকেছে অচিরে ?
সৈরিন্ধ্রীস্বরূপা বঙ্গে, পাপ-কামনায়
করেছে কি অপমান কীচক-যবন ।
কেমনে উচিত দণ্ড দিবেন তাহায়,
তাই কি মন্ত্রণা করে ভ্রাতা পঞ্চ জন ?
অথবা রাজ্যের তরে বিষাদিত মনে,
ভাবিছে কি কৃষ্ণা সহ বসি তপোবনে ?

১৫

কোন্ ব্রতে ব্রতী আজি কে বলিবে হায় ?
কি বর মাগিছে সবে শ্যামার চরণে,
সামান্য লোকের মন কহা নাহি যায়,
রাজাদের কি কামনা বলিব কেমনে ?
ওই দেখ—
সুদীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ি তুলিয়া বদন,
কষ্টের স্বপন যেন, হলো অপসৃত,
সঙ্গীদের মুখপানে করি নিরীক্ষণ,
কহিতে লাগিলা মন্ত্রী নিজ মনোনীত ।
পর্ব্বতনির্ঝর হতে অবরুদ্ধ নীর,
বহিতে লাগিল যেন, গরজি গম্ভীর ।

১৬

"মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র !
অনেক চিন্তার পর করিলাম স্থির,
আমা হ'তে এই কর্ম্ম হবে না সাধন ।
আজন্ম যাহার অন্নে বর্দ্ধিত শরীর,
কৃতঘ্নতা-অসি—ধর্ম্মে দিয়া বিসর্জ্জন—
কেমনে ধরিব আহা ! বিপক্ষে তাহার ?
যেই তরুছায়াতলে জুড়াই জীবন,
কেমনে সে তরুমূল কাটিব আবার ?
অথবা নিষ্ঠুর মনে, ভুজঙ্গ যেমন,
কোন্ প্রাণে, যে গাভীর করি স্তনপান,
দুগ্ধ বিনিময়ে তারে করি বিষ দান ?

১৭

"কৃতঘ্নতা মহাপাপ ! বল না আমায়
যেই করে করে মুখে আহার প্রদান,
কোন্ মূর্খ সেই কর কাটিবারে চায় ?
কৃতঘ্নহৃদয় আহা ! নরক সমান !
সামান্য যে উপকারী, তার অপকার
করিলে, পাপেতে আত্মা হয় কলুষিত ;
একে রাজদ্রোহী, তাহে মন্ত্রী হয়ে তার,
কেমনে কুমন্ত্রে তার করিব অহিত ?
একে রাজ-বিদ্রোহিতা ! তাহে অনিশ্চিত
এই পাপ পরিণাম—হিত, বিপরীত !

১৮

"সিংহাসন-চ্যুত করি অভাগা নবাবে,
কোন্ অভিসন্ধি বল হইবে সাধন ?

লইবে যে রাজদণ্ড আপন প্রভাবে,
যমদণ্ড করিলে কে করিবে বারণ ?
নাদেরসাহার মত যদি কোন জন,
দিল্লী বিনাশিয়া আসে বঙ্গ বীরভরে,
কেমনে রাখিবে ধন, বাঁচাবে জীবন,
কে বল বাঁধিয়া বুক দাঁড়াবে সমরে,
হরিয়া সর্ব্বস্ব যদি প্রদানে কেবল
বিনিময়ে ভিক্ষাপাত্র, দাসত্ব-শৃঙ্খল ?

৯

"সহজে দুর্ব্বল মোরা চির-পরাধীন ।
পঞ্চ শত বৎসরের দাসত্ব-জীবন
করিয়াছে বঙ্গদেশ শৌর্য্য-বীর্য্য-হীন,
রক্ষিতে আপন দেশ অশক্ত এখন ।
শাসিতে বাঙ্গালা-রাজ্য আপনার বলে
পার যদি, নবাবেরে করিতে দমন,
সাজ তবে রণসাজে ;—কি কাজ কৌশলে ?
নতুবা অধীন থাক এখন যেমন ।
রাজপদে,মন্ত্রিপদে, আছি বিরাজিত,
অদৃষ্টকে ধন্যবাদ দাও সমুচিত ।

১০

"সিরাজ দুর্দ্দান্ত অতি, নিষ্ঠুর পামর,
মানি আমি । কিন্তু লোকে বনের শার্দ্দূল
পোষে না কি, পোষে না কি কালবিষধর,
বুদ্ধির কৌশলে ?—তবে কেন হেন ভুল ?
ধর্ম্মনীতি, রাজনীতি, পুণ্য-পাপ-ভয়
সবে মিলি কর যদি হৃদয়ে সঞ্চার,

এই যে দুর্দ্দমনীয় দুষ্প্রবৃত্তিচয়,
হইবে কোমল যেন কুসুমের হার।
শীতল সৌরভরূপে শান্তির বিধান
হইবে সমস্ত বঙ্গে, স্বর্গের সমান।

২১

"নাহি কাজ অতএব পাপ-মন্ত্রণায় ;
কি কাজ পাপেতে আত্মা করি কলুষিত !
মজিয়া মোহের ছলে, মাতি দুরাশায়,
কি জানি ঘটাব পাছে হিতে বিপরীত।"
এইরূপে ভবিষ্যৎ কহি মন্ত্রিবর
নীরবিলা। মুহূর্ত্তেক নীরব সকল।
নিরাশ ভাবিয়া মনে যবন পামর,
প্রত্যেকের মুখপানে দেখিছে কেবল।
অমনি জগৎশেঠ তুলিয়া বদন,
বলিতে লাগিলা দর্পে সজীব বচন।

২২

"মন্ত্রিবর !
সাধে কি বাঙ্গালী মোরা চির-পরাধীন ?
সাধে কি বিদেশী আসি দলি পদভরে
কেড়ে লয় সিংহাসন ? করে প্রতিদিন
অপমান শত শত চক্ষের উপরে ?
স্বর্গ মর্ত্ত্য করে যদি স্থান-বিনিময়,
তথাপি বাঙ্গালী নাহি হবে এক মত ;
প্রতিজ্ঞায় কল্পতরু, সাহস দুর্জ্জয় !
কার্য্যকালে খোঁজে সবে নিজ নিজ পথ।
যে দিন মামুদ ঘোরি আসে সিন্ধুপার,
সেই দিন হ'তে দেখ দৃষ্টান্ত অপার।

২৩

"কি আশ্চর্য্য, মন্ত্রীর যে এই অভিপ্রায়
হবে আজি, এই ভাব হবে অকস্মাৎ।
একটী কণ্টক কভু ফুটেনি যে পায়,
সে কেন না হাসিবেক দেখি শেলাঘাত?
বিদরে হৃদয় যার সে করে রোদন,
যেখানে অস্ত্রের লেখা, ব্যথাও তথায়।
ফলতঃ মন্ত্রীর এই বঙ্গ-সিংহাসন,
এই সব মন্ত্রণায় তাঁহার কি দায়?
যাহার হৃদয়ে শেল, সে জানে কেমন,
পরের কেবলমাত্র লৌকিক রোদন!

২৪

"কি বলিব মন্ত্রিবর! বিদরে হৃদয়
বলিতে সে সব কথা। তপ্ত লোষ্ট্র-সম
ধমনীতে রক্ত-স্রোত প্রবাহিত হয়।
প্রতি কেশরন্ধ্রে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ-নির্গম
হয় বিদ্যুতের বেগে। কি বলিব আর,
বেগমের বেশে পাপী পশি অন্তঃপুরে,
নিরমল কুল মম—প্রতিভা যাহার
মধ্যাহ্ন-ভাস্কর-সম, ভূভারত যুড়ে
প্রজ্বলিত,—সেই কুলে দুষ্ট দুরাচার
করিয়াছে কলঙ্কের কালিমা-সঞ্চার।

২৫

"শেঠের বংশের হায়! ঐশ্বর্য্যের কথা
সমস্ত ভারতে রাষ্ট্র প্রবাদের মত।
জগৎশেঠের নাম বঙ্গে যথা তথা

লক্ষমুদ্রা-সমকক্ষ। জাহ্নবীর মত
শত মুখে বাণিজ্যের স্রোতে অনিবার
ঢালিছে সম্পদরাশি সমুদ্র-ভাণ্ডারে।
আপনি নবাব যিনি, (অন্য কোন্ ছার!)
ঋণপাশে বাঁধা সদা যাহার দুয়ারে।
কিন্তু অপমানে হায়! ফেটে যায় বুক,
সে জগৎশেঠ আজ অবনতমুখ।

২৬

"কিন্তু এ প্রতিজ্ঞা মম,—সমস্ত পৃথিবী
সিরাজদ্দৌলার যদি হয় অনুকূল,
অথবা মানুষ ছার, তুচ্ছ ক্ষীণজীবী,
করেন অভয়দান যদি দেবকুল,
তথাপি—তথাপি এই কলঙ্কের কালি
সিরাজদ্দৌলার রক্তে ধুইব নিশ্চয়।
যা থাকে কপালে, আর যা করেন কালী,
কঠিন পাষাণে দেখ বেঁধেছি হৃদয়।
সম্ভব, হইবে লুপ্ত শারদ চন্দ্রিমা,
অসম্ভব, হবে লুপ্ত শেঠের গরিমা।

২৭

"যেই প্রতিহিংসা-অগ্নি—ভীম দাবানল—
জ্বলিছে হৃদয়ে মম, প্রতিজ্ঞা আমার
সিরাজদ্দৌলার তপ্ত শোণিত তরল
নিবাইবে সে অনল। কি বলিব আর,
সাধিতে প্রতিজ্ঞা যদি হয় প্রয়োজন,
উপাড়িব একা নভো-নক্ষত্রমণ্ডল,

সুমেরু সিন্ধুর জলে দিব বিসর্জ্জন,
লইব ইন্দ্রের বজ্র পাতি বক্ষঃস্থল !
যদি পাপিষ্ঠের থাকে সহস্র পরাণ,
সহস্র হলেও তবু নাহি পরিত্রাণ।

২৮

"বঙ্গমাতা উদ্ধারের পন্থা সুবিস্তার,
রয়েছে সম্মুখে ছায়াপথের মতন ;
হও অগ্রসর, নহে করি পরিহার,
জঘন্য দাসত্ব-পথে কর বিচরণ।
আমি এ কলঙ্ক-ডালি লইয়া মাথায়,
দেখাব না মুখ পুনঃ স্বজাতি-সমাজে ;
সঁপেছি জীবন মম এই প্রতিজ্ঞায়,
কথায় যা বলিলাম দেখাইব কাজে।
প্রতিহিংসা—প্রতিহিংসা—প্রতিহিংসা সার,
প্রতিহিংসা বিনা মম কিছু নাহি আর !"

২৯

নীরবিলা শেঠ শ্রেষ্ঠ। অরুণ-লোচনে
হতেছিল যেন অগ্নি স্ফুলিঙ্গ নির্গত।
অধর রক্তাক্তপ্রায় দশন দংশনে ;
মুষ্টিবদ্ধ করদ্বয়। "স্বপনের মত"—
বলিলেন রাজা রাজবল্লভ তখন,
"বোধ হয় পাপিষ্ঠের অত্যাচার যত ;
নর-প্রকৃতিতে নাহি সম্ভবে কখন।
মনুষ্য-হৃদয় নহে পাপাসক্ত এত।
এই অল্প দিনে, দেহ হয় রোমাঞ্চিত,
কি পাপে না বঙ্গভূমি হ'ল কলুষিত।

৩০

"ক্রমে পাপলিপ্সা-স্রোত হ'তেছে বিস্তার।
এই দুর্নিবার নদী, কে বলিতে পারে,
কোথা হবে পরিণত? কিছুদিনে আর,
সতীত্ব-রতন এই বঙ্গের ভাণ্ডারে
থাকিবে না,—থাকিবে না কুলশীলমান
বঙ্গবাসীদের হায়! এখনো সবার
অনিশ্চিত ভয়ে, ত্রাসে, কণ্ঠাগত প্রাণ।
সীমা হ'তে সীমান্তরে এই বাঙ্গালার
উঠিতেছে হাহাকার, ভাবে প্রজাগণ
কমনে রাখিবে ধন, রাখিবে জীবন।

৩১

"যে যন্ত্রণা দুরাচার দিতেছে আমায়
জানেন সকলে, আমি কি বলিব আর?
যে অবধি সিংহাসনে বসিয়াছে, হায়!
সে অবধি বিষদৃষ্টি উপরে আমার।
প্রিয় পুত্র কৃষ্ণদাস সহ পরিবার
হইয়াছে দেশান্তর; ইংরেজ বণিক
আশ্রয় না দিত যদি, কি দশা আমার
হ'ত এত দিনে! মম প্রাণের অধিক
পত্নীপুত্র-বিরহেতে হয়েছি এখন
নিদাঘে পল্লব-শূন্য তরুর মতন।

৩২

"কলিকাতা-জয়-কালে—কাঁপে কলেবর
অন্ধকূপ-অত্যাচার করিলে স্মরণ;
কেশরাশি কণ্টকিত হয় শিরোপর,

শঙ্কিত শজারুপৃষ্ঠ-কণ্টক যেমন !—
কলিকাতা-জয়-কালে, যদিও পামর
পেয়ে গ্রাসে ছাড়িয়াছে পুত্র কৃষ্ণদাস,
যে দিন হইবে পাপী নির্ভয় অন্তর,
সে দিন আমার হ'বে সবংশে বিনাশ।
বিপদে বেষ্টিত ব'লে মনে বড় ভয়,
আপাততঃ তাই প্রাণ রেখেছে নির্দ্দয়।

৩৩

"এই ত কলির সন্ধ্যা ; প্রগাঢ় তিমিরে
এখনো বঙ্গের মুখ হয়নি আবৃত।
এখনো রয়েছে আলো আশার মন্দিরে,
নয়ন না পালটিতে হবে অন্তর্হিত।
এই রজনীতে যথা ঘন জলধরে
অবিচ্ছিন্ন ব্যাপিয়াছে গগনমণ্ডল,
এইরূপে চিন্তা-মেঘ, ভীম বেশ ধ'রে,
ঢাকিবে সমস্ত বঙ্গ। দৌরাত্ম্য কেবল
গভীর জলদনাদে করিবে গর্জ্জন ;—
কার সাধ্য সেই ঝড় করিবে বারণ ?

৩৪

"এই কালে এত বিষ !—পূর্ণকলেবর
হ'বে যবে এ ভুজঙ্গ, না জানি তখন
হ'বে কিবা ভয়ঙ্কর তীব্র বিষধর।
নাশিবে নিশ্বাসে কত মানব-জীবন !
সকালে সকালে যদি না কর বিনাশ,
কিংবা বিষদন্ত নাহি কর উৎপাটন,

কিছু পরে কার সাধ্য সহিবে নিশ্বাস,
বঙ্গসিংহাসন হ'তে ঘুচাবে বেষ্টন ?
নিমীলিত নেত্রে থাকা আর শ্রেয়ঃ নয়,
সিংহাসনচ্যুত হবে কিসে দুরাশয়।

৩৫

"চিন্ত সদুপায়। মম এই অভিপ্রায়—
সহৃদয় ইংরেজের লইয়া আশ্রয়
রাজ্যভ্রষ্ট করি এই দুরন্ত যুবায়,
(কত দিনে বিধি বঙ্গে হইবে সদয় !)
সৈন্যাধ্যক্ষ সাধু মিরজাফরের করে
সমর্পি এ রাজ্যভার। তা হ'লে নিশ্চয়
নিদ্রা যাবে বঙ্গবাসী নির্ভয় অন্তরে ;
হইবে সমস্ত রাজ্য শান্তি-সুধাময় !"
নীরবিলা নৃপমণি, উঠিল কাঁপিয়া
দুরু দুরু করি মিরজাফরের হিয়া।

৩৬

আরম্ভিলা কৃষ্ণচন্দ্র, 'ধরণী-ঈশ্বর',
সম্বোধিয়া ধীরে রাজনগর-ঈশ্বরে
সসম্ভ্রমে,—"যা কহিলা, সত্য নৃপবর !
কার সাধ্য অনুমাত্র অস্বীকার করে ?
যে করে সে অতি মূঢ়। ভেবে দেখ মনে
শার্দ্দূল-কবল-গত, কিংবা নাগপাশে
বদ্ধ যেই জন হায় ! ভীষণ বেষ্টনে,
নিরাপদ, বসি যেন আপনার বাসে
ভাবে সে যদ্যপি মনে তবে এ সংসারে
ততোধিক মূর্খ আর বলিব কাহারে ?

৩৭

"একে ত অদূরদর্শী নৃশংস যুবক,
আজন্ম বর্দ্ধিত পাপে। হিংসা অহঙ্কার
অলঙ্কার তার। তাহে পথপ্রদর্শক
হয়েছে ইতরমনা যত কুলাঙ্গার,
নীচাশয়। ইহাদের পরামর্শে, হায়!
ফলিছে বঙ্গের ভাগ্যে যে বিষম ফল,
বলিতে বিদরে বুক; যথায় তথায়
হাহাকার-ধ্বনি রাজ্যে উঠিছে কেবল।
নাচে অত্যাচার, করে উলঙ্গ কৃপাণ;
সুন্দর বাঙ্গালা-রাজ্য হয়েছে শ্মশান।

৩৮

"সেই দিন মহারাষ্ট্র বিপ্লবে বিশেষ
এ দেশ উপর্য্যুপরি হয়েছে প্লাবিত।
যথা এই দস্যুদল করেছে প্রবেশ
ভীম রোষে দাবানলরূপে আচম্বিত,
অগ্নিতে, অসিতে, অপহরণে সে দেশ
হইয়াছে মরুভূমি। সত্রাসে কৃষক
বিষাদে বিজন বনে করেছে প্রবেশ
না ডরি শার্দ্দূলে, সিংহে; কুরঙ্গ-শাবক
অদূরে শুনিয়া ব্যাধ-বন-নিপীড়ন,
সভয়ে যেমতি পশে নিবিড় কানন।

৩৯

"তাহাদের দুরবস্থা করিতে মোচন,
কি যত্ন না করিয়াছে স্বর্গীয় নবাব

বীরশ্রেষ্ঠ আলিবর্দ্দি, সমরে শমন,
শিবিরে অপক্ষপাতী অমায়িক ভাব!
জীবনের অবসান, তথাপি উজ্জল
ছিল ভস্ম-আচ্ছাদিত বহ্নির মতন;
প্রভায় সমস্ত বঙ্গ ছিল সমুজ্জল!
ছিল যেই সিংহাসনে ইন্দ্রের মতন
পরাক্রমে পরন্তপ এতাদৃশ শূর,
এখন বসেছে এক ঘৃণিত কুক্কুর!

৪০

"বিরাজিত বঙ্গেশ্বর বিচিত্র সভায়।
কামিনী-কোমল-কোল রত্ন-সিংহাসন।
রাজদণ্ড সুরাপাত্র, যাহার প্রভায়
নবাব-নয়নে নিত্য ঘোরে ত্রিভুবন;
সুগোল মৃণালভুজ উত্তরীয়-স্থলে
শোভিতেছে অংসোপরে; শুনিছে শ্রবণ
বামাকণ্ঠ-প্রেমালাপ মন্ত্রণার ছলে!
রমণীর সুশীতল রূপের কিরণ
আলোকিছে সভাস্থল; নৃপতি-সদন
সঙ্গীতে গাইছে অর্থী মনের বেদন।

৪১

"কিন্তু কি করিবে সখে! বিধাতা বিমুখ
অভাগিনী বঙ্গ প্রতি। বলিতে না পারি
লিখেছেন বিধি হায়! কত যে কি দুঃখ
কপালে তাহার—চির-অভাগিনী নারী!
সেনকুল-কুলাঙ্গার, গৌড়-অধিপতি,
সপ্তদশ অশ্বারোহী তুরকের ডরে,

কি কুলয়ে কাপুরুষ বৃদ্ধ নরপতি
তেয়াগিল সিংহাসন সত্রাস অন্তরে !
সেই দিন হ'তে যেই দাসত্ব-শৃঙ্খল
প'ড়েছে বঙ্গের গলে, আর্য্যসুত-বল

৪২

"আর কি পারিবে তাহা করিতে খণ্ডন ?
জানেন ভবিতব্যতা ! কিংবা এ শৃঙ্খল
জেতৃভেদে কতবার হইবে নূতন
কে বলিবে ! কে বলিতে পারে রণস্থল
পাণিপথে কতবার হবে পরীক্ষিত
ভারত-অদৃষ্ট হায় ! গিয়াছে পাঠান ;
গতপ্রায় মোগলেরা ; কিন্তু শৃঙ্খলিত
আছে এক ভাবে যত ভারত-সন্তান
সার্দ্ধ পঞ্চশত বর্ষ ! না জানি কখন
ভারত-দাসত্ব বিধি করিবে মোচন !

৪৩

"কিন্তু কি করিবে, হায় ! জিজ্ঞাসি আবার
কি করিবে ? সেই দিন করিয়া মন্ত্রণা,
বরিলাম পূর্ণিয়ার পাপী দুরাচার,
বুঝিতে না পারি পাপ-আশার ছলনা।
কিন্তু পরিণামে হায় ! লভিনু কি ফল ?
সুরামত্ত, কামাসক্ত পড়িল সংগ্রামে,
যেমতি পড়িল ক্রৌঞ্চমিথুন দুর্ব্বল
ব্যাধকবি বাল্মীকির ব্যাধ-বিদ্ধবাণে !
নবাবের ঘোর কোপে পড়িয়া সকলে
না জানি পাইনু রক্ষা কোন্ পুণ্যফলে।

৪৪

"কিন্তু তাহা ভাবি মনে, এ শর-শয্যায়
কেমনে থাকিব বল ? দিবস যামিনী
থাকি সশঙ্কিত, ধন-প্রাণ-আশঙ্কায় ;
দুঃখে দিবা, অনিদ্রায় কাটি নিশীথিনী।
ভূত-ভয়ে ভীত জন ঘোর অন্ধকারে
স্বীয় পদ-শব্দে যথা হয় সন্ত্রাসিত,
আমরা তেমন মৃদু পবনসঞ্চারে
ভাবি শমনের ডাক, হই রোমাঞ্চিত !
অগ্নিতে নির্ভয় কভু সম্ভবে কি তার,
জতুগৃহে জ্ঞাতসারে বসতি যাহার ?

৪৫

"অতএব ইংরেজেরে করিয়া সহায়,
রাজ্যচ্যুত করি এই দুরন্ত পামরে—
যবন-কুলের গ্লানি !—মম অভিপ্রায়,
বসাইতে সৈন্যাধ্যক্ষে সিংহাসনোপরে।
অন্ধকূপ-অত্যাচার প্রতিবিধানিতে
এসেছে বৃটিশ-সিংহ—বীর-অবতার।
উদ্ধারিয়া কলিকাতা পশিল হুগ্লীতে
দ্রুত-ইরম্মদ-বেগে ; সৈন্য পারাবার
নবাবের বিনাশিয়া ভাতিল অম্বরে
শিশির ভেদিয়া সূর্য্য গ্রীষ্ম সময়ে।

৪৬

"অসম সাহসে পশি, অভয় হৃদয়ে
বিলোড়িয়া নবাবের সৈন্যের সাগর,

তুলেছিল যেই ঝড়, দন্তে তৃণ লয়ে,
সভয়ে সিরাজদ্দৌলা ত্যজিল সমর।
দেখিতে দেখিতে পুনঃ ফরাশি ইংরাজ
মিলিল আহবে ঘোর ; গঙ্গা-তীরে, নীরে,
জ্বলিল সমরানল ধরি ভীমসাজ :
ভয়ে ভীতা ভাগীরথী বহিলেন ধীরে।
নবম দিবস পরে নভঃ আলো ক'রে
উঠিল বৃটিশ ধ্বজা চন্দননগরে।

৪৭

"ফরাশির সম যোদ্ধা নাহি ভূ-ভারতে"
বঙ্গদেশে একবাক্যে বলিত সকলে।
সে ফরাশি-যশোরবি সেই দিন হ'তে
ক্লাইবের কটাক্ষেতে গেছে অস্তাচলে।
বিশেষ তাহার সনে বঙ্গ-সেনাপতি,
স্বীয় সৈন্তে যদি যুদ্ধে করেন মিলন,
—প্রভঞ্জনসহ সিন্ধু দুর্নিবার গতি,—
পাবক-সহায় হ'বে প্রবল পবন।
মুহূর্ত্তে ক্লাইব যুদ্ধে হ'লে সম্মুখীন,
উড়াইবে তৃণবৎ যুবা অর্ব্বাচীন।

৪৮

এ যুক্তিতে সমবেত সভ্য যত জন,
কিছু তর্ক পরে, সবে হ'লেন সম্মত।
বলিলেন কৃষ্ণচন্দ্র ফিরায়ে নয়ন,—
"জানিতে বাসনা করি রাণীর কি মত ?"
যবনিকা-অন্তরালে চিত্রার্পিত প্রায়,
বসিয়া রমণীমূর্ত্তি ; অস্পন্দ-শরীর ;

নাহি বহিতেছে যেন ধমনী-শাখায়
রক্তস্রোত ; শূন্য দৃষ্টি, সুনয়ন স্থির ।
এইরূপে বঙ্গমাতা বসি শূন্যমনে,
'রাণীর কি মত ?' প্রশ্ন শুনিলা স্বপনে ।

৪৯

'রাণীর কি মত ?' শুনি সুপ্তোত্থিতা প্রায়,
বলিতে লাগিলা রাণী ভবানী তখন,—
"আমার কি মত, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় !
শুনিতে বাসনা যদি, বলিব এখন ।
যেই কাল রঙ্গে সবে চিত্রিলে নবাবে,
জানি আমি এই চিত্র অতি ভয়ঙ্কর ;
যতই বিকৃত কেন নিকৃষ্ট স্বভাবে
কর চিত্র, ততোধিক পাপাত্মা পামর ।
রে বিধাতঃ ! কোন্ জন্মে করেছি কি পাপ ?
কোন্ দোষে সহে বঙ্গ এত মনস্তাপ ?

৫০

"সহজে অবলা আমি দুর্ব্বল-হৃদয়,
নৃপবর ! কি বলিব ? কিন্তু—এ চক্রান্ত
কৃষ্ণনগরাধিপের উপযুক্ত নয় ।
কেন মহারাজ এত হইলেন ভ্রান্ত ?
কাপুরুষ-যোগ্য এই হীন মন্ত্রণায়
কেমনে দিলেন সায় একবাক্যে সব,
বুঝিতে না পারি আমি ; না বুঝিনু হায় !
ভবাদৃশ বীরগণ—বীরবংশোদ্ভব—
কেমনে হ'লেন হীন মন্ত্রে উত্তেজিত,
আমি যে অবলা নারী, আমার ঘৃণিত ।

৫১

"লক্ষ্মণসেনের সেই কাপুরুষতায়
সহি এত ক্লেশ ! তবে জানিলে কেমনে
তোমাদের ঘৃণাস্পদ এই মন্ত্রণায়
ফলিবে কি ফল পরে ? ভেবে দেখ মনে,
সেনাপতি সিংহাসনে বসিবেন যবে,
তিনি যদি এতাধিক হন অত্যাচারী ;
ইংরাজ সহায় তাঁর,—কি করিবে তবে ?
এ পাণ্ডিত্য আমি নারী বুঝিতে না পারি ।
বঙ্গভাগ্যে এ বীরত্বে ফলিবে তখন
দাসত্বের বিনিময়ে দাসত্বস্থাপন ।

৫২

"মহারাজ ! একবার মানস-নয়নে
ভারতের চারিদিকে কর দরশন !
মোগল-গৌরব রবি, আরঙ্গজিব সনে
অস্তমিত ; নহে দূর দিল্লীর পতন ।
শুনিয়াছি দাক্ষিণাত্যে ফরাশি-বিক্রম
হতবল, মহাবল ক্লাইবের করে ।
বঙ্গদেশে এই দশা—বৃটিশ-কেতন
উড়িছে ফরাশি দুর্গে হাসিয়া অম্বরে ।
ক্ষুদ্রসিংহ প্রতিদ্বন্দ্বী যূথপতি-বরে
আক্রমিবে কোন মতে, বসিয়া বিবরে ?

৫৩

"চিন্তে মনে মনে যথা, ক্লাইব তেমতি
আক্রমিতে বঙ্গেশ্বরে ভাবিছে সুযোগ ।
তাহাতে তোমরা যদি সহ সেনাপতি

বর তাঁরে, তবে তাঁর প্রতাপ অমোঘ
হইবে অপ্রতিহত। যে ভীম অনল
জ্বলিবে সমস্ত বঙ্গে, পতঙ্গের মত
পোড়াবে নবাবে ; মিরজাফরের দল
কি সাধ্য নিবাবে তারে ? হবে পরিণত
দাবানলে ; না পারিবে এই ভীমানল
সমস্ত জাহ্নবীজল করিতে শীতল।

৫৪

"বঙ্গদেশ তুচ্ছ কথা ; সমস্ত ভারতে
বৃটিশের তেজোরাশি, বল অতঃপর
কে পারিবে নিবারিতে ? কে পারে জগতে
নিবারিতে সিন্ধুচ্ছ্বাস, ঝঞ্ঝা ভয়ঙ্কর ?
আছে মহারাষ্ট্রীয়েরা, বিক্রমে যাহার
মোগল-সাম্রাজ্য কেন্দ্র পর্যন্ত কম্পিত,
দস্যুব্যবসায়ী তারা, হবে ছারখার
বৃটিশের রণদক্ষ সৈনিক সহিত
সম্মুখ সমরে। যেই শশী তারাগণে
জিনি শোভে, হতভেজ ভাস্কর কিরণে!

৫৫

"যেইরূপে যবনেরা ক্রমে হতবল
হইতেছে দিন দিন, অদৃশ্যে বসিয়া
যেরূপে বিধাতা ক্রমে ঘুরাইতেছে কল
ভারত-অদৃষ্ট যন্ত্রে, দেখিয়া শুনিয়া
কার চিত্ত হয় নাই আশায় পূরিত ?
দাক্ষিণাত্যে যেইরূপ মহারাষ্ট্র-পতি
হ'তেছে বিক্রমশালী, কিছু দিন আর

মহারাষ্ট্র-পতি হবে ভারত-ভূপতি !
অচিরে হইবে পুনঃ ভারত-উদ্ধার ।
সার্দ্ধপঞ্চশত দীর্ঘ বৎসরের পরে
আসিবে ভারত নিজ সন্তানের করে ।

৫৬

"বিষম বিকল্প স্থানে আছি দাঁড়াইয়া
আমরা, অদূরে রাজ-বিপ্লব দুর্ব্বার !
নাহি কাজ অদৃষ্টের সিন্ধু সাঁতারিয়া,
ভাসি স্রোতোধীন, দেখি বিধি বিধাতার ।
সিংহাসনচ্যুত করি বঙ্গ-ভূপতিরে,
জ্বালাইয়া বঙ্গে ঘোর বিপ্লব-অনল,
হায় ! এইরূপে খড়্গ নবাবের শিরে
প্রহারি চক্রান্তবলে, লভিবে কি ফল ?
ঘুচিবে কি অত্যাচার, বল নৃপবর !
অধীনতা অত্যাচার নিত্য সহচর ।

৫৭

"জ্ঞানহীনা নারী আমি, তবু মহারাজ !
দেখিতেছি দিব্য চক্ষে, সিরাজদ্দৌলায়
করি রাজ্যচ্যুত, শান্ত হবে না ইংরাজ ।
বরঞ্চ হইবে মত্ত রাজ্য-পিপাসায় ।
যেই শক্তি টলাইবে বঙ্গ-সিংহাসন,
থামিবে না এইখানে ; হয়ে উগ্রতর,
শোণিতের স্বাদে মত্ত শার্দ্দূল যেমন,
প্রবেশিবে মহারাষ্ট্র-সৈন্যের ভিতর ।
হ'বে রণ ভারতের অদৃষ্টের তরে
কি ভীষণ ! ভেবে মম শরীর শিহরে ।

৫৮

"জানি আমি যবনেরা ইংরাজের মত
ভিন্নজাতি ; তবু ভেদ আকাশ পাতাল।
যবন ভারতবর্ষে আছে অবিরত
সার্দ্ধপঞ্চশত বর্ষ। এই দীর্ঘকাল
একত্র বসতি হেতু, হয়ে বিদূরিত
জেতা জিত বিষভাব, আর্য্যসুত সনে
হইয়াছে পরিণয় প্রণয় স্থাপিত ;
নাহি বৃথা দ্বন্দ্ব জাতি-ধর্ম্মের কারণে।
অশ্বত্থ-পাদপ-জাত উপবৃক্ষ মত,
হইয়াছে যবনেরা প্রায় পরিণত।

৫৯

"বিশেষ তাদের এই পতন-সময় ;
কি পাতশাহ, কি নবাব, আমাদের করে
পুতুলের মত ; খুজে খোঁজ নাহি হয়,
কে কোথায় ভাসিতেছে আমোদ-সাগরে।
আমাদের করে রাজ্য-শাসনের ভার !
কিবা সৈন্য, রাজকোষ, রাজমন্ত্রণায়,
কোথায় না হিন্দুদের আছে অধিকার ?
সমরে, শিবিরে, হিন্দু প্রধান সহায়।
অচিরে যবন-রাজ্য টলিবে নিশ্চয় ;
উপস্থিত ভারতের উদ্ধার সময়।

৬০

"অন্তরে—ইংরাজেরা নব্য পরিচিত ;
ইহাদের রীতি নীতি আচার বিচার
অণুমাত্র নাহি জানি। না জানি নিশ্চিত

কোথায় বসতি, দূর সমুদ্রের পার।
আমাদের সঙ্গে দেখ ভাবিয়া অন্তরে
কিবা ধর্ম্মে, কিবা বর্ণে, আকারে, আচারে
ভয়ানক অসাদৃশ্য! বাণিজ্যের তরে
আসিয়া ভারতে এবে রাজ্যের বিস্তার
করিতেছে চারি দিকে; দুর্দ্দান্ত প্রভাবে
কাঁপায়েছে বীরশ্রেষ্ঠ স্বর্গীয় নবাবে।

৬১

"বৃদ্ধ আলিবর্দ্দির সে ভবিষ্যদ্‌বাণী
ভুলেছ কি মহারাজ? যদি কোন জন
ইংরাজের তেজোরাশি করিবারে গ্লানি
যোগাত মন্ত্রণা, বৃদ্ধ বলিত তখন—
'স্থলে জ্বলিয়াছে যেই সমর-অনল
না পারি নিবা'তে আমি; তাহাতে আবার
প্রজ্বলিত হয় যদি সমুদ্রের জল,
কে বল এ বঙ্গদেশ করিবে নিস্তার?'
এই সংস্কার তাঁর ছিল চিরদিন,
অচিরে ভারত হবে বৃটিশ-অধীন।

৬২

"বাণিজ্যের ব্যবসায়ে, নবাব-ছায়ায়,
এতই প্রভাব যার, ভেবে দেখ মনে,
নবাব অবর্ত্তমানে এই বাঙ্গালায়
কে আঁটিবে তার সনে বীর-পরাক্রমে?
মেঘাবৃত রবি যদি এত তপ্ত হায়!
মেঘমুক্ত হবে কিবা তেজস্বী বিপুল!
স্বাধীনতা-আশালতা, মুকুলিত প্রায়
ভারত-হৃদয়ে যাহা, হইবে নির্ম্মূল

প্রভাবে তাহার ; নাহি জানি অতঃপর
উঠিবে কি মহাঝড়,—এ কি ভয়ঙ্কর !"

৬৩

কড় কড় মহাশব্দে বিদারি গগন,
জিনি শত সিংহনাদ, সহস্র কামান,
অদূরে পড়িল বজ্র ধাঁধিয়া নয়ন ।
গরজিল ঘন, ধরা হ'ল কম্পমান ।
সেই ভীম মন্দ্র, রাণী ভবানীর কানে
প্রবেশিল ; বলিলেন—"এ কি ভয়ঙ্কর !
ওই শুন, মহারাজ ! বসিয়া বিমানে
শিরোপরে স্বরীশ্বর দেব পুরন্দর
কহিছেন ও কি কথা অভ্রান্ত ভাষায় !
দেখ কি অনল-লেখা আকাশের গায় !

৬৪

"অতএব মহারাজ ! এই মন্ত্রণায়
নাহি কাজ ; ষড়যন্ত্রে নাহি প্রয়োজন ।
শীতলিতে নিদাঘের আতপ-জ্বালায়
অনল-শিখায় পশে কোন্ মূঢ় জন ?
'রাণীর কি মত ?'—শুন আমার কি মত ;—
ইন্দ্রিয়-লালসা-মত্ত সিরাজদ্দৌলায়
রাজ্যচ্যুত করা নহে আমার অমত,
(আহা ! কিন্তু অভাগার কি হবে উপায় !)
নিশ্চয় প্রকৃত রোগ হয়েছে নির্ণয়,
কিন্তু এ ব্যবস্থা মম মনোমত নয় ।

৬৫

"আমার কি মত ? তবে শুন মহারাজ ।
অসহ্য দাসত্ব যদি, নিষ্কোষিয়া অসি,

সাজিয়া সমর-সাজে নৃপতি-সমাজ
প্রবেশ সম্মুখরণে ; যেন পূর্ণশশী,
বঙ্গ-স্বাধীনতা-ধ্বজা বঙ্গের আকাশে
শত বৎসরের ঘোর অমাবস্যা পরে
হাসুক উজলি বঙ্গ। এই অভিলাষে
কোন্ বঙ্গবাসি-রক্ত ধমনী-ভিতরে
নাহি হয় উষ্ণতর ? আমি যে রমণী,
বহিছে বিদ্যুৎ-বেগে আমার ধমনী।

৬৫

"ইচ্ছা করে এই দণ্ডে ভীমা অসি করে,
নাচিতে চামুণ্ডারূপে সমর ভিতর।
পরদুঃখে সদা মম হৃদয় বিদরে,
সহি কিসে মাতৃদুঃখ ? সত্য, শ্রেষ্ঠবর !
বঙ্গমাতা উদ্ধারের পন্থা সুবিস্তার
রয়েছে সম্মুখে ছায়াপথের মতন ;
হও অগ্রসর, নহে করি পরিহার
জঘন্য দাসত্ব-পথে কর বিচরণ।
প্রগল্‌ভতা মহারাজ! ক্ষম অবলার
ভয়ে ভীত যদি, আমি দেখাব—আবার!"

৬৭

আবার ভীষণ নাদে অশনি-পতন ;
আবার জীমূতবৃন্দ গর্জ্জিল ঘর্ঘরে ;
বহিল ভীষণ বেগে ভীম প্রভঞ্জন ;
দূর হ'তে হুঙ্কারিয়া মহাক্রোধ-ভরে
বারিধারা রণক্ষেত্রে করিল প্রবেশ ;
উঠিল তুমুল ঝড় ঝট্‌কায় ঝট্‌কায়

কাঁপাইয়া অট্টালিকা তরু নির্ব্বিশেষ,
রণাহত মহীরুহ উপাড়ি ধরায়।
ছুটিল বিদ্যুদ্ বেগে ঝলসি নয়ন,
আলোকিয়া মুহুর্মুহুঃ প্রকৃতি ভীষণ।

প্রথম সর্গ সমাপ্ত।

দ্বিতীয় সর্গ

কাটোয়া—বৃটিশ-শিবির

১

দিবা অবসান প্রায় ; নিদাঘ-ভাস্কর
বরষি অনলরাশি সহস্র কিরণ,
পাতিয়াছে বিশ্রামিতে ক্লান্ত কলেবর,
দূর তরুরাজিশিরে স্বর্ণ-সিংহাসন।
খচিত সুবর্ণমেঘে সুনীল গগন
হাসিছে উপরে ; নীচে নাচিছে রঙ্গিণী
চুম্বি মৃদু কলকলে মন্দ সমীরণ,
তরল সুবর্ণময়ী গঙ্গা তরঙ্গিণী।
শোভিছে একটি রবি পশ্চিম গগনে,
ভাসিছে সহস্র রবি জাহ্নবী-জীবনে।

২

অদূরে কাটোয়া-দুর্গে বৃটিশ-কেতন
উড়িছে গৌরবে ; উপহাসিয়া ভাস্করে।
উঠিতেছে ধূমপুঞ্জ আঁধারি গগন,
ভস্মিয়া যবন-বীর্য্য কাটোয়া-সমরে।
সশস্ত্র বৃটিশ সৈন্য তরী আরোহিয়া
হইতেছে গঙ্গাপার,—অস্ত্র ঝলঝলে ;
দূর হ'তে বোধ হয়, যাইছে ভাসিয়া
জবা-কুসুমের মালা জাহ্নবীর জলে।
রক্তবস্ত্রে, রণ-অস্ত্রে, রবির কিরণ
বিকাশিছে প্রতিবিম্ব, ধাঁধিয়া নয়ন।

৩

বৃটিশের রণবাদ্য বাজে ঝম্ ঝম্,
হইতেছে পদাতিক-পদ সঞ্চালন
তালে তালে, বাজে অস্ত্র ঝনন্ ঝনন্ ;
হ্রেষিছে তুরঙ্গ রঙ্গে, গর্জ্জিছে বারণ।
থেকে থেকে বীরকণ্ঠ সৈনিকের স্বরে,
ঘুরিছে ফিরিছে সৈন্য ভুজঙ্গ যেমতি
সাপুড়িয়া মন্ত্রবলে ;—কভু অস্ত্র করে,
কভু স্কন্ধে ; ধীরপদ, কভু দ্রুতগতি।
'ড্রুমের' ঝর্ ঝর্ রব, 'বিগুল' ঝঙ্কার,
বিজ্ঞাপিছে বৃটিশের বীর্য্য অহঙ্কার।

৪

নীরবে—সৈন্যের স্রোত বহিছে নীরবে
অতিক্রমী ভাগীরথী ; বিরাজে বদনে
গম্ভীরতা-প্রতিমূর্ত্তি। আসন্ন আহবে
বিমল চিন্তার স্রোত উচ্ছ্বসিছে মনে
হতভাগাদের, আহা! প্রতিবিম্ব তার
ভাসিছে নয়নে, ওই ভাসিছে বদনে!
পারিতাম যদি আমি চিত্রিতে সবার
বদনমণ্ডল, তবে মানবের মনে
যত সুকুমার ভাব হয় উদ্দীপিত,
এই চিত্রে মূর্ত্তিমান্ হ'ত বিরাজিত।

৫

কোন হতভাগা আহা! বসিয়া বিরলে
প্রেমের প্রতিমা পত্নী স্মরিয়া অন্তরে

নীরবে ভাসিছে তুই নয়নের জলে ;
ভাসে তারাক্রান্তচিত্ত বিষাদ-সাগরে।
ভুলেছে সমরসজ্জা, না দেখে নয়নে
শিবির-সৈনিক-সেনা-নদী ভাগীরথী ;
রণবাদ্য ঘন রোল না পশে শ্রবণে ;
প্রেমমন্ত্র-মুগ্ধ-চিত, প্রেম-মুগ্ধ-মতি।
কেবল দেখিছে প্রিয়া-বদন-চন্দ্রিমা,
কেবল শুনিছে প্রেম-ভাষা-মধুরিমা !

৬

কোথায় বা বিদায়ের হৃদয়বেদনা
স্মরিয়া মরমে, আহা ! চিত্রি স্মৃতিবলে
অশ্রুসিক্ত প্রণয়িনী-বদনচন্দ্রমা,
বিকচ গোলাপ যথা শিশিরের জলে ;—
নেত্রনীলোৎপল হ'তে প্রেমে উচ্ছ্বসিয়া
ঝরেছিল যেইরূপে অশ্রুমুক্তাবলী,
প্রফুল্ল পঙ্কজ যথা প্রভাতে ফুটিয়া
বরষে শিশিরবিন্দু সমীরণে টলি ;
বেণীমুক্ত কেশরাশি ; অলক্ত অধর,
সতত সরস, পূর্ণ অমৃতশীকর ;—

৭

কাঁদে কোন হতভাগা। ভাবে নিরন্তর,
আর কি সে চারু মুখ দেখিবে নয়নে ?
আর কি সে প্রেমময়ী-কোমল-অধর
চুম্বিবে প্রণয়-উষ্ণ সুদীর্ঘ চুম্বনে ?
আসন্ন সমরক্ষেত্রে, নশ্বর সমরে,
প্রহারিবে যবে অরি অসি উগ্রতর,—

দেখিবে সে চন্দ্রমুখ। মধ্যাহ্ন-ভাস্করে
জিনি, তোপ-বিনিঃসৃত গোলা ভয়ঙ্কর
আসিবে হুঙ্কারি যবে, দেখিয়া তখন
সে মুখ সজলশশী, ত্যজিবে জীবন।

৮

আবার কোথায় কাঁদে বিকল অন্তরে
অভাগা জনক, স্মরি অপত্য-মমতা।
আর কি লইবে কোলে, চুম্বিবে আদরে,
সুবর্ণকুসুম পুত্র, কন্যা স্বর্ণলতা ?
কেহ বা ভাবিয়া বৃদ্ধ জনক জননী
কাঁদিছে নীরবে দুঃখে, আনায় মাঝার
কুরঙ্গশাবক কাঁদে নীরবে যেমনি,
ভাবি অবিলম্বে হবে ব্যাধের আহার।
এইরূপে মনোভাব কুসুম-কোমল,
গঙ্গাতীরে, নীরে, ফুটে ঝরে অবিরল!

৯

শ্বেতদ্বীপ-সুত কেঁহ ভাবিয়া স্বদেশ—
বীরত্বের রঙ্গভূমি, ঐশ্বর্য্য-ভাণ্ডার,
স্বাধীনতা-চিরবাস গৌরবে দিনেশ,
সভ্যতার সুশিক্ষার উন্নতি-আধার,—
হায় রে পূর্ব্বের রবি গিয়াছে পশ্চিমে!
অধীর স্মৃতির অস্ত্রে, ভাবে মনে মনে,
দেখিবে সে জন্মভূমি আর কত দিনে!
দেখিবে কি পুনঃ আহা! এ মর জীবনে ?
শ্বেতাঙ্গ পুরুষ ভাবি শ্বেতাঙ্গিনী প্রিয়া,
অধীর বিচ্ছেদ-বাণে, ফাটে বীর হিয়া!

১০

কেহ বা ভাবিছে এই আসন্ন সমরে
কীর্ত্তির কিরীট-রত্ন লভিবে অচিরে ;
কেহ ভাবে পদোন্নতি ; কেহ অর্থতরে,
আকাশ করেছে পূর্ণ সুবর্ণ মন্দিরে।
কেহ বা কল্পনা-বলে বধিয়া নবাবে,
বিজয়-পতাকা তুলি পশি কোষাগারে
লুটিতেছে ধনজাল ; কল্পনা-প্রভাবে
লুণ্ঠন করিয়া শেষ, ষোড়শোপচারে
পূজিতেছে প্রণয়িনী কোন বীরবর,
সুবর্ণে সৃজিয়া হর্ম্ম্য অতি মনোহর।

১১

ধন্য আশা কুহকিনি! তোমার মায়ায়
মুগ্ধ মানবের মন, মুগ্ধ ত্রিভুবন!
দুর্ব্বল মানব-মনোমন্দিরে তোমায়
যদি না সৃজিত বিধি ; হায়! অনুক্ষণ
নাহি বিরাজিতে তুমি যদি সে মন্দিরে—
শোক, দুঃখ, ভয়, ত্রাস, নিরাশ প্রণয়,
চিন্তার অচিন্ত্য অস্ত্র নাশিত অচিরে
সে মনোমন্দির শোভা। পলাত নিশ্চয়
অধিষ্ঠাত্রী জ্ঞানদেবী ছাড়িয়া আবাস ;
উন্মত্ততা ব্যাঘ্ররূপে করিত নিবাস!

১২

ধন্য আশা কুহকিনি! তোমার মায়ায়
অসার সংসারচক্র ঘোরে নিরবধি!
দাঁড়াইত স্থিরভাবে, চলিত না হায়!

মন্ত্রবলে তুমি চক্র না ঘুরাতে যদি !
ভবিষ্যৎ-অন্ধ মূঢ় মানব সকল
ঘুরিতেছে কর্ম্মক্ষেত্রে বর্ত্তুল আকার,
তব ইন্দ্রজালে মুগ্ধ , পেয়ে তব বল
যুঝিছে জীবন-যুদ্ধ হায় ! অনিবার ।
নাচায় পুতুল যথা দক্ষ বাজিকরে,
নাচাও তেমতি তুমি অর্ব্বাচীন নরে ।

১৩

ওই যে কাঙ্গাল বসি রাজপথ ধারে,—
দীনতার প্রতিমূর্ত্তি !—কঙ্কাল-শরীর ;
জীর্ণ পরিধেয় বস্ত্র, দুর্গন্ধ আধার ;
দুনয়নে অভাগার বহিতেছে নীর ।
ভিক্ষা করি দ্বারে দ্বারে এ তিন প্রহর
পাইয়াছে যাহা, তাহে জঠর-অনল
নাহি হবে নির্ব্বাপিত ; রুগ্ন কলেবর ;
চলে না চরণ, চক্ষে ঘোরে ধরাতল ।
কি মন্ত্র কহিলে তুমি অভাগার কানে,
চলিল অভাগা পুনঃ ভিক্ষার সন্ধানে ।

১৪

ধর্ম্মাধিকরণে বসি নিম্ন কর্ম্মচারী,
উদরে জঠর-জ্বালা, গুরু কার্য্যভারে
অবনত মুখ,—ওই হংসপুচ্ছধারী
বীরবর,—যুঝিতেছে অনন্ত প্রহারে
মসীপাত্র সহ, প্রভু-পদাঘাত-ভয়ে ।
যথা শালবৃক্ষ করে, গিরি-শিরোপরে

যুঝিল ত্রেতায় বীর অঞ্জনাতনয়,
নীল সিন্ধু সহ, ডরি সুগ্রীব বানরে।
ঘর্ম্মসহ অশ্রুবিন্দু বহে দর দর,
ভাবিতেছে এই পদ ত্যজিবে সত্বর।

১৫

না জানি কি ভবিষ্যৎ, আশা মায়াবিনি!
চিত্রিলে নয়নে তার; মুছি ঘর্ম্মজল,
মুছি অশ্রুজল পুনঃ লইয়া লেখনী,
আরম্ভিল মসীযুদ্ধ হইয়া সবল।
নবীন প্রেমিক ওই বসিয়া বিরলে,
না পেয়ে প্রিয়ার পত্রে তব দরশন,
নিরাশ প্রণয়ে ভাসে নয়নের জলে,
ভঙ্গ-প্রায় অভাগার প্রণয়-স্বপন।
শুনিয়া তোমার মৃদু সুমধুর ভাষা,
বলিল নিশ্বাস ছাড়ি—"না ছাড়িব আশা।"

১৬

যথা যবে বহে বেগে ভীম প্রভঞ্জন,
সামান্য সরসীনীর হয় হিল্লোলিত;
আসন্ন আহবে ক্ষুদ্র পদাতিক মন
করেছে তেমতি হায় আজি উচ্ছ্বসিত।
কিংবা সৌর কর যথা মুকুটরতন
রচি ইন্দ্রচাপে, রঞ্জে নীল কাদম্বিনী;
তেমতি সৈন্যের ম্লান বিষাদিত মন
ছলে দুরাকাঙ্ক্ষা চিত্রে, আশা মায়াবিনী।
হয় যদি ইহাদের দুরাশা পূরণ,
কত পর্ণগৃহ হবে রাজার ভবন।

১৭

অথবা সুদূরে কেন করি অন্বেষণ ?
দুরাশার মন্ত্রে মুগ্ধ আমি মূঢ়মতি !
নতুবা যে পথে কোন কবি বিচরণ
করেনি, সে পথে কেন হবে মম গতি ?
বঙ্গ-ইতিহাস, হায়, মণিপূর্ণ খনি !
কবির কল্পনালোকে কিন্তু আলোকিত
নহে যা, কেমনে আমি, বল কুহকিনি !
মম ক্ষুদ্র কল্পনায় করি প্রকাশিত ?
না আলোকে যদি শশী তিমিরা রজনী,
নক্ষত্রের নহে সাধ্য উজলে ধরণী।

১৮

কোন্ পুণ্যবলে সেই খনির ভিতরে
প্রবেশি, গাঁথিয়া মালা অবিদ্ধ রতনে,
দোলাইব মাতৃভাষা কম কলেবরে,—
সুকবি সুকরে গাঁথা মহাকাব্য ধনে
সজ্জিত যে বরবপুঃ ? কিংবা অসম্ভব
নহে কিছু, হে দুরাশে ! তোমার মায়ায়
কত ক্ষুদ্র নর, ধরি পদছায়া তব,
লভিয়াছে অমরতা এ মর ধরায় !
অতএব দয়া করি, কহ, দয়াবতি !
কি চিত্রে রঞ্জিছ আজি শ্বেত-সেনাপতি ?

১৯

শিবির অনতিদূরে, বসি তরুতলে
নীরবে ক্লাইভ, মগ্ন গভীর চিন্তায়।

গম্ভীর মুখশ্রী, কিন্তু বদনমণ্ডলে
নাহি সুরূপের চিহ্ন ; মনোহারিতায়
নাহি রক্তে শ্বেত কান্তি ; অথচ যুবার
সর্ব্বাঙ্গ সৌষ্ঠবময় । প্রশস্ত ললাট
বীরত্বের রঙ্গভূমি, জ্ঞানের আধার ।
বক্ষঃস্থলে যেন যমপুরীর কপাট,—
প্রশস্ত সুদৃঢ় ; বহে তাহার ভিতর
দুরাকাঙ্ক্ষা, দুঃসাহস-স্রোতঃ ভয়ঙ্কর ।

২০

যুগল নয়ন জিনি উজ্জ্বল হীরক
আভাময় ; অন্তর্ভেদী তীব্র দৃষ্টি তার
স্থির, অপলক, দৃঢ়-প্রতিজ্ঞা-ব্যঞ্জক ।
যে অসম সাহসাগ্নি হৃদয়ে তাঁহার
জ্বলে, যথা অগ্নিগিরি অন্তঃস্থ অনল,
প্রদীপ্ত নয়নে সদা প্রতিভা তাহার—
ভুবনবিজয়ী জ্যোতিঃ--বরষে গরল
শত্রুর হৃদয়ে ; কিন্তু কখন আবার,
সে নেত্রনীলিমা, নীল নরকাগ্নি মত,
দেখায় চিত্তের সুপ্ত দুষ্প্রবৃত্তি যত ।

২১

নীরবে, নির্জ্জনে, বীর বসি তরুতলে ;—
অর্থহীন ঊর্দ্ধদৃষ্টি । বোধ হয় মনে
ভেদিয়া গগন দৃষ্টি কল্পনার বলে
ভবিতব্যতার ঘোর তিমির ভবনে
প্রবেশিয়া, চেষ্টিতেছে দূর ভবিষ্যৎ
নিরখিতে । নিরখিতে,—যেই দুরাচার

দুরন্ত যুবক ছিল দুষ্প্রবৃত্তি-রত,
নির্ভয়হৃদয় সদা, পিতা মাতা যার
পাঠাল তায় বঙ্গে সৌভাগ্যের তরে,
অথবা মরিতে দূরে মান্দ্রাজের জ্বরে,—

২২

নিরখিতে অদৃষ্টে সে অভাগা যুবার
আর কি লিখেছে বিধি , করিবে দর্শন
অদৃষ্টচক্রের কত আবর্ত্তন আর।
মধ্যাহ্ন-রবির জ্যোতিঃ করিয়া হরণ,
জ্বলিতেছে দু'নয়ন . তাহে রূপান্তর
হইতেছে মুহুর্মুহুঃ ; আরক্ত এখন
বৃটিশ-সুলভ-রাগে ; মুহূর্ত্তেক পর,
করিল বিষাদে যেন ঘন আচ্ছাদন।
কভু ক্রোধে বিস্ফারিত, চিন্তায় কুঞ্চিত,
কখন করুণ রসে হতেছে আশ্রিত।

২৩

নীরবে ভাবিছে বীর,—"হায় উপেক্ষিয়া
সমগ্র সমর-সভা, নিষেধ সবার,
অণুমাত্র ভবিষ্যৎ মনে না ভাবিয়া,
দিলাম একাকী রণ-সমুদ্রে সাঁতার।
যদি ডুবি, একা নহি, ডুবিবে সকল
কি পদাতি, অশ্বারোহী, আমার সহিত ;
ডুবিবে বৃটিশ রাজ্য, যাবে রসাতল ;
বৃটিশ-গৌরব-রবি হবে অন্তর্হিত।
যদি ভীম ভূকম্পনে ভাঙ্গে শৃঙ্গবর,
পড়ে তরু গুল্ম হর্ম্ম্য সহিত শিখর।

২৪

"একই ভরসা মিরজাফর যবন।
যবনেরা যেইরূপ ভীরু প্রবঞ্চক,
ইহাদের সন্ধিপত্রে বিশ্বাস স্থাপন
করি কোন্ মতে? যেন ভীষণ তক্ষক
আছে পাপী উমিচাঁদ, ফণা আস্ফালিয়া।
যেই মহামন্ত্রে মুগ্ধ করিয়াছি তারে
যদি সে জানিতে পারে, ক্রোধে গরজিয়া
একই নিশ্বাসে পাপী নাশিবে সবারে।
নর-রক্তে সন্ধিপত্র হবে প্রক্ষালিত,
অন্ধকূপ-হত্যা পুনঃ হবে অভিনীত।

২৫

"যদি প্রতারণা মিরজাফরের মনে
থাকে,— এখনও নাহি চিহ্ন মাত্র তার—
যদি এই সন্ধি মিরজাফরের সনে
হয় দুষ্ট নবাবের ষড়যন্ত্র সার;
সসৈন্য সমরক্ষেত্রে না মিশিয়া যদি,
পশে সেনাপতি নিজে সম্মুখ সমরে;
তবেই ত বিপদের না রবে অবধি,
পড়িব পতঙ্গ যেন অনল ভিতরে।
এই স্বল্প সেনা লয়ে কি হইবে তবে,
ভেলায় ভরসা করি ভাসিয়া অর্ণবে?

২৬

"শুধু পরাজয় নহে; তাহার কারণ
নাহি ভাবি, নাহি ডরি কালের কবল;—
লভিয়াছি যবে এই মানব-জীবন,

মৃত্যু ত আমার পক্ষে নিয়তি কেবল!
কিন্তু যদি আমাদের হয় পরাজয়,
বাঙ্গালার স্বর্ণ-প্রসূ বাণিজ্যের আশা
ডুবিবে অতল জলে; ঘুচিবে নিশ্চয়
ইংলণ্ডের আন্তরিক রাজ্যের পিপাসা।
শত্রুশ্রেষ্ঠ ধরাতলে পতিত দেখিয়া,
দক্ষিণে ফরাশি-সিংহ উঠিবে গর্জ্জিয়া।

২৭

"কিন্তু হস্তচ্যুত পাশা হয়েছে যখন,
কি হবে ভাবিয়া এবে? কে কবে ভাবিয়া
আজি জানিয়াছে, কালি কি হবে ঘটন?
যা আছে অদৃষ্টে, আর দেখি পরীক্ষিয়া।
দুইবার যমদণ্ড হানি শিরোপরে
নিজ হস্তে না মরিনু; না মরিনু হায়!
অব্যর্থ-সন্ধানী সেই সৈনিকের করে;
মরিতে কি অবশেষে—বুক ফেটে যায়!—
নরাধম কাপুরুষ যবনের করে?
মরিলেও এই দুঃখ থাকিবে অন্তরে।

২৮

"সেই দিন প্রভঞ্জন-পৃষ্ঠে আরোহিয়া,
পশিনু সাহসে যবে আর্কট নগরে;
বজ্রাঘাত, ঝঞ্জাবাত, ঝড়ে উপেক্ষিয়া
পশিনু বিদ্যুৎবেগে দুর্গের ভিতরে।
বীরত্ব দেখিয়া ভয়ে দুর্গবাসিগণ
পলাইল বিনা যুদ্ধে;—কুরঙ্গ যেমতি

যূথমধ্যে ক্রুদ্ধ সিংহ করি দরশন ;—
মুহূর্ত্তেকে হইলাম দুর্গ-অধিপতি !
সেই দিন বজ্র নাহি পড়িল মাথায় ;
শত্রুর কৃপাণ নাহি পশিল গলায়।

২৯

"কিংবা পঞ্চাশৎ দিন আক্রমণ পরে,
—স্মরিলে সে কথা, রক্তে বিদ্যুৎ খেলায়—
হোসেনের মৃত্যুদিন উপলক্ষ করে,
উন্মত্ত যবন-সৈন্য করিয়া সহায়,
পশিল কর্ণাটরাজ নিশীথ সমরে।
পঞ্চ শত সৈন্যে, দশসহস্র সেনায়
বিমুখিনু সেই দিন, তুলিনু বিমানে
বৃটিশের সিংহনাদ কাঁপায়ে 'রাজা'য় ,
মরিতে কি এই ভীরু নবাবের করে ?
না—তা নয় ! আছে মম এই হস্তোপরে

৩০

"অন্ধকূপহত্যা প্রতিবিধানের ভার ;
রক্ষিতে ভারতবর্ষে বৃটিশ-গৌরব
দণ্ডিয়া নবাবে। হেন উদ্দেশ্য যাহার,
তার কাছে কি অসাধ্য, কিবা অসম্ভব ?
অবশ্য পশিব রণে, জিনিব সমর ;
অবশ্য সিরাজদ্দৌলা পাবে প্রতিফল ;
'হও অগ্রসর, রণে হও অগ্রসর'—
আমার অন্তর-আত্মা কহিছে কেবল।
না জানি কি মহাশক্তি অন্তরে আমার
আবির্ভূত আজি, আমি ইঙ্গিতে তাহার

৩১

"চলিতেছি ইচ্ছাহীন পুত্তলের প্রায়।"—
বলিতে বলিতে বীর, ত্যজিল আসন,
ভ্রমিতে লাগিলা দ্রুত, নিরখি ধরায়;
ভূতল ভেদিয়া যেন যুগল নয়ন
গিয়াছে কোথায়, ধরা দেখা নাহি যায়।
কল্পনা-তাড়িত পক্ষে মানস চঞ্চল,
অতিক্রমি নীল সিন্ধু লহরীমালায়,
বিরাজে ইংলণ্ডে কভু; ভাবী রণস্থল
চিত্রে কভু; সেই চিত্রে হৃদয়ে তাঁহার
কত আশা, কত ভয়, হ'তেছে সঞ্চার।

৩২

চিন্তা-অবসন্ন মনে কিছুক্ষণ পরে,
নিমীলিত নেত্রে পুনঃ বসিলা আসনে;
অকস্মাৎ চারিদিকে ভাসিল সত্বরে
স্বর্গীয় সৌরভরাশি; বাজিল গগনে
কোমল-কুসুম-বাদ্য,—সঙ্গীত তরল,
সহস্র ভাস্কর তেজে গগন-প্রাঙ্গণ
ভাতিল উপরে; নিম্নে হাসিল ভূতল;
নামিল আলোকরাশি ছাড়িয়া গগন।
সবিস্ময়ে সেনাপতি দেখিলা তখনি,
জ্যোতির্বিমণ্ডিতা এক অপূর্ব্ব রমণী।

৩৩

যুবতীর শুভ্র কান্তি, নয়ন নীলিমা,
রঞ্জিত ত্রিদিব রাগে অলক্ত অধর,

রাজরাজেশ্বরীরূপ, অঙ্গের মহিমা,
কি সাধ্য চিত্রিবে কোন নর চিত্রকর।
শ্বেতাঙ্গ সজ্জিত শ্বেত উজ্জ্বল বসনে,
খেলিছে বিজলী, বস্ত্র অমল ধবলে ;
তুচ্ছ করি মণিমুক্তা পার্থিব রতনে,
ঝলসে নক্ষত্ররাজি বসন-অঞ্চলে।
বেশ ভূষা ইংলণ্ডীয় ললনার মত,
স্বর্গীয় শোভায় কিন্তু উজ্জ্বল সতত।

৩৪

অর্দ্ধ-অনাবৃত পীন পূর্ণ পয়োধর ;
তুষার উরস, স্বচ্ছ স্ফটিক আকার,
দেখাইছে রমণীর অমল অন্তর,—
চিরপ্রসন্নতাময়, প্রীতিপারাবার।
নহে উপমেয় সেই বদনচন্দ্রমা,
—কিংবা যদি দেখিতাম লিখিতাম তবে—
স্বর্গীয় শারদ শশী সে মুখ-সুষমা ;—
বিশ্ববিমোহিনী আহা! অতুলিতা ভবে।
বসন্তরূপিণী ধনী ; নিশ্বাস মলয় ;
কোকিল-কোমল কণ্ঠ ; নেত্র কুবলয়।

৩৫

কোটি কোহিনুর-কান্তি করিয়া প্রকাশ,
শোভিছে ললাট-রত্ন সেই বরাননে ;
গৌরবের রঙ্গভূমি, দয়ার নিবাস,
প্রভুত্ব ও প্রগল্‌ভতা ব'সে একাসনে।
শোভে বিমণ্ডিত যেন বালার্ক-কিরণে
কনক অলকাবলী—বিমুক্ত কুঞ্চিত,

অপূর্ব্ব খচিত চারু কুসুম রতনে,—
চির-বিকসিত পুষ্প, চির-সুবাসিত।
বামার সুরভি শ্বাস, কুসুম-সৌরভ,
ঘ্রাণে নর অমরতা করে অনুভব।

৩৬

ঝলসিছে শীর্ষোপরি কিরীট উজ্জ্বল,
নির্ম্মিত জ্যোতিতে, জ্যোতির্ম্মালায় খচিত,
জ্যোতিরত্নে অলঙ্কৃত, জ্যোতিষ্ক সকল;
জ্বলিছে হাসিছে জ্যোতিঃ চিরপ্রজ্বলিত।
উজ্জ্বল সে জ্যোতিঃ, জিনি মধ্যাহ্ন-তপন;
অথচ শীতল যেন শারদ চন্দ্রিমা;
যেমন প্রখর তেজে ঝলসে নয়ন,
তেমতি অমৃতমাখা পূর্ণ মধুরিমা।
ক্লাইব মুদিত নেত্রে জাগ্রত স্বপনে,
ভুবন-ঈশ্বরী-মূর্ত্তি দেখিলা নয়নে!

৩৭

বিস্মিত ক্লাইবে চাহি সস্মিত বদনে,
আরম্ভিলা সুরবালা—"কি ভয় বাছনি?"—
রমণীর কলকণ্ঠ সায়াহ্ন-পবনে
বহিল উল্লাসে মাতি, সেই কণ্ঠধ্বনি
শুনিতে জাহ্নবীজল বহিল উজান;
অচল হইল রবি অস্তাচল-শিরে,
মুহূর্ত্ত করিতে সেই স্বরসুধা পান।
সঞ্জীবনী সুধারাশি সমস্ত শরীরে
প্রবেশিল ক্লাইবের, বহিল সে ধ্বনি
আনন্দে ধমনী-স্রোতে; বাজিল অমনি

স্বপ্ন হৃদয়ের যন্ত্রে,—"কি ভয় বাছনি ?
ইংলণ্ডের রাজলক্ষ্মী আমি, সুভাগিনী,
লক্ষ্মীকুললক্ষ্মী আমি, শুন বীরমণি।
রাজলক্ষ্মী মধ্যে আমি শ্রেষ্ঠ আদরিণী
বিধাতার ; পরাক্রমী পুত্রের গৌরবে
আমি চিরগৌরবিণী। ত্রিদিবে বসিয়া
কটাক্ষে জানিতে আমি পারি এই ভবে
কখন কি ঘটে ; দেখি অদৃশ্যে থাকিয়া
পার্থিব ঘটনাস্রোতঃ ; চিন্তি অনিবার
ইংলণ্ডের রাজ্যস্থিতি, উন্নতি, বিস্তার।

৩৯

"তোমার চিন্তায় আজি টলিল আসন,
আসিনু পৃথিবীতলে তোমারে, বাছনি।
শুনাইতে ভবিষ্যৎ বিধির লিখন ;—
শুনিলে উল্লাসে তুমি নাচবে এখনি !
এই হ'তে ইংলণ্ডের উন্নতি নিয়তি ;
এই সমুদিত মাত্র সৌভাগ্য-ভাস্কর।
মধ্যাহ্ন-গৌরবে যবে বৃটন-ভূপতি
উজলিবে দশ দিক, দেশ দেশান্তর,
তাঁর ছত্র-ছায়াতলে, জানিবে নিশ্চিত,
অর্দ্ধ সসাগরা ধরা হবে আচ্ছাদিত।

৪০

"সোণার ভারতবর্ষে, বহু দিন আর
মহারাষ্ট্রী মোগল বা ফরাশি দুর্জ্জয়
করিবে না রক্তপাত ; দ্বিতীয় বাবর,

ভারতের রঙ্গভূমে হইয়া উদয়
অভিনব রাজ্য নাহি করিবে স্থাপন।
কিংবা অতিক্রমি দুর হিমাদ্রি-কান্তার,
দিল্লীর ভাণ্ডাররাশি করিতে লুণ্ঠন,
ভীম বেগে দস্যুস্রোত আসিবে না আর।
ভারতের ইতিহাসে উপস্থিত প্রায়
অচিন্ত্য, অশ্রুত, এক অপূর্ব্ব অধ্যায়।

৪১

"অজ্ঞাতে ভারতক্ষেত্রে কিছু দিন পরে
যেই মহাশক্তি, বাছা, করিবে প্রবেশ,
মেষবৎ শৃঙ্খলিবে দিল্লীর ঈশ্বরে।
তেয়াগিয়া রঙ্গভূমি ছাড়ি রণবেশ
ভয়ে মহারাষ্ট্র-সিংহ পশিবে বিবরে।
যেমতি প্রভাতরবি ভেদিয়া তুষার
যতই উঠিতে থাকে গগন উপরে,
ততই পাদপছায়া হয় খর্ব্বাকার;
তেমতি এ শক্তি যত হইবে প্রবল,
ভারতে ফরাশি তত হবে হতবল।

৪২

"তুমি সে শক্তির মূল, আদি অবতার।
হইও না চমৎকৃত, ভেবো না বিস্ময়;
ভারত অদৃষ্টচক্র, করপাশে তোমার
সমর্পিত; যেই দিকে তব ইচ্ছা হয়
ঘুরিবে ফিরিবে চক্র তব ইচ্ছামত।
বঙ্গে যেই ভিত্তি তুমি করিবে স্থাপন,

সময়েতে তদুপরি ব্যাপিয়া ভারত
অটল অচল রাজ্য ছাইবে গগন।
বিধির মন্দির হ'তে আনিয়াছি আমি
ভারতবর্ষের ভাবী মানচিত্রখানি।

৪৩

'অনন্ত তুষারাবৃত হিমাদ্রি উত্তরে
ওই দেখ ঊর্দ্ধ শিরে পরশে গগন ;—
অদ্রির উপরে অদ্রি, অদ্রি তদুপরে ;
কটিতে জীমূতবৃন্দ করিছে ভ্রমণ।
দক্ষিণে অনন্ত নীল ফেনিল সাগর,
ঊর্ম্মির উপরে ঊর্ম্মি, ঊর্ম্মি তদুপরে,—
হিমাদ্রির অভিমানে উন্মত্ত অন্তর
তুলিছে মস্তক দেখ ভেদি নীলাম্বরে।
অচল পর্ব্বত শ্রেণী শোভিছে উত্তরে,
চঞ্চল অচলরাশি ভাসে সিন্ধুপরে !

৪৪

"বেগবতী ঐরাবতী পূর্ব্ব সীমানায় ;
পঞ্চভুজ সিন্ধুনদ বিরাজে পশ্চিমে ;
মধ্যদেশে, ওই দেখ, প্রসারিয়া কায়
শোভে যে বিস্তৃত রাজ্য রঞ্জিত রক্তিমে ;
বিংশতি বৃটন নাহি হবে সমতুল।
তথাপি হইবে—আর নাহি বহু দিন,
অভাগিনী প্রতি বিধি চির প্রতিকূল—
বিপুল ভারত, ক্ষুদ্র বৃটন-অধীন।
বিধির নির্ব্বন্ধ বাছা খণ্ডন না যায়,
কিবা ছিল রোমরাজ্য এখন কোথায় !

৪৫

"ওই শোভে শতমুখী ভাগীরথীতীরে
কলিকাতা, ভারতের ভাবী রাজধানী,
আবৃত এখন যাহা দরিদ্র কুটীরে,
শোভিবে, অমরাবতীরূপে করি গ্লানি
রাজ-হর্ম্ম্যে, দৃঢ় দুর্গে, আলোকমালায়।
ওই যে উড়িছে উচ্চ অট্টালিকা-শিরে
বৃটিশ-পতাকা, যেন গৌরবে হেলায়
খেলিছে পবন সনে অতি ধীরে ধীরে;
তুমিই তুলিয়া সেই জাতীয় কেতন,
ভারতে বৃটিশরাজ্য করিবে স্থাপন।

৪৬

"নব রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া তোমায়,
আমি বসাইব ওই রত্নসিংহাসনে;
আমি পরাইব রাজমুকুট মাথায়।
সমস্ত ভারতবর্ষ আনত বদনে
পালিবে তোমার আজ্ঞা, অদৃষ্টের মত।
তোমার নিশ্বাসে এই ভারত ভিতরে
কত রাজ্য, রাজা, হবে আনত উন্নত;
ভাসিবে যবনলক্ষ্মী শোণিতে সমরে।
প্রণমিবে হিমাচল সহিত সাগর,—
'ইংলণ্ডের প্রতিনিধি—ভারত-ঈশ্বর।'

৪৭

"শতেক বৎসর রাজবিপ্লবের পরে
ইংলণ্ডের সিংহাসন হইবে অচল;

উদিবে যে তীব্র রবি ভারত-অম্বরে
ভাতিবে ধবলগিরি, সমুদ্রের তল।
কঙ্কালবিশিষ্ট পূর্ব্ব নৃপতি সকল
ঘুরিবে বেষ্টিয়া, সৌর উপগ্রহ মত;
আশু রাহুগ্রস্ত হয়ে দুর্দ্দান্ত মোগল,
ছায়া কিংবা স্বপ্নে শেষে হবে পরিণত।
বিক্রমে শার্দ্দূল মেষ, অহিংস অন্তরে,
নির্ভয়ে করিবে পান একই নির্ঝরে।

৪৮

"ধর, বৎস! এই ন্যায়পরতা-দর্পণ
বিধিকৃত, বৃটিশের রাজ্য-নিদর্শন!
যত দিন পূর্ব্ব রাজ্যে বৃটিশ-শাসন
থাকিবে অপক্ষপাতী বিশদ এমন,
তত দিন এই রাজ্য হইবে অক্ষয়।
এই মহারাজনীতি মোহান্ধ যবন
ভুলিয়াছে, এই পাপে ঘটিছে নিরয়;
এই পাপে কত রাজ্য হয়েছে পতন।
ভীষণ সংহার-অসি রাজ্যের উপরে
ঝোলে সূক্ষ্ম ন্যায়-সূত্রে বিধাতার করে।

৪৯

"যবনের অত্যাচার সহিতে না পারি
হতভাগ্য বঙ্গবাসী—চিরপরাধীন—
লয়েছে আশ্রয় তব, দমি অত্যাচারী,
যেই ধূমকেতু বঙ্গ-আকাশে আসীন,
স্বর্গচ্যুত করি তারে নিজ বাহুবলে
শান্তির শারদ শশী করিতে স্থাপন।

ভাবে নাই এই ক্ষুদ্র নক্ষত্রের স্থলে
উদিবে নিদাঘতেজে বৃটিশ-তপন।
এই আশ্রিতের প্রতি হইলে নির্দ্দয়,
ডুবিবে বৃটিশ-রাজ্য, ডুবিবে নিশ্চয়।

৫০

"রাজার উপরে রাজা, রাজরাজেশ্বর,
জেতার উপরে জেতা, জিতের সহায়,
আছেন উপরে বৎস, অতি ভয়ঙ্কর!
দয়ালু, অপক্ষপাতী, মূর্ত্তিমান ন্যায়।
তাঁর রবি শশী তারা নক্ষত্রমণ্ডলে
সমভাবে দেয় দীপ্তি ধনী ও নির্ধনে;
সমভাবে, সর্ব্বদেশে, শ্বেতে ও শ্যামলে,
বরষে তাঁহার মেঘ, বাঁচায় পবনে।
পার্থিব উন্নতি নহে, পরীক্ষা কেবল;
সম্মুখে ভীষণ, বৎস, গণনার স্থল।"

৫১

অদৃশ্য হইলা বামা; পড়িল অর্গল
ত্রিদিব-কপাটে যেন, অন্তর-নয়নে
ক্লাইবের, গেল স্বর্গ, এল ধরাতল।
হায়! যথা হতভাগা জলমগ্ন জনে,
সৌর কর ক্রীড়াচ্ছলে সলিল ভিতরে
শত শত ইন্দ্রচাপ, আলোক তরল
রাশি রাশি, নিরখিয়া মুহূর্ত্তেক পরে
মৃত্যুমুখে দেখে বিশ্ব আঁধার কেবল;
অন্তর-নয়নে বীর বৃটনন্দন
স্বপ্নান্তে আঁধার বিশ্ব দেখিলা তেমন।

৫২

ভাঙ্গিল বিস্ময়-স্বপ্ন ; মেলিলা নয়ন ।
নাহি সে আলোকরাশি, নাহি বিদ্যমান
আলোকমণ্ডিত সেই রমণীরতন,—
নির্ম্মল আলোকে শ্বেতভুজা অধিষ্ঠান !
স্বর্গীয় সৌরভ আর না বহে পবনে,
স্বর্গীয় সঙ্গীত-সুধা না হয় বর্ষণ,
আর সেই মানচিত্র না দেখে নয়নে,
মুষ্টিবদ্ধ করে আর নাহি সে দর্পণ ।
থাকে না তা নর-করে, থাকিলে কি আর
স্বার্থের সমরক্ষেত্র হইত সংসার ?

৫৩

"সেনাপতি ! ভাগীরথী-তীর অতিক্রমি,
আজ্ঞা অপেক্ষায় সৈন্য আছে দাঁড়াইয়া,
বেলা অবসানপ্রায়, অস্ত দিনমণি—"
বলিল জনৈক সৈন্য । চমকি উঠিয়া
ছুটিলা ক্লাইব বেগে, নাহি কিছু জ্ঞান
কোথায় পড়িছে পদ, শূন্যে কি ধরায় ।
মানসিক শক্তিচয় যেন তিরোধান
হয়েছে রমণী সনে ; দৈববাণী প্রায়
এখনো গম্ভীরে কর্ণে বাজিছে কেবল,—
"সম্মুখে ভীষণ, বৎস ! গণনার স্থল !"

৫৪

সজ্জিত তরণী ছিল তীরে দাঁড়াইয়া,
লম্ফ দিয়া যেই বীর তরী আরোহিল,

স্থির ভাগীরথী-জল করি উচ্ছ্বসিত,
অমনি বৃটিশ-বাদ্য বাজিয়া উঠিল।
ছুটিল তরণী বেগে বারি বিদারিয়া,
তালে তালে দাঁড়ী দাঁড়ে পাড়িতে লাগিল ;
আঘাতে আঘাতে গঙ্গা উঠিল কাঁপিয়া,
সুনীল আরশি খানি ভাঙ্গিল পড়িল !
একতানে বীরকণ্ঠ বৃটিশ-তনয়
গায়—"জয় জয় জয়, বৃটিশের জয় !"

গীত

১

চির-স্বাধীনতা অনন্ত সাগরে,
নিস্তারা আকাশে যেন নিশামণি,
সুখে বৃটনিয়া আনন্দে বিহরে,
বীরপ্রসবিনী বৃটিশজননী।
যেই নীল সিন্ধু অসীম দুর্জ্জয়,
বিক্রমে যাহার কাঁপে ত্রিভুবন,
বৃটনের কাছে মানি পরাজয়,
সেই সিন্ধু চুম্বে বৃটন চরণ।
ঘোষে সেই সিন্ধু করি দিগ্বিজয়,—
"জয় জয় জয়, বৃটিশের জয় !"

২

সমুদ্রের বুকে পদাঘাত করি
অভয়ে আমরা বৃটননন্দন,

আজ্ঞাবহ করি তরঙ্গলহরী,
দেশদেশান্তরে করি বিচরণ।
নব আবিষ্কৃত আমেরিকাদেশে,
কিংবা আফ্রিকার মৃগতৃষ্ণিকায়,
ঐশ্বর্য্যশালিনী পূরব প্রদেশে,
ইংলণ্ডের কীর্ত্তি না আছে কোথায়?
পূরব পশ্চিম, গায় সমুদয়,—
"জয় জয় জয়, বৃটিশের জয়!"

৩

সম্পদ সাহস; সঙ্গী তরবার;
সমুদ্র বাহন; নক্ষত্র কাণ্ডারী;
ভরসা কেবল শক্তি আপনার;
শয্যা রণক্ষেত্র, ঈশ ত্রাণকারী।
বজ্রাগ্নি জিনিয়া আমাদের গতি,
দাবানল সম বিক্রম বিস্তার;
আছে কোন্ দুর্গ, কোন্ অদ্রিপতি,
কোন নদ, নদী, ভীম পারাবার
শুনিয়া সভয় কম্পিত না হয়,—
"জয় জয় জয়, বৃটিশের জয়!"

৪

আকাশের তলে এমন কি আছে
ডরে যারে বীর বৃটিশতনয়?
কেবল বৃটিশ-ললনার কাছে,
সে বীরহৃদয় মানে পরাজয়!
বীরবিনোদিনী সেই বামাগণে
স্মরিয়া অন্তরে, চল রণে তবে;

হায় ! কিবা সুখ উপজিবে মনে,
শু'নে রণবার্ত্তা বামাগণে যবে
গাবে বামাকণ্ঠস্বর করি লয়,—
"জয় জয় জয়, বৃটিশের জয় !"

৫

দাও তবে সবে অভয় অন্তরে,
বারি বিদারিয়া দাও দাঁড়ে টান !
বৃটনিয়াপুত্র রণে নাহি ডরে,
খেলার সামগ্রী বন্দুক কামান।
বৃটিশের নামে ফিরে সিন্ধুগতি,
বিক্ষিপ্ত অশনি অর্দ্ধপথে রয়।
কি ছার দুর্ব্বল যবনভূপতি,
অবশ্য সমরে হবে পরাজয়।
গাবে বঙ্গসিন্ধু, গাবে হিমালয়,—
'জয় ! জয় ! জয় ! বৃটিশের জয় !"

দ্বিতীয় সর্গ সমাপ্ত।

তৃতীয় সর্গ

পলাশি ক্ষেত্র

১

এই কি পলাশি ক্ষেত্র ?   এই সে প্রাঙ্গণ ?
যেইখানে,—কি বলিব ?—বলিব কেমনে !
অদৃষ্টের সেই ক্রীড়া, মহা আবর্ত্তন,
মানবের এক ক্ষুদ্র কর পরশনে !
যেইখানে মোগলের মুকুটরতন
খসিয়া পড়িল আহা !   পলাশির রণে ?
যেইখানে চিররুচি স্বাধীনতা ধন
হারাইল অবহেলে পাপাত্মা যবনে ?
দুর্ব্বল বাঙ্গালী আজি, মানস নয়নে,
দেখিবে সে রণক্ষেত্র, তবে, হে কল্পনে !

২

অতিক্রমি সান্ত্রীদল, যন্ত্রীদল মাঝে
গাইছে যথায় যত কোকিলগঞ্জিনী
বিদ্যুৎবরণী বামা ;   মনোহর সাজে
নাচিছে নর্ত্তকীবৃন্দ মানসমোহিনী,
ডুবিয়া ডুবিয়া যেন সঙ্গীতসাগরে ;
পশি সশঙ্কিত সেই সিরাজশিবিরে,
সাবধানে, সশঙ্কিত, কম্পিত অন্তরে,
না বহে নিশ্বাস যেন, অতি ধীরে ধীরে,
কহ সখি !   কহ ভীত-বিকম্পিত স্বরে,
শত বৎসরের কথা বিষন্ন অন্তরে !

৩

বিরাজে সিরাজদ্দৌলা স্বর্ণসিংহাসনে,
বেষ্টিত রূপসীদলে,—বঙ্গ-অলঙ্কার,
কাশ্মীর-কুসুমরাশি ; উজ্জ্বল বরণে
বিমলিন, আভাহীন, স্ফটিকের ঝাড় !
যার মুখ পানে চাহি হেন মনে লয়
এই রূপবতী নারী রমণীর মণি ;
ফিরে কি নয়ন আহা ! ফিরে কি হৃদয়,
বারেক নিরখি এই হীরকের খনি ?
নিরখিয়া এই সব সুন্দরী ললনা,
কে বলিবে তিলোত্তমা কবির কল্পনা !

৪

জ্বলিছে সুগন্ধ দীপ, শীতল উজ্জ্বল,
বিকাশি লোহিত নীল সুস্নিগ্ধ কিরণ ;
আতর গোলাপ গন্ধে হইয়া বিহ্বল,
বহিতেছে ধীরে গ্রীষ্ম নৈশ সমীরণ !
শোভে পুষ্পাধারে, স্তম্ভে, কামিনীকুন্তলে,
কোমল কামিনীকণ্ঠে কুসুমের হার ;
দেখেছ কেমন ঐ সুন্দরীর গলে
শোভিয়াছে মালা আহা ! দেখ একবার !
দীপমালা পুষ্পমালা, রূপের কিরণ,
করিয়াছে যামিনীর উজ্জ্বল বরণ ।

৫

মিলাইয়া সপ্ত স্বর সুমধুর বীণা
বাজিতেছে, বিমোহিত করিয়া শ্রবণ ;

মিলাইয়া সেই স্বরে শতেক নবীনা
গাইতেছে, সপ্ত স্বর ব্যাপিছে গগন।
পুরাইতে পাপাসক্ত নবাবের মন,
নাচে অর্দ্ধবিবসনা শতেক সুন্দরী ;
সুকোমল মখমল চুম্বিছে চরণ
তালে তালে ; কামে পুনঃ জীবন বিতরি
খেলিছে বিজলীপ্রায় কটাক্ষ চঞ্চল,
থেকে থেকে দীপাবলী হতেছে উজ্জ্বল।

৬

পলাশি-প্রান্তরে নৈশ গগন ব্যাপিয়া,
উথলিছে শত স্রোতে আমোদলহরী ;
দূরে গঙ্গা বহিতেছে রহিয়া রহিয়া,
নিবিড় তিমিরে ঢাকা বসুধা সুন্দরী।
এমন ইন্দ্রিয়-সুখ-সাগরে ডুবিয়া,
কেন চিন্তাকুল আজি নবাবের মন ?
কি ভাবনা শুষ্ক মুখে শূন্য নিরখিয়া,
কেন বা সঙ্গীতে আজি বিরাগ এমন ?
ইন্দ্রিয়-সম্ভোগে সদা মুগ্ধ যার মন,
অকস্মাৎ কেন তার বৈরাগ্য এমন ?

৭

অদূরে শিবিরে বসি নিশি দ্বিপ্রহরে,
কুমন্ত্রণা করিতেছে রাজদ্রোহিগণ ;
ডুবায়ে নবাবে কালি সমরসাগরে
দিতে সেনাপতি-করে বঙ্গ-সিংহাসন।
ধিক্ রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ! ধিক্ উমিচাঁদ !
যবন-দৌরাত্ম্য যদি অসহ্য এমন,

না পাতিয়া এই হীন ঘৃণাস্পদ ফাঁদ,
সম্মুখ-সমরে করি নবাবে নিধন,
ছিঁড়িলে দাসত্বপাশ, তবে কি এখন
হ'ত তোমাদের নামে কলঙ্ক এমন ?

৮

রে পাপিষ্ঠ রাজা রায়দুর্ল্লভ দুর্ব্বল !
বাঙ্গালি কুলের গ্লানি, বিশ্বাসঘাতক !
ডুবিলি ডুবালি পাপি ! কি করিলি বল্,
তোর পাপে বাঙ্গালির ঘটিবে নরক।
যে পাপে ডুবিলি আজি ওরে দুরাচার !
তোর হৃদয়ের রক্তে হইবে বিধান
উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত ; কি বলিব আর,
প্রতিদিন বঙ্গবাসী পাবে প্রতিদান।
প্রতিদিন বাঙ্গালির শত মনস্তাপ,
প্রতি মনস্তাপ তোরে দিবে শত শাপ।

৯

সঙ্গীত-তরঙ্গ ভেদি এ পাপ মন্ত্রণা
পশিল কি ভয়াকুল নবাবের মনে ?
সে চিন্তায় নবাব কি এত অন্যমনা ?
কে বলিবে, অন্তর্য্যামী বিনা কেবা জানে ?
কিংবা রণে কি হইবে ভাবি মনে মনে
কাঁপে কি সিরাজদ্দৌলা থাকিয়া থাকিয়া ?
অথবা অঙ্গনা-অঙ্গ-স্নিগ্ধ পরশনে
কাঁপিছে অনঙ্গ-বাণে অবশ হইয়া।
আকর্ণ টানিয়া তবে কটাক্ষের বাণ
এক সঙ্গে যত ধনী কর লো সন্ধান।

১০

ঢাল সুরা স্বর্ণপাত্রে, ঢাল পুনর্ব্বার !
কামানলে কর সবে আহুতি প্রদান !
খাও ঢাল, ঢাল খাও। প্রেম-পারাবার
উথলিবে, লজ্জা-দীপ হইবে নির্ব্বাণ।
বিবসনা লো সুন্দরি ! সুরাপাত্র করে
কোথা যাও নেচে নেচে ?—নবাবের কাছে ?
যাও তবে সুধা হাসি মাখি বিম্বাধরে,
ভুজঙ্গিনীসম বেণী দুলিতেছে পাছে।
চলুক চলুক নাচ, টলুক চরণ,
উড়ুক কামের ধ্বজা,—কালি হবে রণ।

১১

কে তুমি গো, একাকিনী আনন্দশিবিরে
কাঁদিতেছ এক পার্শ্বে বসিয়া ভূতলে ?
চিনেছি—হানিয়া খড়্গ প্রাণপতি-শিরে,
তোমাকে এ দুরাচার আনিয়াছে বলে।
কাঁদ তবে, কাঁদ তুমি রাত্রি যতক্ষণ,
গাও উচ্চৈঃস্বরে আর যতেক রমণী !
উঠিল রমণী-কণ্ঠ, ছুঁইল গগন ;—
ক্রম করে দূরে তোপ গর্জ্জিল অমনি।
এ কি গো ?—কিছু না, শুধু মেঘের গর্জ্জন,
নাচ, গাও, পান কর, প্রফুল্লিত মন।

১২

পুনঃ ঝনৎকার শব্দে বাজিয়া উঠিল
মুরজ, মন্দিরা, বীণা, সারঙ্গী, সেতার ;

বেহালার পিককণ্ঠে হইতে লাগিল
তানে তানে মুগ্ধচিত্তে উদাস সঞ্চার!
যন্ত্র-স্বর-সুতরঙ্গে গলা মিশাইয়া
বসন্ত কোকিল কি হে দিতেছে ঝঙ্কার?
তা নয়, গায়িকা ওই কণ্ঠ কাঁপাইয়া
গাইতেছে; ক্ষীণকণ্ঠ কোকিল কি ছার!
এক কুহুস্বরে করে সতত চীৎকার,
শত কলকলে বামা দিতেছে ঝঙ্কার!

১৩

শুধু কলকণ্ঠ নহে, দেখ একবার
মরি কি প্রতিমাখানি অনঙ্গমোহিনী
নবাবের সম্মুখেতে করিছে বিহার,
অবতীর্ণা মূর্ত্তিমতী বসন্ত রাগিণী!
বাণী-বীণা-বিনিন্দিত স্বর মধুময়
বহিছে কাঁপায়ে রক্ত অধরযুগল;
বহিতেছে সুশীতল বসন্তমলয়,
চুম্বি পারিজাত যেন, মাখি পরিমল।
বিলাসবিলোল যুগ্ম নেত্রনীলোৎপল,
বাসনা-সলিলে, মরি, ভাসিছে কেবল।

১৪

অর্থহীন ভাবহীন শ্যামের বাঁশরী
হরিতে পারিত যদি অবলার প্রাণ;
হেন রূপসীর স্বর, সুধার লহরী
প্রেমপূর্ণ;—আছে কোন নিরেট পাষাণ
শুনিয়া হৃদয় যার হবে না দ্রবিত?

যদি থাকে, তার চিত্ত নরক সমান।
হতভাগ্য সেই জন, যে জন বঞ্চিত
সরস সঙ্গীতরসে,—স্বর্গের সোপান
পাঠক! বারেক শুন অনন্ত-শ্রবণে
প্রণয়বিষাদ গীত বামার বদনে।

১৫

গীত

"কেন দুঃখ দিতে বিধি প্রেমনিধি গড়িল?
বিকচ কমল কেন কণ্টকিত করিল?
ডুবিলে অতল জলে তবে প্রেম-রত্ন মিলে,
কার ভাগ্যে মৃত্যু ফলে,
কারো কলঙ্ক কেবল।
বিদ্যুৎ-প্রতিম প্রেম দূর হ'তে মনোরম
দরশন অনুপম,
পরশনে মৃত্যুফল।
জীবন-কাননে হায়, প্রেম-মৃগতৃষ্ণিকায়,
যে জন পাইতে চায়,
পাষাণে সে চাহে জল।
আজি যে করিবে প্রেম, মনে ভাবি সুধা সম
বিচ্ছেদ-অনলে তাহা,
কালি হবে অশ্রুজল।"

১৬

ওই শুন কলকণ্ঠ গগনে উঠিয়া,
প্রভাত-কোকিল যেন পঞ্চমে কুহরে;
ওই পুনঃ সুমধুর কোকিল নিক্বণে,
কমলদলের মধ্যে ভ্রমরী গুঞ্জরে।

এই বোধ হয় নব প্রণয়-সঞ্চার
হইল বামার আশা ! সলজ্জ বদন ;
এই হাসিরশ্মি দেখ অধরে আবার
প্রণয়-কুসুম কলি বিকচ এখন ।
আবার এখন দেখ, নয়নের জলে
দেখায় পশিল কীট প্রণয়-কমলে !

১৭

এই অশ্রু নবাবের দ্রবিল হৃদয়,
নির্ব্বাপিত কামানল হ'ল উদ্দীপন ;
গগনেতে কাল মেঘ হইল উদয় ;
উছলিল সিন্ধু, মত্ত হইল যবন ।
সুপ্ত বাসনার স্রোত হইয়া প্রবল
ছুটিল ভীষণ বেগে, চিন্তার বন্ধন
কোথায় ভাসিয়া গেল ; হৃদয় কেবল
রমণীর রূপে স্বরে হইল মগন ।
মুছাইতে অশ্রু কর করিলা বিস্তার,
ক্রম্ ক'রে দূরে তোপ গর্জ্জিল আবার ।

১৮

আবার সে শব্দ, ভেদি সঙ্গীত-তরঙ্গ,
গেল নবাবের কাণে বজ্রনাদ করি ;
ঘুরিল মস্তক, ভয়ে কাঁপিতেছে অঙ্গ,
শিরস্ত্রাণ পড়ি ভূমে দিল গড়াগড়ি ।
ইংরাজের রণবাদ্য দূর আম্রবনে
হুঙ্কারিল ভীম রোলে, কাঁপিল অবনী,
যত যন্ত্র ধরাতলে হইল পতন,
নর্ত্তকী অর্দ্ধেক নাচে থামিল অমনি ।

মুহূর্ত্তেক পূর্ব্বে যেই বিকচ বদন
হাসিতে ভাসিতেছিল, মলিন এখন !

১৯

বেগে ফরসির নল ফেলিয়া ভূতলে,
আসন হইতে যুবা চকিতে উঠিল ;
ভেসেছিল যেই চিন্তা, সঙ্গীত হিল্লোলে
আবার হৃদয়ে বিষদন্ত বসাইল।
গভীর চরণক্ষেপে, অবনত মুখে,
ভ্রমিতে লাগিল ধীরে চিন্তাকুল মনে ;
সভয় নর্ত্তকীগণ বসি মনোদুখে
মাথে হাত দিয়া কাঁদে ভূতল-আসনে।
ক্ষণেক নবাব ভ্রমি চিন্তাকুল মন,
দাঁড়াল গবাক্ষে বাহু করিয়া স্থাপন।

২০

দেখিল অনতিদূরে অন্ধকার হরি
জ্বলিছে শত্রুর আলো আলেয়ার প্রায় ;
বহুক্ষণ একদৃষ্টে নিরীক্ষণ করি,
চমকিল অকস্মাৎ ; ঝরিল ধরায়
একটি অশ্রুর বিন্দু ; একটি নিশ্বাস
বহিল ; চলিল নৈশ-সমীরণ-ভরে
শত্রু-আলোরাশি যেন করিতে বিনাশ ;
কিংবা রাজহিংসা-বিষ মাখি কলেবরে,
চলিল সত্বরে যেন শত্রুর শিবিরে,
বিনা রণে অরিবৃন্দ বধিতে অচিরে।

২১

প্রবল-ঝটিকা-শেষে জলধি যেমন
ধরে সুপ্রশান্ত ভাব, উন্মত্ত তরঙ্গে
কিছুক্ষণ করি বেগে সিন্ধু বিলোড়ন,
ক্রমশঃ বিলীন হয় সলিলের সঙ্গে ;
তেমতি নিশ্বাস শেষে নবাবের মন
হইল অপেক্ষাকৃত স্থির সুশীতল।
মুহূর্ত্তেক মনোভাব করি নিরীক্ষণ
বলিতে লাগিল ধীরে চাহি ধরাতল।
"কেন আজি ?" এই কথা বলিতে বলিতে
অবরুদ্ধ হ'ল কণ্ঠ শোকে আচম্বিতে।

২২

"কেন আজি মম মন এত উচাটন ?
বোধ হয় বিষে মাথা সকল সংসার !
কেন আজি চিন্তাকুল হৃদয় এমন ?
কেমনে হইল এই চিন্তার সঞ্চার ?
বিধবার অশ্রুধারা, অনাথ-রোদন,
সতীত্বরতন-হারা রমণীর মুখ,
নিদারুণ যাতনায় যাদের জীবন
বধিয়াছি, নিরখিয়া তাহাদের মুখ.
হইত না ম্লান কভু যাহার বদন,
তার কেন আজি হ'ল সজল লোচন ?

২৩

"শত্রুর শিবির পানে ফিরালে নয়ন,
প্রত্যেক আলোক কাছে, না জানি কেমনে

নিরখি চিত্রিত মম যত নিদারুণ
অত্যাচার, অনুতাপে জলে উঠে মন।
মনে করি হ'ল মম দৃষ্টির বিভ্রম,
অমনি রুমালে আমি মুছি দুনয়ন ;
কিন্তু হৃদয়েতে যেই কলঙ্ক বিষম,
ঘুচিবে সে দোষ কেন মুছিলে নয়ন ?
পরিষ্কারি নেত্রদ্বয় দেখিলে আবার,
সেই চিত্র স্পষ্টতর দেখি পুনর্ব্বার।

২৪

"দেখি বিভীষিকা মূর্ত্তি ভয়াকুল মনে,
নিরখি নিবিড় নৈশ আকাশের পানে,
প্রত্যেকে একটি পাপ চিত্রিয়া গগনে,
দেখায় প্রত্যেক তারা বিবিধ বিধানে।
যেই সব পাপ-কার্য্য করিতে সাধন
কেশাগ্রও কোন দিন কাঁপেনি আমার,
আজি কেন তারি চিত্র করি দরশন,
শিহরিয়া উঠে অঙ্গ কাঁপে বারংবার ?
পাপ পুণ্য কার্য্যকালে সমান সরল,
অনুশোচনাই মাত্র পরিচয়স্থল।

২৫

"এই বঙ্গ রাজ্যে অতি দীন নিরাশ্রয়
যেই সব প্রজাগণ, সারাদিন হায় !
ভিক্ষা করি দ্বারে দ্বারে ক্লান্ত অতিশয় ;
অনশনে তরুতলে ভূতল-শয্যায়
করিয়া শয়ন, এই নিশীথে নির্ভয়ে,
লভিছে আরাম সুখে তারাও এখন।

আমি তাহাদের রাজা, আমি এ সময়ে
সুবাসিত কক্ষে কেন বসিয়া এমন
আকাশ পাতাল ভাবি বিষণ্ণ অন্তরে ?
রে বিধাতঃ ! রাজদণ্ডে নিদ্রাও কি ডরে ?

২৬

"কি হয় কি হয় রণে, জয় পরাজয়,
এই ভাবনায় কি গো চিন্তাকুল মন ?
নিতান্ত যত্তপি রণে হয় পরাজয়,
না পারিব কোন মতে বাঁচাতে জীবন ?
আমি ত সমরক্ষেত্রে, প্রাণান্তে আমার,
যাইব না, পশিব না বিষম সংগ্রামে,
অরিবৃন্দ নখাগ্রও দেখিবে না যার,
কেমনে অলক্ষ্য তারে বধিবে পরাণে ?
তবে যদি শুনি রণে হারিব নিশ্চয়,
রাজদুর্গে একেবারে লইব আশ্রয়।

২৭

"কে বল আমার মত ভবিষ্যৎ কথা
ভাবিতেছে এ প্রান্তরে বসিয়া বিরলে ?
কে বল হৃদয়ে এত পাইতেছে ব্যথা,
ভাবি ভূতপূর্ব্ব কথা, ভাবি কর্ম্মফলে ?
বাজাইয়া করতালি, বাজায়ে খঞ্জনী,
দুই হাতে তালি দিয়া প্রহরী সকল,
নাচিতেছে, গাইতেছে ; চিন্তা কালফণী
নাহি দংশে হৃদয়েতে, দাহে অন্তস্তল।
সকলে আমোদে মত্ত, নাহি কোন ভয়,—
কি হয় কি হয় রণে—জয়, পরাজয় ?

২৮

"অথবা কি ভয়-মেঘে হৃদয়-গগন
আবরিবে তাহাদের ? নাহি রাজ্য ধন,
নাহি সিংহাসন, তবে কিসের কারণ
হবে তারা চিন্তাকুল বিষাদিত মন ?
মৃত্যু ?—মৃত্যু দরিদ্রের তুচ্ছ অতিশয়।
করিতে আমার চিত্তে সন্তোষ বিধান
মরিয়াছে শত শত ; তবে কোন্ ভয় ?
দুঃখীর জীবন মৃত্যু একই সমান।
রাজাদের ইচ্ছামত মরিতে, বাঁচিতে,
হয়েছে প্রজার সৃষ্টি এই পৃথিবীতে।

২৯

"যা হবে আমার হবে ; তাদের কি ভয় ?
ভাঙ্গে সেই ঝটিকায় দেউল প্রাচীর,
উপাড়িয়া ফেলে উচ্চ মহীরুহচয়,
পরশে কি কভু তৃণরাশি পৃথিবীর ?
করে কি উচ্ছেদ নীচ ক্ষুদ্র গুল্ম যত ?
হায় রে, তেমতি এই আসন্ন সমরে,
যায় যাবে মম রাজ্য, আমি হব হত ;
কি দুঃখ হইবে তাহে প্রজার অন্তরে ?
এক রাজা যাবে, পুনঃ অন্য রাজা হবে,
বাঙ্গালার সিংহাসন শূন্য নাহি রবে।

৩০

"কিংবা মিরজাফরের মন্ত্রে সৈন্যদল
হইয়াছে উপদিষ্ট, কে বলিতে পারে ?

তবে এই রণসজ্জা চক্রান্ত কেবল,
প্রবঞ্চনা-ইন্দ্রজালে ভুলাতে আমারে ?
হয় ত আমারে কালি যত দুরাচার
অর্পিবে ক্লাইবে, কিংবা বধিবে পরাণে ;
তাই বুঝি তাহাদের আনন্দ অপার,
নাচিতেছে, গাইতেছে ! অথবা কে জানে
আততায়ী সেনাপতি পাপী কুলাঙ্গার,
শিবির করিবে আজি সমাধি আমার।

৩১

"নিশ্চয় বিদ্রোহী তারা নাহিক সংশয় ;
নতুবা ক্লাইব কোন্ সাহসের ভরে,
ওই ক্ষুদ্র সৈন্য লয়ে,—নাহি মনে ভয়—
এ বিপুল সেনা মম সম্মুখে সমরে ?
সরসীনিঃসৃত স্রোতে কোন্ মূঢ় জন
সাহসে সিন্ধুর স্রোত চাহে ফিরাইতে ?
কিংবা কোন্ মূর্খ বল ভীম প্রভঞ্জন
পাখার বাতাসবলে চাহে বিমুখিতে ?
না জানি কি ষড়যন্ত্র হইয়াছে স্থির ;
অবশ্য হয়েছে কোন মন্ত্রণা গভীর !

৩২

"আমি মূর্খ, সর্ব্বনাশ করেছি আমার
মিরজাফরের এই চক্রান্ত জানিয়া,
রেখেছি জীবিত, ভুলে শপথে তাহার ;
ক্লাইবের পত্রে ছিনু নিশ্চিন্ত হইয়া।
কে জানে ইংরাজজাতি এত মিথ্যাবাদী ?
এত আত্মম্ভরী ? এত কাপট্য-আধার ?

কথায় স্বপক্ষ হয়, কার্য্যে প্রতিবাদী ?
তাদের ভরসা আশা মরীচিকা সার ?
এখন কোথায় যাই, কি করি উপায়,
বিশ্বাসঘাতকী হায় ! ডুবা'ল আমায় !

৩৩

"ঊনবিংশ বর্ষ মাত্র, হা পরমেশ্বর !
এ বয়সে ষড়যন্ত্র-দন্তে কি ভীষণ
পড়িলাম আমি শিশু ! বৃদ্ধ মিরজাফর
একই রক্ষক মম, ভক্ষক এখন !
যদি কোন মতে কালি পাই পরিত্রাণ,
মিরজাফরের সহ যত বিদ্রোহীর
মনোমত সমুচিত দিব প্রতিদান,
বধিব সবংশে। পরে ইংরাজরুধির
করিবে এ ষড়যন্ত্র-তৃষা নিবারণ।
ওকি !"—কক্ষে পদশব্দ করিয়া শ্রবণ,

৩৪

ভাবিল—আসিছে মিরজাফরের চর,
যমদূত ; লুকাইল শিবিরকোণায়।
যখন জানিল নহে শমন-কিঙ্কর,
নিজ অনুচর মাত্র, বটপত্র প্রায়
কাঁপিতে কাঁপিতে, ভয়ে হইয়া অস্থির,
বসিল ফরাসে ধীরে শিরে হাত দিয়া।
চিন্তিল অনেক ক্ষণ,—"করিলাম স্থির,
যা থাকে কপালে, আর অদৃষ্ট ভাবিয়া,
ক্লাইবে লিখিব পত্র, দিব রাজ্য ধন
বিনা যুদ্ধে, যদি রক্ষে আমার জীবন।"

৩৫

অমনি লেখনী লয়ে কম্পিত হৃদয়
লিখিতে লাগিল পত্র,—চলিল লেখনী।
আবার কি চিন্তা মনে হইল উদয়,
অর্দ্ধ পত্রে স্তব্ধ কর থামিল অমনি।
"কি বিশ্বাস ক্লাইবেরে! দিয়ে সিংহাসন,
দিয়ে রাজ্যভার"—এমন সময়ে
কাণাতে মানবছায়া হইল পতন;
লেখনী ফেলিয়া দূরে পুনঃ প্রাণভয়ে
লুকাইল, শত্রুচর ভাবিয়া আবার;
কিন্তু বেগমের পরিচারিকা এবার।

৩৬

এইবার হতভাগা বুকে হাত দিয়া
বসিয়া পড়িল, আর চরণ না চলে।
যায় যথা কাষ্ঠমঞ্চ ক্রমশঃ সরিয়া,
উদ্বন্ধনে দণ্ডিতের বদ্ধ পদতলে,
তেমতি এ অভাগার বোধ হ'ল মনে,
পৃথিবী চরণতলে যেতেছে সরিয়া।
কাঁপিতে লাগিল প্রাণ দ্রুত প্রকম্পনে,
নির্গত হইবে যেন হৃদয় ফাটিয়া;
বহিতে লাগিল নেত্রে অশ্রু দর দরে;
বহুক্ষণ এই ভাবে চিন্তিল অন্তরে।

৩৭

"না,—এই যন্ত্রণা আর সহিতে না পারি,
এখনি পড়িব মিরজাফরের পায়ে,
রাখিয়া মুকুট, রাজদণ্ড, তরবারি

তাহার চরণতলে, পড়িয়া ধরায়
মাগিব জীবন-ভিক্ষা ; অন্তরে তাহার
অবশ্য হইবে দয়া।" ভাবিয়া অন্তরে
মন্ত্রীর শিবিরপানে উন্মাদ-আকার
—বিস্তৃত নয়নদ্বয় কম্প কলেবরে—
ছুটিল ; আসিল যেই শিবিরের দ্বারে,
শত ভীম নরহন্তা গর্জিল আঁধারে !

৩৮

"অবিশ্বাসী—আততায়ী—বধিল জীবন !"—
বলিয়া মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়িল ভূতলে ;
অমনি বিদ্যুদ্বেগে করিয়া বেষ্টন
ধরিল রমণী ভুজ-মৃণাল-যুগলে।
বসিয়া শিবিরান্তরে পর্য্যঙ্ক উপরে,
নীরবে বেগম হায় ! বিষাদিত চিত্তে,
ভাবি নবাবের ভাগ্য কাতর অন্তরে,
শয্যা ভিজাইতেছিল নয়নবারিতে ;
নবাবে ছুটিতে দেখি, উন্মাদ-আকার,
গিয়াছিল বিষাদিনী পশ্চাতে তাহার।

৩৯

কামিনী-কোমল-স্নিগ্ধ-অঙ্গ পরশিতে
কিছু পরে বঙ্গেশ্বর পাইয়া চেতন,
অবোধ শিশুর মত লাগিল কাঁদিতে,
প্রেম-প্রতিমায় বক্ষে করিয়া ধারণ।
রোদনের শব্দে পরিচারিকামণ্ডল
আসিয়া, নবাবে নিল পর্য্যঙ্কে তখনি,
নক্ষত্রবেষ্টিত চন্দ্র গেলা অস্তাচল।

"এ কি নাথ !" জিজ্ঞাসিল বিষাদিনী ধনী ;
অভাগা অস্ফুট স্বরে বলিল তখন,
"অবিশ্বাসী—আততায়ী—বধিল জীবন।"

৪০

নিদাঘনিশির শেষে নীরব অবনী ;
নিবিড় তিমিরে ঢাকা ভূতল, গগন ;
তারাগণ ম্লানমুখে চাহিয়া ধরণী
জ্বলিতেছে শিবিরের আলোর মতন।
ভবিষ্যৎ ভাবি যেন বঙ্গ বিষাদিনী,
কাঁদিতেছে ঝিল্লিরবে ; পলাশি-প্রাঙ্গণ
ভেদিয়া উঠিছে ধ্বনি চিত্তবিদারিণী,
মুহূর্ত্ত নবাব ধ্বনি করিল শ্রবণ ;—
অন্ধকারে ধ্বনি যেন নিয়তি-বচন
কি বলিল, শিহরিল সভয় যবন।

৪১

"অবিশ্বাসী—আততায়ী—বধিল জীবন"—
বলিতে বলিতে ক্লান্ত হ'ল কলেবর ;
নিদাঘশর্ব্বরী-শেষে নৈশ সমীরণ,
বহিছে স্বনিয়া আম্রকানন ভিতর।
অতিক্রমি বাতায়ন শীতল সমীর,
ব্যজন করিতেছিল নবাবে তখন ;
ভাবনায়, অনিদ্রায়, হইয়া অধীর,
অমনি অজ্ঞাতে ধীরে মুদিল নয়ন ;
বিকট স্বপন যত দেখিল নিদ্রায়,
বলিতে শোণিত, কণ্ঠ, শুকাইয়া যায়।

৪২

প্রথম স্বপ্ন

"রাজ্যলোভে মুগ্ধ হ'য়ে ওরে দুরাচার !
অকালে আমারে, দুষ্ট ! করিলি নিধন !
কালি রণে প্রতিফল পাইবি তাহার,
সহিবি রে অনুতাপ আমার মতন।"

দ্বিতীয় স্বপ্ন

"সিরাজ ! তোমার আমি পিতৃব্যকামিনী ;
হরি মম রাজ্য, ধন, করি দেশান্তর,
অনাহারে বধিলি এ বিধবা দুঃখিনী :
কেমনে রাখিবি রাজ্য, এবে চিন্তা কর।"

তৃতীয় স্বপ্ন

"আমারে ডুবায়ে জলে বধিলি জীবনে,
ডুবিবে জীবন-তরী কালি তোর রণে।"

৪৩

চতুর্থ স্বপ্ন

"আমি সে হোসেন্ কুলি, ওরে রে দুর্জ্জন !
যারে তুই নিজ হস্তে করিলি নিপাত,
মম শাপে তোর রক্ত হইবে পতন,
যেইখানে করেছিলি মম রক্তপাত ;
নিদ্রা যাও আজি, পাপি, জন্মের মতন,
অনন্ত-নিদ্রায় শীঘ্র মুদিবে নয়ন।"

৪৪

পঞ্চম স্বপ্ন

"পুরাইতে পাপ-আশা, বালিকা-বয়সে
বলেতে আমারে পাপি, করিলি হরণ,
বধিলি জীবন মম কলঙ্ক পরশে ;
হারাবি সে পাপে রাজ্য, হারাবি জীবন।"

ষষ্ঠ স্বপ্ন

"রে পাপিষ্ঠ ! অন্ধকূপে যম-যাতনায়,
জান না কি আমাদের করেছ নিধন ?
কালি রণে স্বদেশীর হইয়া সহায়,
অধীনতা-রক্তে বঙ্গ দিব বিসর্জ্জন ;
দেখিবি, দেখিবি পাপি ! জীয়ন্তে যেমন,
ইংরাজের প্রতিহিংসা ম'লেও তেমন !"

৪৫

তামসী রজনী শেষে সুনীল অম্বরে
বঙ্কিম রজত-রেখা ভাসিল এখন
বঙ্গ-ভবিষ্যৎ, যেন, ভাবিয়া অন্তরে
হয়েছে কঙ্কাল-শেষ শর্ব্বরী-রমণ ।
সশস্ত্র সমর-মূর্ত্তি করি দরশন,
ভয়ে নিশীথিনীনাথ ছিল লুকাইয়া,
এবে ধীরে দেখা দিল, পলাশি প্রাঙ্গণ
বৃক্ষ-অন্তরাল হ'তে, নীরব দেখিয়া ।

কালি যাহা অস্ত্রে অস্ত্রে হ'বে বিদারিত,
আজি সেই রঙ্গভূমি নীরব, নিদ্রিত।

৪৬

নীরবে উঠিল শশী; নীরবে চন্দ্রিকা
নিরখিল, আলিঙ্গতে ধরি বঙ্গ-গলে,
কাঁদিয়াছে বঙ্গ চির-পিঞ্জর-সারিকা,
কতশত মুক্তাবলী শ্যাম দূর্ব্বাদলে।
নিরখিল কত পত্র, কত ফুল ফল,
ভিতিয়াছে দুঃখিনীর নয়নের নীরে;
নীরবে শিবির-শ্রেণী শোভিছে কেবল,
ধবল-বালুকা-স্তূপ যথা সিন্ধু-তীরে;
অথবা গোগৃহক্ষেত্রে যেমতি কৌরব,
সম্মোহন-অস্ত্রে যবে মুগ্ধ অটল নীরব।

৪৭

জগত-ঈশ্বরী নিদ্রা, শান্তির আধার,
সিংহাসন-চ্যুত আজি পলাশি-প্রাঙ্গণে;
মানব-নয়ন-রাজ্যে নাহি অধিকার,
বিষাদে ভ্রমিছে আজি এই রণাঙ্গনে।
অজ্ঞাতে, অদৃশ্য করে, প্রেম-পরশনে,
করে যদি নিমীলিত কাহারো নয়ন;
প্রহরীর পদ-শব্দে; পবন-স্বননে,
চকিতে অভুক্ত তন্দ্রা ভাঙ্গে সেই ক্ষণ।
ভয়, মানবের সুখ-সম্ভোগ বিনাশি,
ভীষ্ম-শরশয্যা আজি করেছে পলাশি!

৪৮

গম্ভীর নীরব এবে নবাব-শিবির।
দাস দাসী কক্ষে কক্ষে জাগিছে নীরবে।
কেবল জ্বলিছে দীপ ; বহিছে সমীর
সশঙ্কিত চিত্তে যেন সর্ সর্ রবে।
ঘন ঘন নবাবের মলিন বদনে
বিকাশিছে স্বেদ-বিন্দু উৎকট স্বপন।
পর্য্যঙ্ক উপরে বসি বিষাদিত মনে
শান্ত অশ্রুমুখী সেই রমণীরতন।
রুমালে কোমল করে সেই স্বেদজল
নীরবে কাঁদিয়া রাণী মুছিছে কেবল।

৪৯

প্রেমপূর্ণ স্থির নেত্রে, আনত বদনে,
চেয়ে আছে বিষাদিনী পতিমুখ পানে।
বিলম্বিত কেশরাশি, আবরি আননে
পড়িয়াছে পতিবক্ষে, শয্যা উপাধানে।
এক ভুজবল্লী শোভে পতি-কণ্ঠতলে,
অন্য করে মুছে পতি-বদন-মণ্ডল ;
থেকে থেকে তিতি বামা নয়নের জলে,
প্রেমভরে পতিমুখ চুম্বিছে কেবল।
মুছাইতে স্বেদবিন্দু, বামার নয়ন
অমর-দুর্লভ অশ্রু করিছে বর্ষণ !

৫০

নির্জ্জন কাননে বসি জনকনন্দিনী,
—নিদ্রিত রাঘবশ্রেষ্ঠ-উরু-উপাধানে—
ফেলেছিল যেই অশ্রু সীতা অভাগিনী,

চাহি পথশ্রান্ত পতি নরপতি পানে ;
অথবা বিজন বনে, তমসা নিশীথে,
মৃতপতি লয়ে কোলে সাবিত্রী দুঃখিনী,
বর্ষেছিল যেই অশ্রু ; এই রজনীতে
বর্ষিতেছে সেই অশ্রু এই বিষাদিনী।
তুচ্ছ বঙ্গ-সিংহাসন ! এই অশ্রু তরে
তুচ্ছ করি ইন্দ্রপদ অম্লান অন্তরে।

৫১

এদিকে ক্লাইব নিজ শিবিরে বসিয়া,
জাগরণে, ব্যস্ত মনে, কাটিছে রজনী ;
অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ মনেতে ভাবিয়া,
থেকে থেকে ভয়ে বীর কাঁপিছে অমনি।
"এত অল্প সেনা লয়ে"—ভাবিছে—"কেমনে
পরাজিব অগণিত বাহিনী সকল ?
কে জানে যদ্যপি হয় পরাজয় রণে,
ইংলণ্ডের সব আশা হইবে বিফল।
দুর্লঙ্ঘ্য সাগর লঙ্ঘি একজন আর,
শ্বেতদ্বীপে কভু নাহি ফিরিবে আবার।

৫২

"একে ত সংখ্যায় অল্প মম সৈন্যদল ;
তাহাদের মধ্যে তাহে নাহি এক জন
সুশিক্ষিত যুদ্ধশাস্ত্রে ; প্রায় ত সকল
সমরে অদূরদর্শী শিশুর মতন।
অধিকাংশ এইমাত্র লেখনী ছাড়িয়া
অনিচ্ছায় তরবারি লইয়াছে করে ;

কেমনে এমন ক্ষীণ তৃণদল দিয়া
অসংখ্য অশনিবৃন্দ কাটিব সময়ে ?
ফিরে যাই, কাজ নাই বিষম সাহসে,
স্ব-ইচ্ছায় কে কোথায় ব্যাঘ্র-মুখে পশে ?

৫৩

"ফিরে যাব ? কোথা যাব ? স্বদেশে আমার ?
ছ মাসের পথ বল যাইব কেমনে ?
ওই ভাগীরথী নদী না হইতে পার,
আক্রমিবে কাল সম দুরন্ত যবনে ;
জনে জনে নিজ হস্তে বধিবে জীবনে,
অথবা করিবে বন্দী রাজ-কারাগারে ;
কাঁদি যদি দীনভাবে পড়িয়া চরণে
জীবন্ত নির্দ্দয় নাহি ছাড়িবে কাহারে।
কি কাজ পলায়ে তবে শৃগালের প্রায়,
যুঝিব, শুইব রণে অনন্ত শয্যায়।

৫৪

"আমরা বীরের পুত্র, যুদ্ধব্যবসায়ী ;
আমাদের স্বাধীনত্ব বীরত্ব জীবন ;
রণক্ষেত্রে এই দেহ হ'লে ধরাশায়ী,
তথাপি ত্যজিব প্রাণ বীরের মতন।
করিব না, করে অসি থাকিতে আমার,
জননীর শ্বেত অঙ্গে কলঙ্ক অর্পণ ;
মরিব, মারিব শত্রু, করিব সংহার,
বলিলাম এই অসি করি আস্ফালন।
শ্বেতদ্বীপ! জিনি রণ ফিরিব আবার,
তা না হয়, এইখানে বিদায় সবার।"

৫৫

স্বগত চিন্তার স্রোত না হইতে স্থির,
অজ্ঞাতে অন্যত্র চিত্ত হ'ল আকর্ষিত ;
বৃটিশ যুবক কেহ হইয়া অধীর,
বর্ষিতেছে প্রেমময়, মধুর সঙ্গীত।

সঙ্গীত

১

"প্রিয়ে! কেরোলাইনা আমার!
কি বলিয়া প্রিয়তমে! হইব বিদায়?
বচন না সরে মুখে,
হৃদয় বিদরে দুঃখে,
উচ্ছ্বসিত আজি প্রিয়ে! প্রেম-পারাবার।
অনন্ত লহরী তাহে নাচিয়া বেড়ায় ;
প্রত্যেক কল্লোলে প্রাণ
গায় তব প্রেমগান,
প্রত্যেক হিল্লোলে আজি চুম্বে বারংবার
প্রিয়ে! কেরোলাইনা আমার।

২

"প্রিয়ে! কেরোলাইনা আমার!
সমুদ্রের এক প্রান্তে ভাসিলে চন্দ্রমা,
সীমা হ'তে সীমান্তরে
হাসে সিন্ধু সেই করে,
রজত-চন্দ্রিকাময় হয় পারাবার ;
তেমতি যদিও তুমি ইংলণ্ডে প্রেয়সী,
প্রিয়ে! তব রূপরাজি
ভারতে ভাসিছে আজি,

ভাসিতেছে প্রিয়তমে ! চিত্তে অভাগার ;
প্রিয়ে ! কেরোলাইনা আমার !

৩

"প্রিয়ে ! কেরোলাইনা আমার !
যেই দিন দুরাকাঙ্ক্ষা-তরী আরোহিয়া
লঙ্ঘিয়া প্রবল সিন্ধু,
ছাড়িয়া প্রণয়-ইন্দু,
আসিল এ দেশান্তরে প্রণয়ী তোমার,
সেই দিন প্রিয়তমে ! আবার, আবার,
আজি এই রণস্থলে,
দুর্নিবার স্মৃতিবলে
পড়ি মনে উছলিছে প্রেম-পারাবার ;
প্রিয়ে ! কেরোলাইনা আমার !

৪

"প্রিয়ে ! কেরোলাইনা আমার !
সরল তরল হাসি মাখিয়া অধরে,
বলেছিলে—'প্রিয়তম !
পরাতে গলায় মম,
আনিবে না গোলকণ্ডা হীরকের হার ?'
আবার সজল নেত্রে, বঙ্কিম গ্রীবায়
রেখে মম বাম কর,
বলেছিলে,—'প্রাণেশ্বর !
এই হার বিনে কিছু নাহি চায় আর,
প্রিয়া কেরোলাইনা তোমার।'

৫

"প্রিয়ে! কেরোলাইনা আমার!
যেই প্রেম-অশ্রুরাশি আজি অভাগার
ঝরিতেছে নিরবধি,
তরল না হ'ত যদি,
গাঁথিতাম যেই হার, তব উপহার;
কি ছার ইহার কাছে গোলকণ্ডাহার!
প্রতি অশ্রু আলোকিয়ে,
বিরাজিতে তুমি প্রিয়ে!
তব প্রেম বিনে মূল্য হ'ত না তাহার,
প্রিয়ে! কেরোলাইনা আমার!

৬

"প্রিয়ে! কেরোলাইনা আমার!
এই ছিল সারা নিশি তমসা রজনী,
এই মাত্র সুধাকর
বরষি বিমল কর,
রঞ্জিল কিরণজালে সকল সংসার!
হায়! এ বিষাদ দীর্ঘ বিচ্ছেদের পরে,
তব রূপ নিরুপম,
আঁধার হৃদয় মম,
আলোকিবে পুনঃ কি এ জনমে আবার,
প্রিয়ে! কেরোলাইনা আমার?

৭

"প্রিয়ে! কেরোলাইনা আমার!
কিংবা কালি,—ভেবে বুক বিদরিয়া যায়!-

কালি ওই রণাঙ্গনে,
অভাগার দুনয়নে,
সেইরূপ—এই আশা—হবে কি আঁধার ?
তবে অশ্রুসিক্ত তব ক্ষুদ্র চিত্রখানি
রাখিয়া হৃদয়োপরে,
মরিব, প্রণয়ভরে
জন্মের মতন আহা ! ডাকি একবার,—
'প্রিয়ে ! কেরোলাইনা আমার !'

৮

'প্রিয়ে ! কেরোলাইনা আমার !'
যায় নিশি, এই নিশি প্রেয়সি ! আবার,
পুনঃ এই সুধাকর,
তারাময় নীলাম্বর,
হইবে কি সমুদিত নয়নে আমার !
জীবনের শেষ দিবা হয় ত প্রভাত
হইতেছে পূর্ব্বাচলে,
কালি নাশি নেত্রজলে,
হতভাগা স্মরিবে না,—ডাকিবে না আর,—
'প্রিয়ে ! কেরোলাইনা আমার !'
নীরবিল যুবা—যেন নৈশ সমীরণে
হইল জীবন মন শেষ তানে লয় !
সেই তান ক্লাইবের পশিল শ্রবণে ;
ঝরিল একটি অশ্রু. দ্রবিল হৃদয় ।
সুদীর্ঘ নিশ্বাস সহ হইল নির্গত—
'প্রিয়তমে মেক্লিলিন !—জনমের মত !'

তৃতীয় সর্গ সমাপ্ত ।

চতুর্থ সর্গ

যুদ্ধ

১

পোহাইল বিভাবরী পলাশি-প্রাঙ্গণে,
পোহাইল যবনের সুখের রজনী ;
চিত্রিয়া যবন-ভাগ্য আরক্ত গগনে,
উঠিলেন দুঃখভরে ধীরে দিনমণি।
শান্তোজ্জ্বল কররাশি চুম্বিয়া অবনী,
প্রবেশিল আম্রবনে, প্রতিবিম্ব তার
শ্বেতমুখ-শতদলে ভাসিল অমনি ;
ক্লাইবের মনে হ'ল স্ফূর্ত্তির সঞ্চার।
সিরাজ স্বপ্নান্তে রবি করি দরশন,
ভাবিল এ বিধাতার রক্তিম নয়ন।

২

নীরবে পোহাল নিশি ; নীরব সকল ;
রণক্ষেত্রে একেবারে না বহে বাতাস ;
একটি পল্লব নাহি করে টলমল ;
একটি ঘোড়ার আর নাহি বহে শ্বাস।
শকুনি, গৃধিনী, কাক, শালিকের দল,
নীরবে বসিয়া স্থির শাখার উপরে।
দূরে নীল গঙ্গা এবে শান্ত অচঞ্চল :
একটি হিল্লোল নাহি কাঁপে সরোবরে।
রণপ্রতীক্ষায় স্থির পলাশি-প্রাঙ্গণ,
প্রলয়-ঝড়ের পূর্ব্বে প্রকৃতি যেমন।

১

ব্রিটিশের রণবাদ্য বাজিল অমনি
কাঁপাইয়া রণস্থল
কাঁপাইয়া গঙ্গাজল,
কাঁপাইয়া আম্রবন উঠিল সে ধ্বনি।

২

নাচিল সৈনিক-রক্ত ধমনী ভিতরে,
মাতৃকোলে শিশুগণ,
করিলেক আস্ফালন,
উৎসাহে বসিল রোগী শয্যার উপরে।

৩

নিনাদে সমর-রঙ্গে নবাবের ঢোল,
ভীম রবে দিগঙ্গন,
কাঁপাইয়া ঘন ঘন
উঠিল অম্বর-পথে করি ঘোর রোল।

৪

ভীষণ মিশ্রিত ধ্বনি করিয়া শ্রবণ,
কৃষক লাঙ্গল ধ'রে
দ্বিজ কোষাকুষি করে
দাঁড়াইলা বজ্রাহত পথিক যেমন!

৫

অর্দ্ধ-নিষ্কোষিত অসি করি যোদ্ধৃগণ,
বারেক গগন প্রতি,
বারেক মা বসুমতী
নিরখিল, যেন এই জন্মের মতন।

৬

ভাগীরথী-উপাসক আর্য্যসুতগণ,
ভক্তিভরে কিছুক্ষণ,
করি গঙ্গা দরশন,
'জয় গঙ্গামাই' ব'লে ডাকিল তখন।

৭

ইঙ্গিতে পলকে মাত্র সৈনিক সকল,
বন্দুক সদর্পভরে,
তুলি নিল অংসোপরে ;
সঙ্গিনে কণ্টকাকীর্ণ হ'ল রণস্থল।

৮

বেগবতী স্রোতস্বতী ভৈরব গর্জ্জনে,
সলিল সঞ্চয় করি,
যায় ভীম বেগ ধরি,
প্রতিকূল শৈল প্রতি তাড়িত-গমনে।

৯

অথবা ক্ষুধার্ত্ত ব্যাঘ্র, কুরঙ্গ কাননে
করে যদি দরশন,
দলি গুল্ম-লতা-বন,
তীরবৎ ছুটে বেগে মৃগ আক্রমণে।

১০

তেমতি নবাব-সৈন্য বীর অনুপম,
আম্রবন লক্ষ্য করি,
এক স্রোতে অস্ত্র ধরি,
ছুটিল সকলে যেন কালান্তক যম।

১১

অকস্মাৎ একেবারে শতেক কামান,
করিল অনলবৃষ্টি,
ভীষণ সংহার দৃষ্টি !
কত শ্বেত যোদ্ধা তাহে হ'ল তিরোধান !

১২

অস্ত্রাঘাতে সুপ্তোত্থিত শার্দ্দূলের প্রায়,
ক্লাইব নির্ভয়-মন,
করি রশ্মি আকর্ষণ,
আসিল তুরঙ্গোপরে রক্ষিতে সেনায়।

১৩

"সম্মুখে—সম্মুখে !"—বলি সরোষে গর্জ্জিয়া,
করে অসি তীক্ষ্ণ-ধার,
বৃটিশের পুনর্ব্বার
নির্ব্বাপিত-প্রায় বীর্য্য উঠিল জ্বলিয়া।

১৪

ইংরাজের বজ্রনাদী কামান সকল,
গম্ভীর গর্জ্জন করি,
নাশিতে সম্মুখ অরি,
মুহূর্ত্তেকে উগরিল কালান্ত-অনল।

১৫

বিনা মেঘে বজ্রাঘাত চাষা মনে গণি,
ভয়ে সশঙ্কিত প্রাণে,
চাহিল আকাশ পানে,
খসিল কামিনী-কক্ষ কলসী অমনি।

১৬

পাখিগণ সশঙ্কিত করি কলরব,
পশিল কুলায়ে ভয়ে ;
গাভীগণ ছুটে রড়ে
বেগে গৃহদ্বারে গিয়ে হাঁফায় নীরব !

১৭

আবার, আবার সেই কামান-গর্জ্জন !
উগরিল ধূমরাশি,
আঁধারিল দশ দিশি,
বাজিল বৃটিশ বাদ্য জলদনিস্বন ।

১৮

আবার, আবার সেই কামান গর্জ্জন !
কাঁপাইয়া ধরাতল,
বিদারিয়া রণস্থল,
উঠিল যে ভীম রব, ফাটিল গগন ।

১৯

সেই ভীম রবে মাতি ক্লাইবের সেনা,
ধূমে আবরিত দেহ,
কেহ অশ্বে, পদে কেহ,
গেল শত্রু মাঝে, অস্ত্রে বাজিল ঝঞ্ঝনা ।

২০

খেলিছে বিদ্যুৎ এ কি ধাঁধিয়া নয়ন ?
শতে শতে তরবার
ঘুরিতেছে অনিবার,
রবিকরে প্রতিবিম্ব করি প্রদর্শন ।

২১

ছুটিল একটি গোলা রক্তিম-বরণ,
বিষম বাজিল পায়ে,
সেই সাংঘাতিক ঘায়ে
ভূতলে হইল মিরমদন পতন !

২২

"হুর্‌রে ! হুর্‌রে !"—করি গর্জ্জিল ইংরাজ ।
নবাবের সৈন্যগণ
ভয়ে ভঙ্গ দিল রণ,
পলাতে লাগিল সবে, নাহি সহে ব্যাজ ।

২৩

"দাঁড়া রে ! দাঁড়া রে ফিরে ! দাঁড়া রে যবন !
দাঁড়াও ক্ষত্রিয়গণ !
যদি ভঙ্গ দেও রণ,"—
গর্জ্জিলা মোহনলাল—"নিকট শমন ।

২৪

"আজি এই রণে যদি কর পলায়ন,
মনেতে জানিও স্থির,
কারো না থাকিবে শির,
সবান্ধবে যাবে সবে শমন-ভবন ।

২৫

"ভারতে পাবি না স্থান করিতে বিশ্রাম ।
নবাবের মাথা খেয়ে,
কেমনে আসিলি ধেয়ে,
মরিবি, মরিবি, ওরে যবনসন্তান !

২৬

"সেনাপতি! ছি ছি এ কি! হা ধিক্ তোমারে!
কেমনে বল না হায়!
কাষ্ঠের পুতুল প্রায়,
সসজ্জিত দাঁড়াইয়া আছ এক ধারে?

২৭

"ওই দেখ, ওই যেন চিত্রিত প্রাচীর,
ওই তব সৈন্যগণ
দাঁড়াইয়া অকারণ,
গণিতেছে লহরী কি রণ-পয়োধির?

২৮

"দেখিছ না সর্ব্বনাশ সম্মুখে তোমার?
যায় বঙ্গ-সিংহাসন,
যায় স্বাধীনতা-ধন,
যেতেছে ভাসিয়া সব, কি দেখিছ আর?

২৯

"ভেবেছ কি শুধু রণে করি পরাজয়,
রণমত্ত শত্রুগণ
ফিরে যাবে ত্যজি রণ,
আবার যবন বঙ্গে হইবে উদয়?

৩০

"মূর্খ তুমি!—মাটি কাটি লভি কহিনুর,
ফেলিয়া সে রত্ন হায়!
কে ঘরে ফিরিয়া যায়,
বিনিময়ে অঙ্গে মাটি মাখিয়া প্রচুর?

৩১

"কিংবা, যেই পাপে বঙ্গ করেছ পীড়িত,
হতভাগ্য হিন্দুজাতি,
দহিয়াছ দিবারাতি,
প্রায়শ্চিত্তকাল বুঝি এই উপস্থিত !

৩২

"সামান্য বণিক্, এই শত্রুগণ নয় ।
দেখিবে তাদের হায় !
রাজা, রাজ্য, ব্যবসায় ;
বিপণি সমর-ক্ষেত্র, অস্ত্র বিনিময় ।

৩৩

"নিশ্চয় জানিও রণে হ'লে পরাজয়,
দাসত্ব শৃঙ্খল-ভার
ঘুচিবে না জন্মে আর,
অধীনতা-বিষে হবে জীবন সংশয় !

৩৪

"যেই হিন্দুজাতি এবে চরণে দলিত,
সেই হিন্দুজাতি সনে,
নিশ্চয় জানিও মনে,
একই শৃঙ্খলে সবে হবে শৃঙ্খলিত ।

৩৫

"অধীনতা, অপমান সহি অনিবার,
কেমনে রাখিবে প্রাণ,
নাহি পাবে পরিত্রাণ,
জ্বলিবে জ্বলিবে বুক হইবে অঙ্গার ।

৩৬

"সহস্র গৃধিনী যদি শতেক বৎসর,
হৃৎপিণ্ড বিদারিত
করে অনিবার, প্রীত
বরঞ্চ হইব তাহে, তবু হা ঈশ্বর !

৩৭

"এক দিন—একদিন—জন্ম জন্মান্তরে
নাহি হই পরাধীন,
যন্ত্রণা অপরিসীম
নাহি নাহি যেন নর-গৃধিনীর করে !

৩৮

"হারাস্ নে, হারাস্ নে, রে মূর্খ যবন ।
হারাস্ নে এ রতন !
এই অপার্থিব ধন !
হারাইলে আর নাহি পাইবি কখন ।

৩৯

"বীর-প্রসবিনী যত মোগল রমণী,
না বুঝিনু কি প্রকারে
প্রসবিল কুলাঙ্গারে ;
চঞ্চলা যবন-লক্ষ্মী বুঝিনু এখনি ।

৪০

"প্রণয়-কুসুমহার, রে ভীরু দুর্ব্বল !
পরাইলি যে গলায়,
বল না রে কি লজ্জায়
পরাইবি সে গলায় দাসত্বশৃঙ্খল ?

৪১

"চির-উপার্জ্জিত সেই কুলের গৌরব!
কেমনে সে পূর্ণশশী
কলঙ্কে করিলি মসী?
তত্রোধিক যবনের কি আছে বিভব?

৪২

"ভুবন-বিখ্যাত সেই যশের কারণ,
বনিতা, দুহিতা তরে,
লও অসি, লও করে!
ভারতের লাগি সবে কর তবে রণ।

৪৩

"কোথায় ক্ষত্রিয়গণ সমরে শমন!
ছিছি ছিছি এ কি কাজ!
ক্ষত্রকুলে দিয়ে লাজ
কেমনে শত্রুরে পৃষ্ঠ করালি দর্শন?

৪৪

"বীরের সন্তান তোরা বীর-অবতার;
স্বকুলে দিলি রে ঢালি
এমন কলঙ্ককালি!
শৃগালের কাজ, হয়ে সিংহের কুমার!

৪৫

"কেমনে যাবি রে ফিরে ক্ষত্রিয় সমাজে?
কেমনে দেখাবি মুখ?
জীবনে কি আছে সুখ?
স্ত্রী-পুত্র তোদের যত হাসিবেক লাজে!

৪৬

"ক্ষত্রিয়ের একমাত্র সাহস সহায় ;
সে বীরত্ব-প্রভাকরে
অর্পি, ভীরু! রাহুকরে,
কেমনে ফিরিবি ঘরে কি ছার আশায় ?

৪৭

"কি ছার জীবন যদি নাহি থাকে মান!
রাখিব রাখিব মান,
যায় যাবে যাক্ প্রাণ,
সাধিব, সাধিব সবে প্রভুর কল্যাণ!

৪৮

"চল তবে ভ্রাতাগণ! চল পুনর্ব্বার!
দেখিব ইংরাজদল
শ্বেত অঙ্গে কত বল,
আর্য্যসুতে জিনে রণে হেন সাধ্য কার ?

৪৯

"বীর-প্রসূতির পুত্র আমরা সকল ;
না ছাড়িব একজন,
কভু না ছাড়িব রণ,
শ্বেত অঙ্গে রক্তস্রোত না হলে অচল!

৫০

"দেখাব ভারত-বীর্য্য দেখাব কেমন ;
বলে যদি হিমাচল,
করে তারা রসাতল,
না পারিবে টলাইতে একটি চরণ!

৫১

"যদি তারা প্রভাকর উপাড়িয়া বলে
ডুবায় সিন্ধুর জলে,
তথাপি ক্ষত্রিয়দলে
টলাইতে না পারিবে, বলে, কি কৌশলে !

৫২

"সহে না বিলম্ব আর, চল ভ্রাতাগণ !
চল সবে রণস্থলে,
দেখিব কে জিনে বলে !
দেখাব ক্ষত্রিয়-বীর্য্য, দেখাব কেমন।"

৫৩

ছুটিল ক্ষত্রিয়দল, ফিরিল যবন ;
যেমতি জলধিজলে
প্রকাণ্ড তরঙ্গদলে
ছুটে যায়, বহে যবে ভীম প্রভঞ্জন !

৫৪

বাজিল তুমুল যুদ্ধ, অস্ত্রের নির্ঘাত,
তোপের গর্জ্জন ঘন,
ধূম অগ্নি উদ্‌গিরণ,
জলধরমধ্যে যেন অশনিসম্পাত।

৫৫

নাচিছে অদৃষ্টদেবী, নির্দ্দয়-হৃদয় !
এই বৃটিশের পক্ষে,
এই বিপক্ষের বক্ষে,
এই বার ইংরাজের হ'ল পরাজয়।

৫৬

অকস্মাৎ তূর্য্যধ্বনি হইল তখন,—
"ক্ষান্ত হও যোদ্ধাগণ।
কর অস্ত্র সম্বরণ!
নবাবের অনুমতি কালি হবে রণ।"

৫৭

উত্থিত কৃপাণ কর হইল অচল;
সম্মুখ চরণদ্বয়
উত্থিত, তুরঙ্গচয়,
দাঁড়াল, নবাবসৈন্য হইল চঞ্চল।

৫৮

যেমতি শিখরবাহী পার্ব্বতীয় নদী,
করি তরু উন্মূলন,
ছিঁড়ি গুল্ম-লতা-বন,
অবরুদ্ধ হয় শৈলে অর্দ্ধ পথে যদি,

৫৯

অচল শিলার সহ যুঝি বহুক্ষণ,
যদি কোন মতে তারে
বারেক টলাতে পারে,
উপাড়িয়া শিলা হয় ভূতলে পতন।

৬০

তেমতি বারেক যদি টলিল যবন,
ইংরাজ 'সঙ্গিন' করে,
ইন্দ্র যেন বজ্র ধরে,
ছুটিল পশ্চাতে, যেন কৃতান্ত শমন।

৬১

কারো বুকে, কারো পৃষ্ঠে, কাহারো গলায়,
লাগিল, সঙ্গিন-ঘায়
বরিষার ফোঁটা প্রায়,
আঘাতে আঘাতে পড়ে যবন ধরায়।

৬২

ঝম্ ঝম্ ঝম্ করি বৃটিশ বাজনা
কাঁপাইয়া রণস্থল,
কাঁপাইয়া গঙ্গাজল,
আনন্দে করিল বঙ্গে বিজয় ঘোষণা।

৬৩

মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ি অচল উপর,
শোণিত-আরক্ত-কায়,
অস্ত গেল রবি হায়!
অস্ত গেল যবনের গৌরব-ভাস্কর।

৩

নিবিয়াছে মহাঝড়; রণ-প্রভঞ্জন,
ভীম পরাক্রমে নর-মহীরুহ-চয়
উপাড়ি ধরায়, শান্ত হয়েছে এখন;
সবিষাদে সমীরণ ধীরে ধীরে বয়।
মূর্চ্ছান্তে মোহনলাল মেলিয়া নয়ন
দেখিলা সমরক্ষেত্র, মুহূর্ত্ত তুলিয়া
ম্লান মুখ; ক্ষত দেহে রক্ত-প্রস্রবণ

ছুটিল, পড়িল শিরে আকাশ ভাঙ্গিয়া।
চাহি অস্তমিত-প্রায় প্রভাকর পানে,
বলিতে লাগিল শোক-উচ্ছ্বসিত প্রাণে।—

৪

"কোথা যাও, ফিরে চাও, সহস্রকিরণ!
বারেক ফিরিয়া চাও, ওহে দিনমণি!
তুমি অস্তাচলে, দেব! করিলে গমন,
আসিবে যবনভাগ্যে বিষাদ-রজনী!
এ' বিষাদ-অন্ধকারে নির্ম্মম অন্তরে,
ডুবায়ে যবন-রাজ্য যেও না তপন!
উঠিলে কি ভাব বঙ্গে নিরীক্ষণ ক'রে
কি দশা দেখিয়া, আহা! ডুবিছ এখন!
পূর্ণ না হইতে তব অর্দ্ধ আবর্ত্তন,
অর্দ্ধ পৃথিবীর ভাগ্য ফিরিল কেমন!

৫

"অদৃষ্টচক্রের কিবা বিচক্ষণ গতি!
দেখিতে দেখিতে কত হয় আবর্ত্তন!
কাহার উন্নতি হবে, কার অবনতি,
মুহূর্ত্তেক পূর্ব্বে আহা, বলে কোন্ জন!
কালি যেই স্থানে ছিল বৈজয়ন্ত ধাম,
আজি দেখি সেই স্থানে বিজন কানন;
ভীষণ সময়স্রোত, হায়! অবিরাম,
কত রাজ্য, রাজধানী করে নিমগন!
সিরাজ সময়স্রোতে হইয়া পতন,
হারাল পলাশিক্ষেত্রে রাজ্য সিংহাসন।

৬

"কোথায় ভারতবর্ষ,—কোথায় বৃটন ?
অলঙ্ঘ্য পর্ব্বতশ্রেণী, অনন্ত সাগর,
অগণিত রাজ্য, উপরাজ্য অগণন,
অর্দ্ধেক পৃথিবী মধ্যে ব্যাপী কলেবর।
ইংলণ্ডের চন্দ্র সূর্য্য দেখে না ভারত ;
ভারতের চন্দ্র সূর্য্য দেখে না বৃটন ;
পবনের গতি কিংবা কল্পনার রথ,
কোন কালে এত দূর করেনি গমন !
আকাশ-কুসুম কিংবা মন্দার যেমন,
জানিত ভারতবাসী ইংলণ্ড তেমন।

৭

"সেই সে ইংলণ্ড আজি হইল উদয়,
ভারত-অদৃষ্টাকাশে তপনের মত।
এই রবি শীঘ্র অস্ত হইবার নয় ;
কখনো হইবে কি না, জানে ভবিষ্যৎ।
এক দিন,—দুই দিন,—বহু দিন আর,
কাষ্ঠপুত্তলের মত অভাগা যবন,
বঙ্গ-রঙ্গভূমে নাহি করিবে বিহার ;
কলঙ্কিত করিবে না বঙ্গ-সিংহাসন।
আজি, নহে কালি, কিংবা দুই দিন পরে
অবশ্য যাইবে বঙ্গ ইংলণ্ডের করে।

৮

"কি ক্ষণে উদয় আজি হইলে তপন !
কি ক্ষণে প্রভাত হ'ল বিগত শর্ব্বরী !

আঁধারিয়া ভারতের হৃদয়-গগন,
স্বাধীনতা শেষ আশা গেল পরিহরি।
যবনের অবনতি করি দরশন,
নিরখিয়া মহারাষ্ট্র গৌরব বর্দ্ধিত,
কোন্ হিন্দুচিত্ত নাহি—নিরাশাসদন—
হয়েছিল স্বাধীনতা-আশায় পূরিত ?
কিন্তু তব অস্ত সনে, কি বলিব আর,
সেই আশাজ্যোতিঃ আজি হইবে আঁধার !

৯

"নিতান্ত কি দিনমণি ! ডুবিলে এবার,
ডুবাইয়া বঙ্গ আজি শোক-সিন্ধু-জলে ?
যাও তবে, যাও দেব ! কি বলিব আর ?
ফিরিও না পুনঃ বঙ্গ-উদয়-অচলে।
কি কায বল না, আহা ! ফিরিয়া আবার ?
ভারতে আলোক কিছু নাহি প্রয়োজন।
আজীবন কারাগারে বসতি যাহার,
আলোক তাহার পক্ষে লজ্জার কারণ !
কালি পূর্ব্বাশার দ্বার খুলিবে যখন
ভারতে নবীন দৃশ্য করিবে দর্শন।

১০

"আজি গেলে, কালি পুনঃ হইবে উদয়,
গেল দিন, এই দিন ফিরিবে আবার ;
যবন-গৌরব-রবি ফিরিবার নয়,
ভারতের এই দিন ফিরিবে না আর !
ফিরিবে না মৃতদেহে বিগত জীবন।

বাঁচিবে না রণাহত অভাগা সকল।
মৃতদেহ-নিপীড়িত শুষ্ক তৃণগণ
কিছুদিন পরে পুনঃ পাবে নব বল ;
এবে মৃতদেহতলে, বৎসর অন্তরে
জনমিবে পুনর্ব্বার তাদের উপরে।

১১

"এস সন্ধ্যে! ফুটিয়া কি ললাটে তোমার
নক্ষত্র-রতন-রাজি করে ঝলমল ?
কিংবা শুনি যবনের দুঃখসমাচার,
কপালে আঘাত বুঝি করেছ কেবল,
তাহে এই রক্তবিন্দু হয়েছে নির্গত ?
এস শীঘ্র প্রসারিয়া ধূসর অঞ্চল,
লুকাও যবনমুখ দুঃখে অবনত !
আবরিত কর শীঘ্র এই রণস্থল !
রাশি রাশি অন্ধকার করি বরিষণ,
লুকাও অভাগাদের বিকৃত বদন !

১২

"কালি সন্ধ্যাকালে এই হতভাগাগণ,—
অহঙ্কারে স্ফীতবুক রমণীমণ্ডলে ;
কালি নিশিযোগে লয়ে রমণীরতন
আমোদে ভাসিতেছিল মন-কুতুহলে।
প্রভাতে সমরসাজে সাজিল সকল,
মধ্যাহ্নে মাতিল দর্পে কালান্তক রণে ;
না ছুঁইতে প্রভাকর ভূধর-কুন্তল,
শায়াহ্নে শায়িত হ'ল অনন্ত শয়নে।

বিপক্ষ, বান্ধব, অশ্ব, অশ্বারোহিগণ,
একই শয্যায় শুয়ে ক্ষত্রিয় যবন!

১৩

"আসিলে যামিনী দেবী যে বঙ্গ-ভবন
আমোদে পূর্ণিত হ'ত, সঙ্গীত হিল্লোল
উথলিত ব্যাপি ওই সুনীল গগন,
আজি সে বঙ্গেতে শুধু রোদনের রোল!
পতিহীনা, পুত্রহীনা, ভ্রাতৃহীনা নারী,
ভ্রাতার বিয়োগে ভ্রাতা, করে হাহাকার;
বজ্রসম পুত্রশোক সহিতে না পারি,
কাঁদে কত পিতা ভূমে হয়ে দীর্ঘাকার।
আজি অন্ধকার-পূর্ণ বঙ্গের সংসার
কোন ঘরে নাই ক্ষীণ আলোক-সঞ্চার।

১৪

"এই নহে ভারতের রোদনের শেষ;
পলাশির-যুদ্ধের নহে এই পরিণাম।
যেই শক্তি-স্রোতস্বতী ভেদী বঙ্গদেশ
নির্গত হইল আজি, ভ্রমি অবিশ্রাম
হিমাচল হতে বেগে করিবে গমন
কুমারীতে, লঙ্কাদ্বীপে লঙ্ঘি পারাবার।
প্রতিদিন ইহার বাড়িবে আয়তন,
হইবে তাহাতে ভীম ঝটিকা সঞ্চার!
যবে পূর্ণবলে ক্রমে হবে বলবতী,
কার সাধ্য নিবারিবে এই স্রোতস্বতী?

১৫

"পলাশিতে আজি যেই ধবল জলদ
ভারত-অদৃষ্টাকাশে হইল সঞ্চার,
তিল তিল বৃদ্ধি হয়ে এ শ্বেত নীরদ
ধরিবে ভীষণ মহামেঘের আকার।
জুড়িয়া ভারত-ভূমি হবে অন্ধকার;
বহিবে প্রলয়-ঝড়, ভীম প্রভঞ্জন;
যত পুরাতন রাজ্য হবে ছারখার;
উড়িয়া যাইবে রাজা, রাজ্য, সিংহাসন।
কিন্তু এই ঝড় যবে হইবে অন্তর,
ভাসিবে ভারতাকাশে শান্তি-সুধাকর।

১৬

"শ্বেত দ্বীপ! আজি তব কি সুখের দিন!
যে রত্ন হইল তব মুকুট-ভূষণ,
একেবারে হ'য়ে হিংসা আশার অধীন,
সমুদয় ইউরোপ করিবে দর্শন।
যাও তবে সমীরণ, ঝড়বেগ ধরি,
বহ এই শুভ বার্ত্তা ইংলণ্ড ঈশ্বরে!
শুনিয়া সাগরমাঝে শ্বেতাঙ্গ-সুন্দরী
নাচিবে, মরাল যেন নীল সরোবরে।
হইবে সমস্ত দ্বীপ প্রতিধ্বনিময়,
গম্ভীরে সাগরে গাবে ইংলণ্ডের জয়।

১৭

"আর ভারতের?—সেই চির-অধীনীর?
ভারতেরো নহে আজ অসুখের দিন।

পশিয়া পিঞ্জরান্তরে, বন-বিহঙ্গীর
কিবা সুখ, কি অসুখ ?—সমান অধীন।
পরাধীন স্বর্গবাস হ'তে গরীয়সী
স্বাধীন নরকবাস, অথবা নির্ভীক
স্বাধীন ভিক্ষুক ওই তরুতলে বসি,
অধীন ভূপতি হ'তে সুখী সমধিক ;
চাহি না স্বর্গের সুখ, নন্দন কানন,
যদি পাই,—কিন্তু হায় ! ফুরাল স্বপন !

১৮

"ভারতেরো নহে আজি অসুখের দিন।
আজি হ'তে যবনেরা হ'ল হতবল,
কিবা ধনী, মধ্যবিৎ, কিবা দীন হীন,
আজি হ'তে নিদ্রা যাবে নির্ভয়ে সকল।
ফুরাইল যবনের রাজ্য-অভিনয় ;
এত দিনে যবনিকা হইল পতন ;
করাল কালের গর্ভে, বিস্মৃতি-আলয়ে,
অচিরে যবন-রাজ্য হইবে স্বপন।
পুনর্ব্বার যবনিকা উঠিবে যখন,
প্রবেশিবে অভিনব অভিনেতৃগণ।

১৯

"আজি উচ্ছ্বসিত মনে হ'তেছে স্মরণ,
অঙ্কে অঙ্কে এই দীর্ঘ অভিনয় কালে,
কত সুখ, কত দুঃখ, কত উৎপীড়ন,
লিখিয়াছিলেন বিধি, ভারত-কপালে !
দুঃখিনীর কত অশ্রু, হায় ! অনিবার
ঝরিয়াছে প্রিয়তম তনয়ের তরে ;

কত অত্যাচার, হায়! কত অবিচার
সহিয়াছে অভাগিনী পাষাণ অন্তরে।
এখনো শরীর কাঁপে স্মরি অত্যাচার,
করাল কৃপাণ মুখে ধর্ম্মের বিস্তার।

২০

"কিন্তু বৃথা,—নাহি কাজ সুদীর্ঘ কথায়।
জানি আমি যবনের পাপ অগণিত;
জানি আমি ঘোরতর পাপের ছায়ায়
প্রতিছত্রে ইতিহাস আছে কলঙ্কিত।
আছে,—কিন্তু হায়! এই কলঙ্কসাগরে,
ছিল নাকি স্থানে স্থানে রতননিচয়
চিরোজ্জ্বল! ইতিহাসে রক্ষিত আদরে?
ছিল কি সম্রাট মাত্র সম নৃশংসয়?
পাপী আরঙ্গজীব, আলাউদ্দিন পামর,
ছিল যদি, ছিল না কি বাবর, আকবর?

২১

"ঘোলে ব'লে দিবসের অঞ্চলের গোধূলি,
যতই তমসা ব'লে বোধ হয় মনে,
না থাকিলে রবি—বিশ্ব-নয়নপুতলী,—
দিবা ব'লে বোধ হ'ত নিশার তুলনে।
স্বাধীন অপক্ষপাতী আর্য্যরাজ্য পরে,
তেমনি যবনরাজ্য—স্বজাতিপ্রবণ—
যতই কলঙ্কে খ্যাত, কিন্তু স্থানান্তরে
এত কলুষিত বোধ হ'ত না কখন!
সন্দেহ, হইত কি না রাবণ ঘৃণিত,
রামের ছায়াতে যদি না হ'ত চিত্রিত।

২২

'কি কায সে সুখ দুঃখ করিয়া স্মরণ
ক্ষত হৃদয়ের ব্যথা জাগায়ে আবার ?
ক্রমে ওই নিশীথিনী-ছায়ার মতন,
যবনের হতভাগ্য হতেছে সঞ্চার !
আরঙ্গজীব অস্ত সনে, অলক্ষিতে হায় !
প্রবেশিল যে গোধূলি মোগল-সংসারে,—
উত্তরিল নিশা আজি ; ঢাকিবে ত্বরায়
প্রকাণ্ড যবনরাজ্য নিবিড় আঁধারে।
দিল্লী, মুরশিদাবাদ, হইবে এখন
যবনের গৌরবের সমাধিভবন।

২৩

"ছিল না ঐশ্বর্য্যে বীর্য্যে এই ধরাতলে
সমকক্ষ যবনের,—বীর-পরাক্রম
অস্তাচল হ'ত খ্যাত উদয়-অচলে।
সে বীরজাতির এই দৃঢ় সিংহাসন,
ছিল পঞ্চ শত বর্ষ হিমাদ্রির মতন
অচল, অটল, রাষ্ট্রবিপ্লব-সাগরে।
কে জানিত আজি তাহা হইবে পতন
বাঙ্গালীর মন্ত্রণায়, বণিকের করে ?
কিংবা ভাগ্যদোষে যদি বিধি হয় বাম,
শেলপাতা বাজে বুকে শেলের সমান।

২৪

"পঞ্চ শত বর্ষ পূর্ব্বে যে জাতি দুর্ব্বার,
বিক্রমে ভারতরাজ্য করিল স্থাপন ;

তাহাদের সন্তান কি এই কুলাঙ্গার,
হারাইল আজি যারা সেই সিংহাসন ?
ছিল যেই জাতি শ্রেষ্ঠ শৌর্য্য বীর্য্যে রত
সদা তরবারি করে, সদা রণস্থলে ;
সেই জাতি এবে মগ্ন বিলাসে সতত ;
ঝুলিতেছে দিবানিশি রমণী-অঞ্চলে।
কিছুদিন পরে আর,—বিধির বিধান
ক্রীড়াপটে বিরাজিবে মোগল পাঠান !

২৫

"অথবা অভাগাদেরে দোষী অকারণ ;
দোষী বিধি, দোষী মন্দভাগিনী ভারত।
চিরস্থায়ী কোন রাজ্য ভারতে কখন
হইবে না, চিরস্থির নক্ষত্র যেমত।
না জানি কি গুপ্ত বিষ ভারত-সলিলে
ভাসে সদা, বহে স্নিগ্ধ মলয় পবনে ;
তেজোময় বীরসিংহ ভারতে পশিলে,
কামিনী-কোমল হয় তার পরশনে।
ইন্দ্রিয়লালসা বহে সবেগে ধমনী,
বীর্য্য হয় ভোগলিপ্সা, পুরুষ রমণী।

২৬

"প্রবেশিল যে বীরত্ব-স্রোত দুর্নিবার,
আর্য্যজাতি সনে এই ভারত ভিতরে,
কি রত্ন না ফলিয়াছে গর্ভেতে তাহার ?
তুচ্ছ এক কোহিনুর, মুকুটে আদরে
পরিবে ইংলণ্ডেশ্বরী,—তৃতীয় নয়ন
উমার ললাটে যেন ! ভারত তোমার

কত শত কোহিনূরে পূজেছে চরণ
আর্য্য মন-রত্নাকর দিয়ে উপহার !
ভারতে যখন বেদ হইল সৃজন,
তাঙ্গে নাই রোমাণের গর্ভস্থ স্বপন ।

২৭

"যেই জাতি অস্ত্রবলে কাটিয়া ভূধর
অনন্ত অজেয় সিন্ধু করিল বন্ধন ;
রোধিত যাদের অস্ত্রে শূন্যে প্রভাকর,
পাতালে কাঁপিত ডরে বসুধাবাহন ;
যাহাদের তীক্ষ্ণ শরে গগন ভেদিয়া,
কনকচম্পকরাশি করিল হরণ ;
যাহাদের পদাঘাতে বেড়ায় ঘুরিয়া,
অনন্ত আকাশ পথে সহস্র বারণ ;
যাহাদের কীর্ত্তিকথা অমৃত সমান ;
এখনো মানবজাতি সুখে করে পান ।

২৮

"হে বিধাতঃ ! কোন্ পাপ করিল সে জাতি ?
কেন তাহাদের হ'ল এত অবনতি ?
যেই সিংহাসনে, বীর রাবণ-অরাতি
বিরাজিত, বিরাজিত কুরুকুলপতি,
—সংখ্যাতীত নরপতি-প্রণামে যাহার
চরণে হইয়াছিল মুকুট অঙ্কিত,—
কুরুক্ষেত্রজয়ী বীর, দয়ার আধার,
ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির ছিল বিরাজিত ;
বসিল,—লজ্জার কথা বলিব কেমনে—
যবনের ক্রীতদাস সেই সিংহাসনে !

২৯

"বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচ্যগ্র-মেদিনী"—
এই মহাবাক্য যার ইতিহাসগত ;
সেই জাতি এ ভারত করি পরাধীনী
—পাণিপথে, আত্মদ্রোহী হ'ল আত্মহত।
সপ্তদশ অশ্বারোহী যবনের ডরে,
সোনার বাঙ্গালারাজ্য দিল বিসর্জ্জন।
সূচ্যগ্র-মেদিনী স্থলে, অম্লান অন্তরে
সমগ্র ভারত, আহা! করি সমর্পণ
বিদেশীকে, আছে সুখে ; জানে ভবিষ্যৎ
এই অবনতি কোথা হবে পরিণত!

৩০

"পাণিপথে যেই রবি গেলা অস্তাচলে,
ভারতে উদয় নাহি হইল আবার।
পঞ্চ শত বর্ষ পরে দূর নীলাচলে
ঈষদে হাসিতেছিল কটাক্ষ তাহার।
কিন্তু পলাশিতে যেই নিবিড় নীরদ
করিল তিমিরাবৃত ভারত-গগন,
অতিক্রমি পুনঃ এই অনন্ত জলদ,
হইবে কি সেই রবি উদিত কখন?
জগতে উদয় অস্ত প্রকৃতি-নিয়ম ;
কিংবা জলধরছায়া থাকে কতক্ষণ!

৩১

"যে আশা ভারতবাসী চিরদিন তরে
পলাশির রণ-রক্তে দিয়ে বিসর্জ্জন,

কহিবে, স্মরিবে নাহি ভাবিবে অন্তরে,
কল্পনে ! সে কথা মিছে কহ কি কারণ ?
থাকুক পলাশিক্ষেত্র এখন যেমন ;
থাকুক শোণিতে সিক্ত হত যোদ্ধদল,
জগতের যুগান্তর অদ্ভুত কেমন
ঘটাইবে ইহাদের শোণিত তরল !"
ক্ষত বক্ষে রক্তস্রোত ছুটিল তখন
সবেগে, মোহনলাল মুদিল নয়ন।

চতুর্থ সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চম সর্গ

—•—

শেষ আশা

১

মুরশিদাবাদে আজি আমোদ মোহিনী,
নাচিয়া বেড়ায় সুখে প্রতি ঘরে ঘরে ;
পরিয়াছে দীপমালা যামিনী কামিনী
ভাসিতেছে রাজধানী সঙ্গীতসাগরে।
অহিফেন-মুগ্ধ মিরজাফর পামর,
ঢুলু ঢুলু করিতেছে আরক্ত লোচন।
"উড়িষ্যা বেহার বঙ্গ ত্রিদেশ-ঈশ্বর"—
বলিয়া পলাশিজেতা করেছে বরণ।
লভেছে পাতিয়া সেই ঊর্ণনাভ ফাঁদ,
তীর্থযাত্রা উপদেশ ধূর্ত্ত উমিচাঁদ।

২

নিমীলিত নেত্রদ্বয় ; মুখশ্রী গম্ভীর ;
পড়েছে জলদছায়া 'চৌষট্টি কলা'য় ;
নিরখিতে যেই চন্দ্র নেত্র পদ্মিনীর
হ'ত উন্মীলিত, আজি রাহুগ্রস্ত হায় !
পরিধান পট্টবস্ত্র ; উত্তরীয় গলে ;
অশিবব্যঞ্জক শ্মশ্রু-আবৃত বদন—
দীর্ঘ কারাবাস হেতু ; নিত্যপূজা ছলে
জানু পরে কর, করে অঙ্গুলিসংযম।
এরূপে মুঙ্গের দুর্গে বসিয়া পূজায়,
কৃষ্ণনগরের পতি কৃষ্ণচন্দ্র রায়।

৩

এ নহে সামান্য পূজা, প্রাণদণ্ড তরে
প্রেরিয়াছে রাজ-আজ্ঞা সিরাজদ্দৌলায়।
হতভাগ্য নরপতি পূজা শেষ ক'রে,
সহিবেক রাজদণ্ড যমদণ্ড প্রায়।
যতক্ষণ পূজা হায়! ততক্ষণ প্রাণ,
সেই হেতু নরপতি ধ্যানে কি মগন;
না ফুরায় ধ্যান যেন নাহি বাহ্যজ্ঞান;
ক্ষণে ক্ষণে শুধু দীর্ঘনিশ্বাস পতন।
পবন স্বননে ত্রস্তে মেলিছে নয়ন,
মনে ভাবি ক্লাইবের সৈন্য-আগমন।

৪

কল্পনে! মুরশিদাবাদে আইস ফিরিয়া।
হেন উৎসবের দিনে ছাড়িয়া নগর,
কে যায় কোথায়? মঞ্জু নিকুঞ্জ ছাড়িয়া
কে প্রবেশে অন্ধকার কানন ভিতর?
উঠিছে আকাশপথে, নগর হইতে
যেই আলোকের জ্যোতিঃ তিমির উজলি,
বোধ হয় দিগ্‌দাহ, অথবা নিশীথে
জ্বলিতেছে দাবানলে দূর বনস্থলী।
উৎসবের কোলাহলে, দূরে হয় জ্ঞান,
আমোদকাননে যেন ছুটেছে তুফান।

৫

"পলাশির যুদ্ধ"—আজি সহস্র জিহ্বায়
ঘোষিতেছে জনরব প্রভঞ্জন-গতি;

"পলাশির যুদ্ধ"—আজি মর্মরে পাতায়,
ধ্বনিতেছে সমীরণ, গায় ভাগীরথী।
"পলাশির যুদ্ধ"—শত সহস্র নয়ন
চিত্রিতেছে অশ্রুজলে সহস্র ধারায়;
"পলাশির যুদ্ধ"—কত প্রফুল্ল বদন
হাসিতেছে মনসুখে; লিখিছে ধাতায়
"পলাশির যুদ্ধ" ওই বসিয়া অম্বরে,
ভারত-অদৃষ্ট-গ্রন্থে অমর অক্ষরে!

৬

স্থানে স্থানে সমবেত নাগরিকগণ
করিতেছে পলাশির যুদ্ধ আলোচনা;
তাহাদের মধ্যে সত্যপ্রিয় যত জন,
প্রশংসিছে ক্লাইবের বীর্য্য বীরপণা।
যাহাদের সমধিক কল্পনা প্রবল,
তাহাদের মতে কোনো মহামন্ত্রবলে
ক্লাইব বঙ্গীয় সেনা রণে হতবল
করিয়াছে, কোনো উপদেবতার ছলে।
মূর্খের কল্পনাস্রোত হলে উচ্ছ্বসিত,
যত অসম্ভব তাহে হয় সম্ভাবিত।

৭

শুষ্ক উপনদীতেও বরিষার কালে
প্রভূত সলিল যথা হয় প্রবাহিত,
তেমতি উৎসবে এই পুরী-অন্তরালে
বীথিতেও জনস্রোত আজি সঞ্চারিত।
অভিষেক উপলক্ষে মিরজাফরের,
সুসজ্জিত রাজহর্ম্ম্য, অবারিত দ্বার।

রাজপ্রাসাদের সজ্জা, নব নবাবের
নূতন সভার শোভা,—আমোদভাণ্ডার,
দেখিতে শুনিতে ওই দর্শক অশেষ
দীর্ঘ স্রোতে রাজদ্বারে করিছে প্রবেশ।

৮

সম্মুখে বিচিত্র সভা আলোক খচিত,
অমরাবতীর শোভা সৌরভে পূরিত।
বিগত বিপ্লবে হায়! করেনি কিঞ্চিৎ
রূপান্তর,—সেই রূপ আছে সুসজ্জিত।
সেই রঙ্গ ভূমি, সেই আলোকের হার,
সেই সজ্জা, সেই শোভা, সেই সভ্যগণ;
সেই বিলাসিনীবৃন্দ করিছে বিহার;
সেই রাজ ছত্র-দণ্ড, সেই সিংহাসন।
সেই নৃত্য, সেই গীত, রয়েছে সকল;
হায়! সে সিরাজদ্দৌলা নাহি কি কেবল!

৯

মিরজাফরের আজি সার্থক জীবন;
ভূতলে মুনানী স্বর্গ আজি অনুভব।
যেই সিংহাসনছায়া আঁধারে তখন
ছিল লুকাইয়া, আজি—হায়! অসম্ভব—
সেই মিরজাফরের সেই সিংহাসন!
স্তাবকে বেষ্টিত হয়ে ব'সে সভাতলে,
অহিফেনে সঙ্কুচিত যুগল নয়ন;
হৃদয় করিছে স্ফীত চাটুকার দলে।
প্রাচীন বয়সে শ্লথ শ্রবণবিবরে,
ঢালিছে কোকিলকণ্ঠা কামিনী কুহরে

১০

বিমল সঙ্গীত-সুধা ; নাচিছে আবার
সঙ্গীতের তালে তালে ওই বিনোদিনী,
নাচে যথা শুনি প্রাতে কোকিলঝঙ্কার,
কাননে গোলাপ, কিংবা সলিলে নলিনী !
তাম্বুলে রঞ্জিত রক্ত অধরযুগলে
ভাসিছে মোহিনী হাসি। এই হাসি হায় !
—রে মিরজাফর মত্ত কামিনীকৌশলে !—
ডুবিয়াছে রাজ্যচ্যুত সিরাজদ্দৌলায়।
তুমি রাজ্যভ্রষ্ট পুনঃ হইবে যখন,
তব শত্রু অভিষেকে হাসিবে তেমন।

১১

সেই নৃত্যগীতে মিরজাফরের মন
নহে মুগ্ধ ; নহে মুগ্ধ হাসিতে বামার ;
স্তাবকের স্তুতিবাদে হইয়া মগন,
তোষামোদ-পারাবারে দিতেছে সাঁতার।
কথা—পলাশির যুদ্ধ ; স্তাবকসকলে
বর্ণিছে কেমনে রণে নব বঙ্গেশ্বর
লভিয়াছে সিংহাসন বলে ও কৌশলে।
ইহাদের স্তুতি হলে সত্যের আকর,
ইতিহাসে ক্লাইবের হইত নিশ্চয়,
মিরজাফরের সনে স্থানবিনিময় !

১২

স্তাবকের স্তুতিবাদে, রে মূর্খ যবন !
যত ইচ্ছা স্ফীত কেন কর না হৃদয়,

সঙ্গীতের তালে ওই নর্ত্তকী যেমন
নাচিতেছে, সেইরূপ তুমিও নিশ্চয়
নাচিবে দুদিন পরে ইংরাজ ইঙ্গিতে।
ভবিষ্যৎ-অন্ধ মূর্খ! জান নাই আর,
সমুদ্রে ঝটিকাগ্রস্ত তরণী হইতে
অনিশ্চিত সমধিক অদৃষ্ট তোমার।
ইংরাজবণিক্-করে, জাননি এখন,
পণ্যদ্রব্য হবে এই বঙ্গ-সিংহাসন।

১৩

সুসজ্জিত, সুবাসিত, রম্য হর্ম্ম্যান্তরে,
বিরাজিছে মনসুখে কুমার "মিরণ"!
একে সুরা, তাহে সুধা রমণী-অধরে,
অনল-সহায় যেন প্রবল পবন!
নিকটে বসিয়া নীচ উপাসক যত,
বর্ণিছে সুবর্ণ বর্ণে মিরণ নয়নে
নন্দনকানন-শোভা-পূর্ণ ভবিষ্যৎ।
মিরণ বসিবে যবে বঙ্গ-সিংহাসনে,
পাপিষ্ঠ ভাবিতেছিল, স্বহস্তে তখন
কত শত বিপক্ষের বধিবে জীবন!

১৪

এমন সময়ে এক পাপ-অনুচর,
—লেখা যেন 'নরহন্তা' কপালে তাহার,
পাপে লৌহবর্ম্মাবৃত পাষাণ-অন্তর,
দুষ্প্রবৃত্তি নিবন্ধন বিকৃত আকার,
নিবেদিল আভূতল নত করি শির,
যোড় করে,—"যুবরাজ! এই অনুচর,

হতভাগ্য নবাবের যত মহিষীর
শুনেছে রোদনধ্বনি, চিত্তদ্রবকর।
জাহ্নবী-তিমির-গর্ভ-খনির ভিতরে
রমণী-রতনরাশি"—বাক্য নাহি সরে।

১৫

দাঁড়াইল অনুচর স্তম্ভিত অন্তরে,
যেন কেহ অকস্মাৎ গ্রীবা নিষ্পীড়নে
করিয়াছে কণ্ঠরোধ। মুহূর্ত্তেক পরে,—
"যুবরাজ হায়! এই উদর কারণে
কত হত্যা, কত পাপ, করেছি সাধন,
কিন্তু এই শেষ"—চর নীরব আবার,—
"অন্ধকারে বিদারিয়া জাহ্নবী-জীবন
করুণ মুমূর্ষু যেই নারী-হাহাকার
উঠিল আকাশ পথে,—জীবনে, মরণে
নিরন্তর সেই ধ্বনি বাজিবে শ্রবণে।

১৬

"বলিল সে ধ্বনি যেন নিয়তি বচন—
বিনা দোষে ডুবাইল যত অবলারে,
বিনা মেঘে বজ্রাঘাতে মরিবে মিরণ।"
নারীহন্তা পাপিষ্ঠের এই সমাচারে,
একটি বিদ্যুৎজ্যোতিঃ মিরণ-শরীরে
আপাদমস্তক যেন হ'ল সঞ্চালিত;
স্থিরনেত্রে কিছু ক্ষণ চাহিয়া প্রাচীরে;
সাদকে অবশ দেহ হইল কম্পিত।
ইংরাজের বীরকণ্ঠ উঠিল ভাসিয়া,
হেনকালে "হিপ্ হিপ্ হুর্ রে!" বলিয়া

১৭

ইংরাজ-শিবির-শ্রেণী অদূর উদ্যানে,
দাঁড়াইয়া স্থিরভাবে নৈশ অন্ধকারে ;
শোভিছে নক্ষত্র যথা নিদাঘ বিমানে,
শোভিছে আলোকরাশি উদ্যান আঁধারে।
শূন্য করি বাঙ্গালার রাজ্যের ভাণ্ডার,
বহুমূল্য, রাশিকৃত, তাহার রতন,
খুলিয়াছে ইংরাজের আমোদ-বাজার,
সুখের সাগরে চিত্ত হয়েছে মগন।
এইরূপে বিজেতার করে কতবার
হইল লুণ্ঠিত হায় ভারত-ভাণ্ডার!

১৮

হায়! মা ভারতভূমি! বিদরে হৃদয়,
কেন স্বর্ণ-প্রসূ বিধি করিল তোমারে?
কেন মধুচক্র বিধি করে সুধাময়,
পরাণে বধিতে হায়! মধুমক্ষিকারে?
পাইত না অনাহারে ক্লেশ মক্ষিকায়,
যদি মকরন্দ নাহি হ'ত সুধাসার ;
স্বর্ণ-প্রসবিনী যদি না হইতে হায়,
হইতে না রঙ্গভূমি অদৃষ্ট ক্রীড়ার।
আফ্রিকার মরুভূমি, সুইস্ পাষাণ
হতে যদি, তবে মাতঃ! তোমার সন্তান

১৯

হইত না এইরূপ ক্ষীণকলেবর ;
হইত না এইরূপ নারী-সুকুমার।

ধমনীতে প্রবাহিত হ'ত উগ্রতর
রক্তস্রোত ; হ'ত বঙ্গ বীর্য্যের আধার।
আজি এ ভারতভূমি হইত পূরিত
সজীব-পুরুষ-রত্নে ; দিগ্‌ দিগন্তর
ভারত-গৌরব-সূর্য্য হ'ত বিভাসিত ;
বাঙ্গালার ভাগ্য আজি হ'ত অন্যতর।
কল্পনে ! সে দুরাশায় কাজ নাই আর,
বৃটিশ শিবির ওই সম্মুখে তোমার।

২০

একটি শিবির মধ্যে টেবিল বেষ্টিয়া
বিরাজিছে কাষ্ঠাসনে যুবা কত জন ;
যেই বীর্য্য আসিয়াছে পলাশি জিনিয়া
সুরাহস্তে পরাজিত হয়েছে এখন।
ভগ্ন কাচপাত্র, শূন্য সুরার বোতল,
যায় গড়াগড়ি পাশে। তা সবার সনে
কত বীরবর হয়ে আনন্দে বিহ্বল,
বিস্মৃতির ক্রোড়ে সুপ্ত ভূতল-শয়নে!
ত্রিভঙ্গ করিয়া অঙ্গ কেহ বা উঠিতে,
সুরার লহরী পুনঃ ফেলিছে ভূমিতে।

২১

শ্রেণীবদ্ধ কাচপাত্র টেবিল উপরে
বিরাজিছে—শূন্য কিংবা অর্দ্ধশূন্য সব।
এই পূর্ণ করিতেছে বোতল নির্ঝরে ;
মধুর নিক্কণে এই—সুমধুর রব!—
প্রণয়মিলনে সবে চুম্বি পরস্পরে
উঠিল, হইয়া শূন্য যেন ইন্দ্রজালে,

উত্তরিল বজ্রনাদে টেবিল উপরে।
সুরাসঙ্কুচিত রক্ত-নেত্রে হেন কালে,
মদিরাজড়িত কণ্ঠে সৈনিক-সকল,
আরম্ভিল উচ্চৈঃস্বরে সঙ্গীত সরল।

২২

গীত

১

এ সুখের দিনে প্রফুল্ল অন্তরে
গাও মিলি সবে বৃটনের জয়!
বীরপ্রসবিনী পৃথিবী ভিতরে,
ভূতলে অজেয় বৃটনতনয়!
বৃটনের কীর্ত্তি করিতে প্রচার,
পিয়ে এই গ্লাস, অমৃত-আসার,
গাও সবে মিলি, গাও তিনবার,—
হিপ্—হিপ্—হুর রে!
হিপ্—হিপ্—হুর রে!
হিপ্—হিপ্—হুর রে!

২

ভূপতির শ্রেষ্ঠ বৃটন ঈশ্বর,
সমুদ্র রাজ্যের পরিখা যাঁহার;
জিনিয়া অনন্ত অসীম সাগর,
দ্বিতীয় জর্জ্জের মহিমা অপার!
দীর্ঘজীবী তাঁরে করুন ঈশ্বরে!—

পান কর সবে এ কামনা করে!
গাও তিন বার প্রফুল্ল অন্তরে—
হিপ্—হিপ্—হুর রে!
হিপ্—হিপ্—হুর রে!
হিপ্—হিপ্—হুর রে!

৩

জিনিয়াছি সবে যেই সিংহবলে
পলাশির রণ হাসিতে হাসিতে;
গাও জয় তাঁর,—ধ্বনি কুতূহলে
উঠুক আকাশে ভূতল হইতে!
ঢাল সুরা ঢাল, ঢাল আর বার!
সুদীর্ঘ জীবন হউক তাঁহার!
পান কর সুখে! গাও তিন বার,—
হিপ্—হিপ্—হুর রে!
হিপ্—হিপ্—হুর রে!
হিপ্—হিপ্—হুর রে!

৪

ডুব ডুব করি ঢাল এই বার,
এবার অনূঢ়া বৃটিশ-ললনা!
স্মরি শ্বেতবক্ষঃ, হিমানী-আকার,
রক্ত ওষ্ঠাধরা, শ্বেতবরাননা,
স্মরিয়া নয়ন বিলাস-আধার,
শূন্য কর সবে গ্লাস এই বার,
গাও উচ্চৈঃস্বরে, গাও তিন বার—

হিপ্‌—হিপ্‌—হুর রে!
হিপ্‌—হিপ্‌—হুর রে!
হিপ্‌—হিপ্‌—হুর রে!

২৩

নীরব নিশীথে এই আনন্দের ধ্বনি
উঠিল গগনপথে; নৈশ সমীরণে
ভাসিল সে ধ্বনি; ক্রমে হ'ল প্রতিধ্বনি
উদ্যান-অদূরস্থিত ইষ্টকভবনে।
সমীপ পাদপে সুপ্ত বিহঙ্গনিচয়
জাগিল সে ভীমনাদে কলরব করি;
জাগিল গৃহস্থগণ হইয়া সভয়,
তস্করের সিংহনাদ মনে স্থির করি।
প্রবেশিল এই ধ্বনি মিরণ-শ্রবণে
সভাতলে। কারাগারে একটি রমণী

২৪

চিন্তা-অভিভূত তন্দ্রা ভাঙ্গিলে, অমনি
জাগিল সত্রাসে বামা;—সিরাজদ্দৌলার
শিবির-সঙ্গিনী, সেই রাণী বিষাদিনী
বিষাদ-জলদে আরও গাঢ়তা সঞ্চার
হইয়াছে রমণীর; অশ্রু বরিষণে
লিখেছে যুগল রেখা কপোল-কমলে।
নাহি সে বিলাসজ্যোতিঃ যুগল নয়নে;
পশিয়াছে কীট ওষ্ঠ-বাঁধুলীর দলে।

সে নয়ন, সে বরণ, অতুল বদন,
ছায়ামাত্রে পরিণত হয়েছে এখন !

২৫

সুকুমার দেহলতা কোমলতাময়
চিন্তার তরঙ্গোপরি ভাসি বহুক্ষণ
না নিদ্রিত, না জাগ্রত, অবশ হৃদয়,
পড়েছিল ধরাতলে অবসন্ন মন ।
বিজাতীয় গীতধ্বনি করিয়া শ্রবণ,
দাঁড়াইল ভীরবৎ কাঁপিতে লাগিল ;
আপন সর্ব্বস্ব ধন করিতে হরণ
আসিতেছে শত্রুবৃন্দ মনেতে ভাবিল ।
সঙ্গীতের ধ্বনি মনে সিংহনাদ গণি,
ভূতলে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়িল রমণী !

২৬

কিছুক্ষণ পরে বামা হয়ে সচেতন,
ভাবিতে লাগিল,—"আহা ! প্রাণেশে আমার
নিশ্চয় আসিতেছে শত্রু করিতে নিধন ;
জন্মের মতন নাথে দেখি একবার,"—
ছুটিল বিদ্যুৎবেগে উন্মাদিনী প্রায় ।
অবরুদ্ধ কক্ষ হ'তে হইতে নির্গত,
অমনি কপালে দৃঢ় কপাটের ঘায়
পড়িল ভূতলে স্বর্ণ-প্রতিমার মত ।
ছুটিল শোণিত ভিতি বদন মণ্ডল
শোভিল রক্তচন্দনে সোনার কমল !

২৭

হায় রে অদৃষ্ট! যেই রমণী-শরীর
সুকুমার-শয্যা-গর্ভে হইয়া শায়িত
হইত ব্যথিত; এ কি নির্ব্বন্ধ বিধির!
ইষ্টক উপরে ওই আছে নিপতিত!
পিপীলিকা-দন্তাঘাতে, বেষ্টিয়া যাহারে
শুশ্রূষা করিত শত পরিচারিকায়;
আজি সে যে নিদারুণ লোহার প্রহারে
মূর্চ্ছাপন্ন একাকিনী ইষ্টক-শয্যায়।
রাজরাণী পড়ে হায়! ভিখারিণী মত,
ফুল্ল কমলিনী আহা! এইরূপে কত!

২৮

যায় নাই প্রাণ,—প্রাণ যাইবে না কেন?
এত সুকুমার নহে দুঃখের জীবন।
দুঃখীর মরণ হলে স্বপ্নে সিদ্ধ হেন,
ধরার অর্দ্ধেক দুঃখ হইত স্বপন।
যায় নাই প্রাণ;—বামা কিছুক্ষণ পরে,
সুদীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ি জাগিল আবার।
লৌহাঘাত, রক্তপাত, পড়িয়া প্রস্তরে—
নাহি কিছু জ্ঞান; কিসে প্রাণেশে উদ্ধার
করিবে ভাবিছে মনে; কিসে একবার
লইবে হৃদয়ে সেই প্রেম-পারাবার

২৯

"হে বিধাতঃ!"—শোকে সতী নিবিড় আঁধারে
বলিতে লাগিল ধীরে করি যোড় কর,

চাহি ঊর্দ্ধ' পানে, ভাসি নয়ন-আসারে,
অশ্রু সহ রক্তবিন্দু ঝরে দরদর্‌ ;—
"হে বিধাতঃ! দুঃখিনীরে এবে দয়া কর!
আর এ যাতনা নাহি সহে নারীপ্রাণ।
জানি আমি পতি মম নৃশংস অন্তর,
হৃদয় পাষাণ তাঁর ; কিন্তু সে পাষাণ
দুঃখিনীরে বাসে ভাল ; দুঃখিনী তেমন
করিয়াছে সে পাষাণে আত্ম-সমর্পণ।

৩০

"কহ কোন মন্ত্র বিধি! দুঃখিনীর কানে,
যার বলে ওই রুদ্ধ কপাট-অর্গল
খুলিবে পরশে মম, যেমতি বিমানে
খোলে পরশনে ঊষা-কর সুকোমল,
ধীরে পূর্ব্বাশার দ্বার নীরবে প্রভাতে!
অথবা যে বিধি হায়! নিষ্ঠুর এমন,
দিয়া রাজ্য সিংহাসন বিপক্ষের হাতে,
বঙ্গেশ্বরে কারাগারে করিল প্রেরণ,
নরহন্তা-হস্তে—মরি, বুক ফেটে যায়,
সে বিধির কাছে কাঁদি কি হইবে হায়!

৩১

"সতী নারী আমি, মম পতিগত প্রাণ,
অবশ্য খুলিবে দ্বার পরশে আমার।
পবিত্র প্রণয়-পথে হয় তিরোধান
পর্ব্বত, সমুদ্র, বন ; তুলনায় তার

তুচ্ছ ওই ক্ষুদ্র দ্বার”—বলি উন্মাদিনী
টানিতে লাগিল দ্বার করে সুকুমার,
যেমতি পিঞ্জরবদ্ধ বনবিহঙ্গিনী
চঞ্চুতে কাটিতে চাহে পিঞ্জর লোহার।
রমণীর কর-রক্তে দ্বার কলঙ্কিল,
রমণীর কত অশ্রু কপাটে ঝরিল!

৩২

“রে পাপিষ্ঠ নরাধম নৃশংস মিরণ!
হরি রাজ্য সিংহাসন; ওরে দুরাচার!
তোর পাপতৃষা কি রে হ'ল না পূরণ?
রমণীর প্রতি শেষে এই অত্যাচার!
বরঞ্চ ত্যজিব প্রাণে এই কারাগারে,
লইব পাতিয়া বুকে উলঙ্গ কৃপাণ,
তথাপি এ রমণীর প্রেমপারাবারে
বিন্দুমাত্র বারি তোরে করিবে না দান।
যে চাহে পশুত্ব-বলে রমণী-প্রণয়,
অনলে সে চাহে জল, পাষাণে হৃদয়।”

৩৩

লোহার কবাট, দৃঢ় লোহার অর্গল,
খুলিল না রমণীর করুণ রোদনে,
দ্রবিল না দুঃখিনীর ঝরি অশ্রুজল।
বৃথা শ্রমে বিষাদিনী অবসন্ন মনে
বসিল ভূতলে; আহা! শিথিল শরীর,
আশ্রয়বিহীন চারু লতার মতন,
পড়িল ভূতলে ক্রমে হইয়া অধীর।

রক্তস্রোতে, শোকস্রোতে হ'য়ে অচেতন,
মৃত্যুর অশোক অঙ্কে করিল শয়ন।

৩৪

নীরব অবনী; নিশি দ্বিতীয় প্রহর;
নীরব নিদ্রিত পুরী; আমোদ-তুফান
বিলোড়ন করি পুরী এবে স্থিরতর;
হয়েছে নগর যেন অবসন্নপ্রাণ।
প্রহরীর পদশব্দ; ঝিল্লির ঝঙ্কার;
পবনে শঙ্কিত দূর সারমেয় রব;
কেবল মধুর স্বনে সমীর-সঞ্চার
কারা-বাতায়নে;—আর সকলি নীরব।
কেবল রমণী শোকে নীরব রজনী
বর্ষিতেছে শিশিরাশ্রু তিতিয়া অবনী

৩৫

কারাগার-কক্ষান্তরে গভীর নিশীথে,
কে ও দাঁড়াইয়া ওই অবনতমুখে?
বাতায়ন-কাষ্ঠে বক্ষ, নেত্র পৃথিবীতে,
শ্মশ্রু বহি অশ্রুধারা পড়িতেছে বুকে?
কে বল অভাগা হায়! একতান মন,
শুনিয়াছে রমণীর শোক উদ্বেলিত;
করিয়াছে প্রতি পদে অশ্রু বরিষণ;
প্রতি তানে হইয়াছে চিত্ত বিদারিত।
যেন পদে পদে ক্রমে আয়ু হ'য়ে ক্ষয়,
শেষ তানে জীবনের হইয়াছে লয়।

৩৬

প্রস্তর-পুতুল যেন গবাক্ষে স্থাপিত,
হতভাগা দাঁড়াইয়া রয়েছে এখন।
অস্পন্দ শরীর, সর্ব্ব ধমনী স্তম্ভিত,
অনিশ্বাস, অপলক, নাসিকা, নয়ন।
তুমুল ঝটিকা-বেগে স্মৃতি অবিরত
বহিতেছে জীবনের ঘটনানিচয়।
সুখের শৈশবকাল, কৈশোরস্মৃত,
বঙ্গসিংহাসন, ঘোর অত্যাচারচয়,
প্রজার বিরাগ, পরে পলাশিসমর,
পরাজয়, পলায়ন, ধৃত, কারাঘর,

৩৭

অবশেষে প্রিয়তম-পত্নী-কারাবাস,—
একে একে সব মনে হইল উদিত।
শেষ চিন্তা,—দাবানলে ছুটিল বাতাস,—
অবসন্ন দেহ, শির হইল ঘূর্ণিত।
সহিতে না পারি যেন এই গুরু ভার
ভূতলে পতিত হ'ল শ্লথ কলেবর ;—
কমলিনীদলনিভ শয্যায় যাহার
সতত শয়ন, তার শয্যা কি প্রস্তর!
অবিচ্ছিন্ন চিন্তারাশি নয়নে তাহার
ঘোরতর কুজ্ঝটিকা করিল সঞ্চার!

৩৮

কুজ্ঝটিকা ব্যাপ্ত সেই তমিস্র ভিতরে,
নিরখিল হতভাগা মানস-নয়নে,

ভীষণ উন্মত্ত নীল বহ্নির সাগরে
প্রচণ্ড তরঙ্গরাশি ভীম আবর্ত্তনে
গর্জ্জিছে জীমূত-নাদে, নাহি বেলাসীমা,
ছুটিছে অনল-ঊর্ম্মি দিগন্ত ব্যাপিয়া ;
অতি ভয়ঙ্কর সেই অনল-নীলিমা !
সে নীল তরল বহ্নিসাগরে ভাসিয়া
অসংখ্য মানববৃন্দ ; দগ্ধ কলেবর,
অনন্ত কালের তরে দহে নিরন্তর ।

৩৯

এই দগ্ধ দেহে তপ্ত তরঙ্গ-প্রহারে,
অস্থি হ'তে মাংসরাশি ফেলিছে খুলিয়া ;
উলঙ্গ করঙ্কে পুনঃ প্রচণ্ড হুঙ্কারে,
দিতেছে স্খলিত মাংস সংলগ্ন করিয়া ।
হায় ! কিবা চিন্তাতীত দারুণ পীড়ায়
করিতেছে দগ্ধ দেহ ভীষণ চীৎকার !
এই দৃশ্যে, হাহাকারে, অনল-শিখায়,
কেশরাশিতেও কম্প হ'ল অভাগার ।
অকস্মাৎ হতভাগ্য দেখিল তখন,
এ অনল-পারাবারে হয়েছে পতন ।

৪০

কি যন্ত্রণা নিদারুণ ! করঙ্ক ভিতর
দংশিতেছে বজ্রদন্তে কীট সংখ্যাতীত ।
হুঙ্কারিয়া চতুর্দ্দিক্ নীল বৈশ্বানর,
অভাগারে একেবারে করিল গ্রাসিত ।

সাঁতারিতে চাহে, কিন্তু দগ্ধ দুই করে
শিলাবৎ অবশতা হয়েছে সঞ্চার,—
যন্ত্রণার পরাকাষ্ঠা! কম্পিত অন্তরে
উঠিল অভাগা ঘোর করিয়া চীৎকার।
কক্ষে আলো, অসি করে সম্মুখে শমন,—
চীৎকার করিয়া পুনঃ হইল পতন।

৪১

এই কি সিরাজদ্দৌলা? এই সে নবাব
যার নামে বঙ্গবাসী কাঁপে থর থর?
যার এই বঙ্গে ছিল প্রচণ্ড প্রভাব,
সেই কি পতিত আজি ধরার উপর?
কোথায় সে সিংহাসন? পারিষদগণ?
কোথায় সিরাজ তব মহিষীমণ্ডল?
কোথায় সে রাজদণ্ড? খচিত ভূষণ?
কেন আজি অশ্রুপূর্ণ নয়ন যুগল?
এ যে মহম্মদি বেগ তব অনুচর,
তুমি কেন প'ড়ে তার চরণ উপর?

৪২

দুই দিন আগে এই দুর্দ্দান্ত সিরাজ
চাহিত না মুখ তুলি যেই অনুচরে,
আজি সে নবাব, আহা! বিধির কি কাজ!—
কাঁদিছে চরণে তার জীবনের তরে।
শত নরপতি পড়ি যাহার চরণে
কাঁদিত,—অদৃষ্ট আহা কে দেখে কখন!

সে মাগিছে ক্ষমা ; যাহা এ পাপ-জীবনে
জানে নাই, শিখে নাই, ভ্রমে বিতরণ
করে নাই। কি আশ্চর্য্য বিধির বিধান !
যাহার যেমন দান, তথা প্রতিদান !

৪৩

হতভাগ্য, দুরাচার, যুবক দুর্জ্জন !
পায়ে পড়, ক্ষমা চাহ, সকলি বিফল।
কর্ম্মক্ষেত্রে যেই বীজ করেছ রোপণ
ফলিবে তেমন তরু, অনুরূপ ফল।
আজন্ম ইন্দ্রিয়-সুখ পাপ-কামনায়
কি পাপে না বঙ্গভূমি করেছ দূষিত ?
নরনারী-রক্তস্রোতে, ভুলেছ কি হায় !
কি পাপ-কামনা নাহি করেছ পূরিত ?
ভাবিতে পরের ভাগ্য-বিধাতা তোমায় ;
নিজ ভাগ্যে এই ছিল জানিতে না হায় !

৪৪

রে নির্দ্দয় অনুচর, কৃতঘ্ন-হৃদয় !
কি পাপে উদ্যত আজি নাহি কি রে জ্ঞান ?
কেমনে রে দুরাচার ! কেমনে নির্ভয়ে,
নাশিতে উদ্যত আজি নবাবের প্রাণ ?
ক্ষান্ত হও ! ক্ষান্ত হও ! আপনার পাপে
ডুবিতেছে যেই পাপী, কি কাজ তাহারে

বধিয়া আবার ? আহা নিজ অনুতাপে
জলিতেছে যেই জন, অকারণ তারে
কি ফল বল না প্রাণে করিয়া সংহার ?
মরার উপরে কেন খাঁড়ার প্রহার ?

৪৫

ডুবিছে, ডুবিছে আহা ! আপনি আপন।
শৃঙ্গচ্যুত শিলাখণ্ড ত্যজিয়া শিখর
পড়ে যবে ধরাতলে, কি কাজ তখন
আঘাত করিয়া তার পৃষ্ঠের উপর ?
সৌভাগ্য-আকাশ-চ্যুত অভাগা এখন,
ভূতলে পতিত এবে নক্ষত্রের প্রায় ;
কি হইবে অভাগার বধিলে জীবন ?
থাক্ হতগৌরবের পতাকার ন্যায়।
হারাইয়া ধন, মান, রাজ্য, সিংহাসন,
কারাগারে হতভাগ্য কাটাক্ জীবন !

৪৬

গভীর নিশীথ ; নৈশ প্রকৃতি গভীর ;
স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া বিশ্ব চরাচর ;
কৃষ্ণপক্ষ রজনীর বরণ তিমির
ক্রমে ক্রমে হইয়াছে আরো গাঢ়তর।
মাতঃ বসুন্ধরে ! হেন নিবিড় নিশীথে
হিংস্র জন্তুরাও বনে বিবরে নিদ্রিত।
হায় ! এ সময়ে কেন, ধরা কলঙ্কিতে,
মানবের পাপলিপ্সা হয় উত্তেজিত ?

বসুমতি! বঙ্গভূমি! যাও রসাতল!
লইও না এই পাপ পাতি বক্ষঃস্থল!

৪৭

কি কারিস্! কি করিস্! ওরে অনুচর!
তুলিস্ না তীক্ষ্ণ অসি, ওরে নৃশংসয়!
ক্ষমা কর্! ক্ষমা কর্! অনুরোধ ধর্!
এই পাপে যবনের ঘটিবে নিরয়!
উঠিল উজ্জ্বল অসি করি ঝলমল,
দুর্ব্বল প্রদীপালোকে; নামিল যখন,
সিরাজের ছিন্ন মুণ্ড চুম্বিয়া ভূতল
পড়িল, ছুটিল রক্ত স্রোতের মতন।
নিবিল গৃহের দীপ; নিবিল তখন
ভারতের শেষ আশা,—হইল স্বপন!

সম্পূর্ণ

পরিশিষ্ট (ক)

(নবীনচন্দ্র কর্তৃক সংযোজিত)

ক—১ম সর্গ ২৫ শ্লোক—

১৮৬৯ ইংরাজির কোন এক সংখ্যক অমৃতবাজার পত্রিকাতে "সিরাজদ্দৌলার রাজত্ব গেল কেন?" শীর্ষক যে একটি প্রস্তাব প্রকটিত হয় তাহা হইতে এই ঘটনানিচয় গৃহীত হইল।

খ—২য় সর্গ ২৭ শ্লোক—

মান্দ্রাজে এক দুরন্ত সৈনিককে ক্লাইব 'ডুয়েল' যুদ্ধে হত করেন। এই ঘটনা মেকলিতে বিস্তার বর্ণিত আছে।

গ—৫ম সর্গ ৩য় শ্লোক—

আমি কোন একজন বঙ্গ-সাহিত্য-সমাজে সুপরিচিত বন্ধুর মুখে শুনিয়াছি, পলাশির যুদ্ধের কিছুদিন পূর্বে সিরাজদ্দৌলা মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রকে মুঙ্গের দুর্গে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, এবং যুদ্ধের প্রাক্কালে তাঁর প্রাণ-দণ্ডের অনুমতিও প্রেরণ করিয়াছিল। কিন্তু মহারাজ ইষ্টদেবতার পূজা সাঙ্গ করিয়া রাজদণ্ড গ্রহণ করিতে অবকাশ লইয়া, এত দীর্ঘ পূজা আরম্ভ করেন যে, যুদ্ধ শেষ হইয়া যায় এবং ক্লাইবের দূত যাইয়া তাঁহার প্রাণরক্ষা করে। তদবস্থিত মহারাজের একখানি চিত্রপট অদ্যাপি কৃষ্ণনগর-রাজভবনে আছে বলিয়া বন্ধু আমাকে বলিয়াছেন।

ঘ—৫ম সর্গ ১৬ শ্লোক—

যশোহর অবস্থিতি কালে কোন একজন বন্ধুর মুখে শুনিয়াছিলাম, মিরজাফর সিংহাসনে আরোহণ করিলে তৎপুত্র পাপিষ্ঠ মিরণ দ্বেষপরবশ হইয়া সিরাজদ্দৌলার পত্নীবৃন্দকে একখানি তরণীসহ ভাগীরথীগর্ভে মগ্ন করে। হতভাগিনীগণ নিমজ্জিত হইবার সময়ে মিরণকে তিনটি অভিশাপ প্রদান করিয়াছিল;—প্রথমটি, মিরণের বজ্রাঘাতে মৃত্যু হইবে; দ্বিতীয়টি,

মিরজাফর অচিরে সিংহাসনচ্যুত হইবে ; তৃতীয়টি আমার স্মরণ হইতেছে না। এই গল্পটি সত্য কি মিথ্যা তাহা রচয়িতা বলিতে পারেন না, তাহা কাব্যলেখকের জানিবারও আবশ্যক করে না ; কারণ তাঁহার পথ নিষ্কণ্টক।

পরিশিষ্ট (খ)

ভূমিকায় বলা হইয়াছে যে, 'পলাশির যুদ্ধের' নানা অংশের জন্য কবিকে সরকারী কর্মচারীরূপে কিছুটা গ্লানি ও বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হইয়াছিল। প্রধানতঃ শাসকসম্প্রদায়ের চাপে বাধ্য হইয়া নবীনচন্দ্র পরে উক্ত কাব্যের কোন কোন অংশ পরিবর্তন করিয়াছিলেন। কৌতূহলী পাঠকের নিমিত্ত আমরা কেবলমাত্র উল্লেখযোগ্য অংশসমূহের পূর্বতন রূপ এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। (বলা বাহুল্য, আমাদের প্রস্তুত গ্রন্থে পরিমার্জিত রূপই দেওয়া হইয়াছে।)

সর্গ	শ্লোক	চরণ	পূর্বপাঠ
১ম	৫৬	৫—৭	কেন মিছে খাল কেটে আনিবে কুমীরে ? প্রদানিবে স্বীয় হস্তে স্বগৃহে অনল ? বরিয়া ক্লাইবে, খড়্গ নবাবের শিরে
„	৬০	৫—৭	বানর-ঔরসে জন্ম রাক্ষসী-উদরে এই মাত্র কিম্বদন্তী ; আকারে আচারে,
„	৬২	১০	কি আছে ভারত-ভাগ্যে।—একি ভয়ঙ্কর !
„	৬৩	৯, ১০	'দুঃখিনী ভারত ভাগ্যে'— অভ্রান্ত ভাষায়— 'লিখেছেন বজ্রাঘাত ভবিতব্যতায়।'
২য়	১৪	৫	মসীপাত্র সহ, ম্লেচ্ছ-পদাঘাত ভয়ে ;
২য়	৫২	৯, ১০	অথবা থাকিবে কেন, থাকিলে কি আর, ভারতে উঠিত আজি এই হাহাকার ?
৩য়	১	৩৪	স্মরিলে সে সব কথা বাঙ্গালীর মন ডুবে শোকজলে, অশ্রু ঝরে দুনয়নে।

সর্গ	শ্লোক	চরণ	পূর্বপাঠ
৩য়	১	৯, ১০	দুর্ব্বল বাঙ্গালী আজি সজল নয়নে গাবে সে-দুঃখের কথা ; তবে হে কল্পনে !
"	৭	৪	নব অধীনতা বঙ্গে করিতে স্থাপন।
"	৮	৬	নন্দকুমারের রক্তে হইবে বিধান
৪র্থ	১	২, ৩	পোহাইল ভারতের সুখের রজনী ; চিত্রিয়া ভারত-ভাগ্য আরক্ত গগনে,
"	৫২	৪	ইংরাজের রক্তে আজি করিব তর্পণ।
"	৪	৪-৬	আসিবে ভারতে চির-বিষাদ-রজনী। অধীনতা-অন্ধকারে চিরদিন তরে, ডুবায়ে ভারতভূমি যেও না তপন ;
"	১১	৩	কিম্বা শুনে ভারতের দুঃখ সমাচার,
"	"	৭	লুকাও ভারত মুখ দুঃখে অবনত ;
"	১৭	১০	মুহূর্ত্তেক যদি পাই স্বাধীন জীবন।
"	২৯	৩	সেই জাতি, করি বঙ্গ চিরপরাধিনী।
"	৩১	৭—১০	প্রত্যহ ভারত-অশ্রু হইয়া পতন, অপনীত হবে এই কলঙ্ক সকল। চল যাই মুহূর্ত্তেক করিগে দর্শন, কোথায় সিরাজদ্দৌলা, কি ভাবে এখন।
"	১৭	৯, ১০	বাঙ্গালার রাজকোষ—মণিপূর্ণ খনি— নিবিড় তমসে মাত্র পূর্ণিত এখনি।
"	১৮	১	হায় ! মাতঃ বঙ্গভূমি, বিদরে হৃদয়,
"	"	৮	উঠিত না বঙ্গে আজি এই হাহাকার।
"	১৯	৫	আজি এই বঙ্গভূমি হইত পূরিত
"	"	৭	বঙ্গে গৌরবসূর্য্য হতো বিভাসিত ;
"	৪৮	৯, ১০	সেই শোণিতের স্রোতে, হইল তখন বঙ্গ-স্বাধীনতা-শেষ-আশা বিসর্জ্জন।

পরিশিষ্ট (গ)

দুরূহ শব্দ ও বাক্যাংশের অর্থ

প্রথম সর্গ

মুরসিদাবাদ—জগৎশেঠের মন্ত্রণাভবন :—This conspiracy was conducted and completed in Murshidabad. The Seths took the leading part in organising this plot for purifying the administration.—J. Sarkar.

নিবিড় জলদাবৃত—ঘন মেঘে আচ্ছন্ন। বিদারি আকাশতল…বিজলি চঞ্চল—আকাশের বুক চিরিয়া চঞ্চল বিদ্যুৎ থাকিয়া থাকিয়া চমকাইতেছে এবং বিদ্যুতের এই চমকানি ঠিক যেন সাপের মতো দেখাইতেছে। সাপের সঙ্গে বিদ্যুতের উপমাটি সুন্দর। সুর-বালাগণ—দেবকন্যাগণ। গগন-গবাক্ষ—আকাশের জানালা। যবনের অত্যাচার…হয়ে আচ্ছাদিত—কবি এখানে সিরাজের অত্যাচারের ভীষণতা বুঝাইবার জন্য এই নৈসর্গিক দৃষ্টান্তটি প্রয়োগ করিয়াছেন। পাছে নবাবের অত্যাচারে নক্ষত্রকুমারীদের নির্মল হৃদয় কলঙ্কিত হয়, সেই ভয়ে তাহারা ঘন মেঘের অন্তরালে তাহাদের মুখ লুকাইয়া নীরবে চিন্তা করিতেছে। নীরদ-নির্মিত নীল চন্দ্রাতপতলে—মেঘের তৈরী নীল চাঁদোয়ার তলায় অর্থাৎ আকাশের নীচে। হিল্লোল—তরঙ্গ। অস্পন্দ—স্পন্দন রহিত হইয়া, অকম্পিতভাবে। বিজ্ঞাপিছে—জানাইতেছে। অনন্তকায়—একাকার। নীহার-নয়নজলে—তুষারের মতো শীতল চোখের জলে। ভিতিছে—ভিজিছে। সমস্ত শর্ব্বরী—সারা রাত্রি। সুরপুরী-সম—স্বর্গের সমান। শেঠের ভবনে—জগৎশেঠের বাড়ীতে। সুতার—সুমিষ্ট স্বর-বিশিষ্ট তারযুক্ত। অভীপ্সিত—সংকল্পকৃত। ন্যস্ত—অর্পিত। মজিয়া—মগ্ন হইয়া। বীর পঞ্চজন—রায়দুর্লভ, জগৎশেঠ, মীরজাফর, রাজবল্লভ, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র। চিত্ত সনে—চিত্তের সঙ্গে। একটি রমণীমূর্ত্তি—রাণী ভবানী; নাটোরের সুপ্রসিদ্ধা জমিদার-পত্নী, পুণ্যবতী ও দানশীলা। ক্রোধ গরিমা-গরল—ভীষণ ক্রোধ। বিষাদিত—বিষাদে আচ্ছন্ন। তেজস্বী

যবন—সেনাপতি মীরজাফর, আলিবর্দি কর্তৃক পুষ্ট ও ক্ষমতা প্রমত্ত। সৈরিন্ধ্রী-স্বরূপা…কীচক-যবন।—যে নারী পরগৃহে শিল্পাদি দ্বারা জীবিকা-নির্বাহ করে। [মহাভারতে বর্ণিত পঞ্চপাণ্ডব যখন দ্রৌপদীসহ বিরাট-রাজগৃহে অজ্ঞাতবাসে ছিলেন, সেই সময়ে তাঁহারা প্রত্যেকেই ছদ্মনাম গ্রহণ করেন এবং দ্রৌপদী সেই সময় সৈরিন্ধ্রী নাম লইয়াছিলেন। কীচক দ্রৌপদীর রূপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে অপমান করে। কবি এখানে যবনকে কীচকের সহিত তুলনা করিয়াছেন এবং বঙ্গদেশকে সৈরিন্ধ্রীরূপে কল্পনা করিয়াছেন।] কৃষ্ণা—দ্রৌপদী। মন্ত্রী—রায় দুর্লভ; চতুর ক্ষমতাশালী ব্যক্তি। Rai Durlabh the former Diwan and Mirjafar the former Bakshi had been deprived of their offices and humiliated.—Sarkar. কৃতঘ্নতা-অসি…আহা!—ধর্ম বিসর্জন দিয়া কেমন করিয়া কৃতঘ্নতারূপ তরবারি হাতে ধরিব অর্থাৎ কেমন করিয়া কৃতঘ্ন হইব? যেই করে—যে হাতে। অভিসন্ধি—উদ্দেশ্য। জগৎশেঠ—শেঠগণ বিখ্যাত ব্যবসায়ী এবং ধনী, নবাব ও ইংরাজরাও অর্থের জন্য তাঁহাদের শরণ লইতেন। তন্মধ্যে প্রধান ছিলেন জগৎশেঠ। The great Hindu Bankers, the (Jagat) Seths…had been threatened with circumcision.—Sarker. স্বর্গ মর্ত্ত্য……নিজ পথ—এইখানে কবি বাঙালি চরিত্রের বৈশিষ্ট্য অতি নিপুণভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন। যদি স্বর্গ ও মর্ত্ত্য পরস্পর স্থান বদল করে তথাপি বাঙালির মধ্যে ঐক্যস্থাপন অসম্ভব; অর্থাৎ অসম্ভব সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু বাঙালি কোনোদিন ঐক্যবদ্ধ হইতে পারিবে না। বাঙালি প্রতিজ্ঞা করিতে খুব পটু, তাহাদের সাহসও আছে, কিন্তু ঠিক কাজের সময়ে প্রত্যেকেই নিজের নিজের পথ দেখে অর্থাৎ বচন-সর্বস্ব বাঙালি কাজের বেলায় কিছুই নয়। মামুদ ঘোরি—গজনীর শাসনকর্তা। তিনিও সুলতান মামুদের মত কয়েকবার ভারত আক্রমণ করেন। চৌহান-রাজ পৃথ্বীরাজের সহিত যুদ্ধে কনৌজের জয়চন্দ্র তাঁহাকে সাহায্য করেন। অপার—অনেক। দায়—দায়িত্ব। লৌকিক রোদন—লোক দেখানো

ক্রন্দন। বেগমের বেশে পাপী······কালিমা-সঞ্চার—জগৎশেঠের পুত্রবধূর অপমান করেন সুজা খাঁর পুত্র সরফরাজ খাঁ, সিরাজ নহে। (অক্ষয় মৈত্রেয়)। রাষ্ট্র—প্রচারিত। জগৎশেঠের নাম······সমকক্ষ—জগৎশেঠের কথার দাম একলক্ষ টাকার সমান। আপনি নবাব······যাহার দুয়ারে—অন্ত লোকের কথায় দরকার নাই, স্বয়ং নবাব জগৎশেঠের নিকট টাকা ধার করিয়াছিলেন। সম্ভব হইবে······শেঠের গরিমা—শরৎকালের আকাশে চাঁদ লুপ্ত হইতে পারে অর্থাৎ ইহা সম্ভব, কিন্তু শেঠের গৌরব বিলুপ্ত হওয়া একেবারেই অসম্ভব। দাবানল—বনাগ্নি। সুবিস্তার—সুবিস্তৃত। দশন-দংশনে—দাঁতের কামড়ে। রাজা রাজবল্লভ—বিক্রমপুরের বৈদ্যবংশজাত। হোসেন কুলীর মৃত্যুর পর ঢাকার নবাবের দেওয়ান হন, দক্ষ শাসন-পরিচালনার দ্বারা ঢাকার সর্বেসর্বা হইয়া উঠেন। যে যন্ত্রণা···হ'তো এত দিনে!—Siraj brought against Raj Ballav the charge having embezzled public money and called for an account of his administration of the Dacca finances Raj Ballav who happened to be in Murshidabad at the time, was thrown into confinement. Men were sent to Dacca to attach Raj Ballav's property and family. Krishna Ballav, with the women and treasures of the familv escaped to Calcutta on the pretext of a pilgrimage to Jagannath ; and by bribing Mr. Drake, the Governor, secured an asylum.—Sarkar. কলিকাতা জয় কালে—ইংরাজদের দুর্গ-নির্মাণের প্রতিবাদে সিরাজ ১৭৫৬ সালের ১৬ই জুন কলিকাতা আক্রমণ করেন এবং ২০শে জুন উহা জয় করেন। অন্ধকূপ-অত্যাচার—ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

এ ভুজঙ্গ—অর্থাৎ নবাব সিরাজদ্দৌলা। নিমীলিত নেত্রে—চোখ বুজিয়া। চিন্ত—চিন্তা কর। সদলে ইংরেজের লইয়া আশ্রয়—The English were found to be the only power that could deliver the country from this insane and cowardly tyrant.—Sarkar.

কৃষ্ণচন্দ্র—নদীয়ার প্রসিদ্ধ জমিদার কৃষ্ণচন্দ্র রায়। রাজনগর-ঈশ্বরে—রাজনগরের ভূস্বামী রাজা রাজবল্লভ। মহারাষ্ট্র বিগ্রহে বিশেষ—The repeated incursions of the Marhattas gave Alivardi no rest during the greater part of his rule, devastated his province, affected its trade and manufactures most injuriously, paved the way for its economic decline.—Sarkar. বীরশ্রেষ্ঠ আলিবর্দি—সিরাজদ্দৌলার মাতামহ। দক্ষতাগুণে বঙ্গ-বিহার উড়িষ্যার নবাব হন। Alivardi was a brave warrior, in generalship he had no equal in his age...Alivardi was a kind and generous master, well attentive to the interests of the officers of his Government.—Sarkar. ব্যাধ-বন-নিপীড়ন—ব্যাধ কর্তৃক নিপীড়িত বন শশ। পরন্তপ—শত্রুকে যে নিগ্রহ করে। সেনকুল-কুলাঙ্গার—Bengal under its pious and aged ruler Lakshmana Sena was slumbering in apathy till a year after (1201 A. D.) Bakhtyar Khilji stole a march upon her and rudely knocked at the palace-gate of Nadia—Sarkar. ঐতিহাসিকগণের মতে সপ্তদশ অশ্বারোহী বণিকের ছদ্মবেশে অরক্ষিত পুরী অতর্কিতে আক্রমণ করে, এবং তাহাদের পশ্চাতে আরও সাহায্যকারী সৈন্যদল ছিল। জেতৃভেদে—বিভিন্ন বিজয়ী হিসাবে। রণস্থল পানিপথে—১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে বাবরের সঙ্গে ইব্রাহীম লোদীর, ১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দে আকবরের সঙ্গে হিমুর এবং ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দে মারাঠাদের সঙ্গে আহমদ শাহ্ দুরানীর যুদ্ধ হয় এই রণক্ষেত্রে। বিধি—ভগবান। পূর্ণিয়ার পাপী দুরাচার—পূর্ণিয়ার অপদার্থ নবাব শওকত জঙ্গ। ইনি নবাব আলিবর্দির দ্বিতীয় উত্তরাধিকারী ছিলেন। ইনিও বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার সুবাদারী-পদের বাদশাহী সনন্দ পাইয়াছিলেন এবং সিরাজদ্দৌলার ওমরাহগণ তাঁহার সপক্ষে আছেন জানিয়া ইনি নবাবীর আশায় সিরাজের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া পূর্ণিয়ার যুদ্ধে নিহত হন। সৈন্যাধ্যক্ষে—

মীরজাফরকে। হুগ্লীতে—হুগলীতে। ইরম্মদ—বজ্রাগ্নি। ভাতিল—শোভা পাইল। অর্বাচীন—নবীন। অস্পন্দ-শরীর—স্থির দেহ। কাল রঙ্গে—কালো রঙে। দাসত্বের বিনিময়ে দাসত্ব-স্থাপন—নবাব সিরাজদ্দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া মীরজাফরকে নবাব করিলে দাসত্বের বদলে দাসত্বই স্থাপিত হইবে, হিন্দুদিগের তাহাতে বিশেষ কোনো সুবিধাই হইবে না। নহে দূরে দিল্লীর পতন—দিল্লীর মোগল সাম্রাজ্যের পতন ঘটিতে আর বেশী বিলম্ব নাই। জিনি—জয় করিয়া। বিষম বিকল্প স্থানে—ভীষণ সংশয়পূর্ণ জায়গায়। সুরীশ্বর—ইন্দ্র। জীমূতবৃন্দ—মেঘদল।

দ্বিতীয় সর্গ

কাটোয়া—ব্রিটিশ শিবির—১৯শে জুন ক্লাইব প্রেরিত সৈন্যদল কাটোয়া দুর্গ অধিকার করে। অবশিষ্ট ব্রিটিশ সৈন্য সেই রাত্রে কাটোয়া পৌঁছে এবং দুইদিন থাকে। সহস্র কিরণ—সূর্য। শোভিছে একটি···জাহ্নবী-জীবনে—পশ্চিম আকাশে একটি সূর্য শোভা পাইতেছে, আর গঙ্গার জল-তরঙ্গে তাহা প্রতিবিম্বিত হইয়া সহস্র সূর্যের মতো মনে হইতেছে। কেতন—পতাকা। তুরঙ্গ—অশ্ব। বারণ—হস্তী। বিকচ—প্রস্ফুটিত। শীকর—বায়ুচালিত জলকণা, জলবিন্দু। আনায়—জাল, ফাঁদ। শ্বেতদ্বীপ-সুত—ইংরেজ। দিনেশ—সূর্য। হায় রে পূর্ব্বের রবি গিয়াছে পশ্চিমে!—কবি এখানে এই বলিয়া আক্ষেপ করিতেছেন যে, আগে শৌর্যে-বীর্যে, শিক্ষায়, সভ্যতায় ভারতবর্ষের যে গৌরব ছিল, এক্ষণে তাহা য়ুরোপে ইংলণ্ডের হইয়াছে। [illegible]—গোল। অঞ্জনাতনয়—হনুমান। রঙ্গে—রঙ্গ করে। কাদম্বিনী—[illegible] [illegible]বা যে পথে······মম গতি—এখানে কবি বলিতেছেন যে, তাঁহার [illegible] কবিই পরিচিত বিষয়বস্তু অর্থাৎ পৌরাণিক উপাখ্যান লইয়া [illegible]ছেন। এই রকম অপরিচিত পথে অর্থাৎ ঐতিহাসিক [illegible] কেহ কাব্য রচনা করিতে প্রয়াস পান নাই। [illegible] দুরাচার······সাম্রাজ্যের জন্যে—লর্ড ক্লাইব

২৯শে সেপ্টেম্বর, ১৭২৫ ইংলণ্ডে জন্মগ্রহণ করেন। "তিনি সাত বৎসর বয়ঃক্রমাবধি কামচারিতা, অনুক্ষণ ক্রোধ, স্বাভাবিক সাহস, এবং দুষ্টবুদ্ধি ইত্যাদিতে পরিজনের প্রতি অত্যন্ত অসুখ প্রদান করিতেন।... ইহাতে আশ্চর্য নহে যে, তাঁহার পরিজনেরা তাঁহার দ্বারা কোন উপকার প্রার্থনা না করিয়া ধনোপার্জ্জনের ছলে তাঁহাকে কোম্পানীর কোন কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া ১৮ বৎসর বয়ঃক্রম সময়ে মান্দ্রাজ নগরে প্রেরণ করিয়াছিল।" (মেকলে কৃত ক্লাইব-চরিত্রের অনুবাদ)। আর্দ্রিত—সিক্ত। উপেক্ষিয়া সমগ্র সমর-সভা—'A council of war held by him on 21st. June decided by a majority in favour of halting there instead of advancing and seeking battle. But an hour after this council, Clive changed his mind and decided to advance next day.—Sarkar. একই ভরসা......করি কোন্ মতে ?—Up to this time he has received nothing but bare promises from Mirjafar...and he hesitated to risk the fortunes of the company on the fare world of a man who was a traitor to his own sovereign.—Sarkar. আছে পাপী উমিচাঁদ...মুগ্ধ করিয়াছি তারে—সুচতুর ধনী মহাজন। ব্যবসাসূত্রে ইংরেজদের সহিত তাঁহার বন্ধুতা ছিল। ওয়াটস্ এবং তিনি মিলিয়া ইংরেজের সহিত নবাবের সন্ধি করান। তিনি সিরাজ উচ্ছেদ ষড়যন্ত্রের কথা প্রকাশ করিয়া দিবেন ভয় দেখাইলে ক্লাইভ তাঁহাকে পরে প্রভূত অর্থদানের প্রতিশ্রুতি দেন। এই প্রতিশ্রুতি-লিপি দুইখানা প্রস্তুত করান হয়। একটি আসল, অপরটি জাল। জালটিতে প্রতিশ্রুতিকারী ক্লাইবের স্বাক্ষর ছিল না। প্রক্ষালিত—ধৌত। ভেলায় ভরসা করি ভাসিয়া অর্ণবে—সমুদ্রে সামান্য ভেলা অর্থাৎ ক্ষুদ্র নৌকা ভাসাইয়া আরোহী যেমন বৃথা ভরসা করে, ক্লাইবও তেমনি মীরজাফরের কথায় বিশ্বাস করিয়া মুষ্টিমেয় সৈন্য লইয়া নবাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে আসিয়াছেন। ফরাসি-সিংহ—পলাশির যুদ্ধের সময়েও ভারতে

সাম্রাজ্য বিস্তারে ফরাসী বণিকেরা ইংরেজ বণিকদের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। দুইবার যমদণ্ড……না মরিনু—ক্লাইব বাংলাদেশে আসিবার পূর্বে মান্দ্রাজে দুইবার আত্মহত্যা করিবার চেষ্টা করেন। না মরিনু……সৈনিকের করে—পরিশিষ্ট ক দ্রষ্টব্য। সেই দিন প্রভঞ্জন পৃষ্ঠে……দুর্গ-অধিপতি—ইংরেজ-আশ্রিত মহম্মদ আলি ফরাসী-শক্তিপুষ্ট চণ্ডা সাহেবের আক্রমণ হইতে স্বীয় রাজ্য কর্ণাট উদ্ধার করিতে না পারায় ক্লাইব দুইশত ইউরোপীয় এবং তিনশত এতদ্দেশীয় সৈন্যের সহিত কর্ণাটের রাজধানী আর্কট আক্রমণ করিলেন। তাঁহার যাত্রাকালে অতিশয় ঝড়বৃষ্টি ও বিদ্যুৎপাত হইয়াছিল। কিন্তু তথাপি তিনি নির্ভয়ে যাত্রা করিয়া ঐ নগরে আসিয়া বিনা যুদ্ধে দুর্গ অধিকার করিলেন। শত্রুলোকেরা এইরূপ অকস্মাৎ আক্রমণ হওয়ায় ভয়প্রযুক্ত পলায়ন করিল। —মেকলে। কিংবা পঞ্চাশৎ দিন…বিমুখিনু সেই দিন—চণ্ডা সাহেবের পুত্র রাজা সাহেব দশ সহস্র সৈন্যের অধ্যক্ষ হইয়া পুনর্বার আর্কট নগর আক্রমণে যাত্রা করিলেন। ক্লাইব সাহেব শত্রুদিগের সহিত ক্রমাগত পঞ্চাশ দিবস অত্যুত্তম সেনাপতির ন্যায় যুদ্ধ করিলেন। ঐ সময় মুসলমানরা সকলেই উন্মত্ত হইয়া আলির পুত্র হাঁসেনের মৃত্যু স্মরণার্থে তাঁহার মহোৎসবে প্রবৃত্ত ছিল।…তৎসময় রাজা সাহেব ঐ দুর্গ আক্রমণার্থে তাহাদিগকে আজ্ঞা করিলেন। তিনবার সাহসপূর্বক আক্রমণ করিতে চেষ্টা করিলেও সকলেই বিফল হইল।—মেকলে। জ্যোতির্বিমণ্ডিতা এক অপূর্ব্ব রমণী—স্বপ্নে ক্লাইব ইংলণ্ডের রাজলক্ষ্মীকে দেখিলেন। কুবলয়—পদ্ম। বালার্ক—প্রভাত-সূর্য (অর্ক=সূর্য)। ঐরাবতী—ইরাবতী। দমি—দমন করিয়া। নিস্তার—নক্ষত্রহীন। ঈশা—যীশুখৃষ্ট। উপজিবে—উদয় হইবে।

তৃতীয় সর্গ

সান্ত্রীদল—প্রহরীদল, সশস্ত্র রক্ষীদল। নিরখি—দেখিয়া। নিরখিয়া…কল্পনা—সিরাজের চারিপার্শ্বে তিলোত্তমা সদৃশ এইসব সুন্দরী রমণী দেখিয়া কে বলিবে তিলোত্তমা নিতান্তই কবির কল্পনা। শ্রবণ—কান। কানে পুনঃ

…কটাক্ষ চঞ্চল—মহাদেবের কোপানলে কামদেব ভস্মীভূত হইয়াছিলেন। সুন্দরীদের চঞ্চল কটাক্ষে সেই মৃত কামদেব যেন পুনরায় জীবন লাভ করিতেছেন। ঘৃণাস্পদ—ঘৃণ্য। ধনী—রমণী, নারী। উড়ুক কামের ধ্বজা—মদনের পতাকা উড়ুক অর্থাৎ নাচে-গানে প্রচণ্ড উৎসব হউক। উদাস—উদাসীনতা। বাণী-বীণা-বিনিন্দিত—সরস্বতীর বীণার সুরের অপেক্ষাও মিষ্টি। নিরেট—কঠিন (শব্দটির প্রয়োগ এস্থলে কবিতার মাধুর্যকে হানি করিয়াছে)। দ্রবিত—বিগলিত। মৃগতৃষ্ণিকা—মরীচিকা, অলীক। হরি—হরণ করিয়া, নাশ করিয়া। জলধি—সমুদ্র। উচাটন—ব্যাকুল। খঞ্জনী—একপ্রকার বাদ্যযন্ত্র বিশেষ। মহীরুহ—বৃক্ষ। ভীম প্রভঞ্জন—প্রচণ্ড বাতাস। কানাতে—শিবিরের তাঁবুর দেওয়ালে। স্বনিয়া—শব্দ করিয়া। প্রথম স্বপ্ন—শৌকৎজঙ্গের উক্তি। দ্বিতীয় স্বপ্ন—ঘসেটি বেগমের উক্তি। তিনি ক্ষমতাশালিনী রমণী ছিলেন। সিরাজ তাঁহার সঞ্চিত প্রভূত অর্থ অধিকার করিয়া তাঁহাকে বন্দী করেন। তিনি সিরাজের মাসীও ছিলেন। নবীনচন্দ্র তাঁহাকে নিহত বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিলেন। তৃতীয় ও পঞ্চম স্বপ্নে সুনির্দিষ্ট কোন ঘটনার পরিচয় নাই, উহারা সিরাজ-কলঙ্কের পরিপূরক। চতুর্থ স্বপ্ন—ঢাকার নবাব হোসেন কুলির অর্থ ও প্রতিপত্তিতে সিরাজ ঈর্ষান্বিত হন এবং তাঁহাকে লোক দিয়া মুর্শিদাবাদের রাজপথে হত্যা করান। ষষ্ঠ স্বপ্ন—অন্ধকূপে নিহত ব্যক্তিদের উক্তি। বঙ্কিম-রজতরেখা—বাঁকা চাঁদ। নিশিথিনী-নাথ—চন্দ্র। ভয়,…পলাশি—কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে নিহত হইয়া ভীষ্মদেব যেমন শরশয্যার উপরে কিছুকাল জীবিত ছিলেন, তেমনি এই পলাশি-প্রান্তরে মানুষের সুখ-সম্ভোগের ইচ্ছাকে নিহত করিয়া ভীতি যেন ভীষ্মশরশয্যা রচনা করিয়াছে, অর্থাৎ যুদ্ধের পূর্বদিন রাত্রে শিবিরে সকলেই বিনিদ্র রজনী যাপন করিয়াছিল। বিলম্বিত—এলায়িত। ভুজবল্লী—হস্ত। তিতি—ভিজিয়া। লেখনী ছাড়িয়া—কলম ছাড়িয়া। ক্লাইব ও ক্লাইবের সৈন্যদলের অনেকেই যুদ্ধের পূর্বে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কেরাণী ছিলেন। যুঝিব—যুদ্ধ করিব। স্বাধীনত্ব—স্বাধীনতা, (অশুদ্ধ প্রয়োগ)। স্বগত—আত্মগত, মনে মনে, যাহা কোনও ব্যক্তিকে

উদ্দেশ্য না করিয়া আপন মনে বলা হয়। গোলকুণ্ডা হীরকের হার—গোলকুণ্ডার হীরার খনি প্রসিদ্ধ, সেইখানকার হীরার তৈরী হার। তারাময়—নক্ষত্রে ভরা। লয়—সমাপ্ত।

চতুর্থ সর্গ

বিভাবরী—রাত্রি। করবাশি—কিরণমালা। সিরাজ স্বপ্নান্তে…রক্তিম নয়ন—পূর্বরাত্রিতে শিবিরে সিরাজ স্বপ্ন দেখিতেছিলেন। স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে রাত্রি শেষ হইল। প্রভাতের রক্তবর্ণ সূর্য দেখিয়া তাঁহার মনে হইল, ইহা বুঝি বিধাতারই ক্রুদ্ধ আরক্ত মুখ। তবে—এখন। রণপ্রতীক্ষায় …প্রকৃতি যেমন—প্রচণ্ড ঝড়ের পূর্বে প্রকৃতি যেমন শান্তভাব ধারণ করে, তেমনি পলাশির মাঠে যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বমুহূর্তে গাছপালা, পশুপক্ষী, গঙ্গার জল সব স্থির, অচঞ্চল ও নীরব ছিল। দ্বিজ—ব্রাহ্মণ। নিরখিল—দেখিল। অংস—স্কন্ধ। উগরিল—উদ্‌গিরণ করিল। কামিনী-কক্ষ কলসী—মেয়েদের কাঁখের জলভরা কলসী। কুলায়—নীড়ে। ছুটে রড়ে—ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ায়। মিরমদন—সিরাজ বিশ্বাসঘাতক মীরজাফরের হাত হইতে সৈন্যচালনার প্রধান ভার গ্রহণ করিয়া সাহসী ও অনুরক্ত মিরমদনের হাতে দেন। মোহনলাল—অন্যতম বিশ্বাসী বীর যোদ্ধা। সিরাজ তাঁহাকে মহারাজা উপাধি দিয়া পেস্কার নিযুক্ত করেন, কার্যতঃ তিনি প্রধান মন্ত্রীর সমতুল্য ছিলেন। তিনি যুদ্ধে আহত ও বন্দী হন। নবীনচন্দ্র তাঁহাকে যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ব্যাজ—বিলম্ব, দেরী। সেনাপতি! ছি ছি…আছ এক ধারে—In their centre and left (Bengal Army) the vast cavalry hordes of Mirjafar, Durlabh Rai and Yar Latif were seen retiring further and further away without having fired a shot during the whole day.—Sarkar. রণ-পয়োধি—সমর-তরঙ্গ। কহিনুর—কোহিনূর হীরক। মসী—কালি। বীরত্ব-

প্রভাকরে—বীরস্বরূপ সূর্যকে। অর্পি—অর্পণ করিয়া। রাহুকরে—দাসস্বরূপ রাহুর হাতে। নির্ঘাত—পরস্পর আঘাতজনিত শব্দ। শিখর বাহি—পর্বতের চূড়া হইতে যাহা প্রবাহিত হয়। সঙ্গিন-ঘায়—বন্দুকের সঙ্গিনের আঘাতে। বিষাদ-রজনী—দুঃখের রাত্রি। বৈজয়ন্ত ধাম—স্বর্গ। আকাশ-কুসুম··· তেমন—এদেশের লোকের নিকট আকাশকুসুম কিংবা মন্দার পর্বত যেমন কল্পনার বিষয় ছিল, ভারতবাসীর নিকট ইংলণ্ডের অস্তিত্বও এতদিন তেমনি কল্পনার বিষয় ছিল। পরিহরি—ত্যাগ করিয়া। নবীন-দৃশ্য—নূতন দৃশ্য অর্থাৎ ইংরেজের অধীনে বঙ্গদেশ। প্রসারিয়া—বিস্তৃত করিয়া। আবরিত—আচ্ছাদিত, আবৃত। পূর্ণিত হ'ত—পরিপূর্ণ হইত। ধবল জলদ—শুভ্র মেঘ অর্থাৎ ইংরেজ। করাল-কৃপাণ-মুখে ধর্মের বিস্তার—তরবারী হস্তে মুসলমানগণ এদেশে ইসলাম ধর্ম প্রচার করিয়াছিল। তুলনে—তুলনায়। শেলপাতা বাজে বুকে শেলের সমান—তীক্ষ্ণাগ্র বৃক্ষপত্র বিশেষ। অদৃষ্ট বিরূপ হইলে অল্প বিপদকে ভীষণ বিপদ বলিয়া মনে হয়। ক্রীড়াপটে—চিত্রপটে, ছবিতে। দোষি—দোষ দিই। তৃতীয় নয়ন উমার ললাটে যেন—উমার কপালে তৃতীয় নয়নের মত ভারতের কোহিনূর ইংলণ্ডের রাণীর মুকুটে শোভা পাইবে। রোমানের—রোমের। পরাধীনী—পরাধীন (অশুদ্ধ প্রয়োগ)। ঈষদে—ঈষৎ।

পঞ্চম সর্গ

অহিফেন-মুগ্ধ···করেছে বরণ—'Sunk in gross sensual pleasures and weakened by his addiction to opium and the hemp drug (ভাঙ)···in his last years, in the ignominous repose of the throne of Bengal, as 'Lord Clive's Jack-ass', he developed leprosy'—Sarkar. লভেছে পাতিয়া···ধূর্ত উমিচাঁদ—পলাশির যুদ্ধান্তে উমিচাঁদ প্রতিশ্রুত অর্থ দাবী করিলে জাল দলিল দ্বারা ক্লাইভ তাঁহাকে

সম্পূর্ণ বঞ্চিত করেন এবং শোকে উন্মাদপ্রায় উমিচাঁদকে শান্তিলাভের জন্ত তীর্থযাত্রার উপদেশ দেন। ঊর্ণনাভ—মাকড়সা। জলছায়া—মেঘের ছায়া। অশিববাচক—অমঙ্গলসূচক। একণে মুঙ্গের দুর্গে…সৈন্ত আগমন—পরিশিষ্ট (ক) দ্রঃ। অনেকের মতে, মুঙ্গের দুর্গে তাঁহার বন্দি-অবস্থা মীরকাশিমের সহিত ইংরাজদের বিবাদকালীন ঘটনা। মঞ্জু—সুন্দর। নব-নবাবের—নূতন নবাবের অর্থাৎ মীরজাফরের। আভূতল—আভূমি, মাটি পর্যন্ত। বলিল সে ধ্বনি…মরিবে মিরণ—পরিশিষ্ট (ক) দ্রঃ। মকরন্দ—ফুলের মধু। অনূঢ়া—অবিবাহিতা। সমীপ—নিকটবর্তী। বাঁধুলি—লাল ফুল বিশেষ। তিতি—ভিজিয়া। নির্ব্বন্ধ—বিধান। নয়ন-আসারে—চোখের জলে। অশোক—শোকহীন। বিদারিত—বিদীর্ণ। কমলিনী-দলনিভ—পদ্মের মত নরম। তমিস্র—অন্ধকার। জীমূত-নাদে—মেঘের শব্দে। বেলাসীমা—তটসীমা। করঙ্ক—অস্থিরাশি। উলঙ্গ-করঙ্ক—মাংসহীন দেহাস্থি। শিলাবৎ—পাথরের মতো। নিরয়—নরক। দুর্ব্বল—ক্ষীণ।